NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

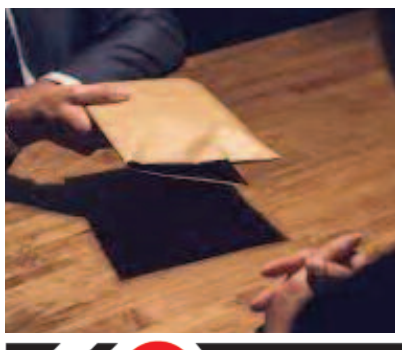

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ সরকারি নিয়োগে দুর্নীতি ঠেকাতে নাগরিক দায়িত্ব গুরুত্বপূর্ণ

কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিলেন অরবিন্দর সিং লাভলি ৭

কলকাতা ৫ মে ২০২৪ ২২ বৈশাখ ১৪৩১ রবিবার সপ্তদশ বর্ষ ৩২২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 5.5.2024, Vol.17, Issue No. 322, 8 Pages, Price 3.00

রাজভবনের ঘটনায় এবার সিসিটিভি ফুটেজ চাইল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজভবনের ঘটনায় এবার সিসিটিভি ফুটেজ চেয়ে পাঠাল পুলিশ। ওসি রাজভবনের মাধ্যমে এই ফুটেজ চেয়ে পাঠিয়েছে কলকাতা পুলিশ। মহিলা কর্মীর অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার অনুসন্ধানে নেমেছে কলকাতা পুলিশ। সূত্রের খবর, বিশেষ অনুসন্ধান দলের তরফে এই ফুটেজ চেয়ে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, কলকাতা পুলিশের তরফে বিশেষ অনুসন্ধানকারী দল গঠন করা হয়েছে। দলে ৮ জন সদস্য রয়েছেন। সেই স্পেশ্যাল এনকোয়ারি টিমের তরফে জানা যাচ্ছে, শুক্রবার রাতে সাড়ে দশটার পরে একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে। সেই চিঠি পাঠানো হয়েছে রাজভবন ওসি-র মাধ্যমে রাজভবন কর্তৃপক্ষর কাছে। ২ রা মে-র ঘটনার যে অভিযোগ উঠেছে। তাতে রাজভবনের নির্দিষ্ট কিছু ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ চাওয়া হয়েছে। সেই ফুটেজ খতিয়ে দেখে তবেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ঘটনার আদৌ সারবত্তা রয়েছে কি না।

রাজ্যপালের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির চেষ্টার অভিযোগ তুলেছেন রাজভবনেরই এক মহিলা কর্মী। হেয়ারস্ট্রিট থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন তিনি। যদিও রাজ্যপাল বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছেন, 'এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ। ভোটের বাংলায় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত করা হচ্ছে। সত্য সামনে আসবে।' তবে রাজভবনের ওই অস্থায়ী মহিলা কর্মীর অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই অনুসন্ধানের কাজ শুরু হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। সূত্রের খবর, ডিসি সেন্ট্রালের নেতৃত্বে আট সদস্যের একটি বিশেষ অনুসন্ধান দল গঠন করা হয়েছে।

বিজেপির পরিকল্পিত চক্রান্ত সন্দেশখালির ঘটনা: অভিষেক

স্টিং অপারেশন নিয়ে সিবিআই তদন্ত চায় বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন: সন্দেশখালির ভাইরাল ভিডিও নিয়ে এবার বিজেপিকে আক্রমণ করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার সাংবাদিক বৈঠক করে বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিলেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড। তিনি বলেন, 'বাংলায় রাজনীতি এত নিকৃষ্ট মানের হতে পারে সেটা ভাবতে পারিনি। সন্দেশখালির ঘটনা পুরোটাই বিজেপির বানানো।'

বিজেপিকে নিশানা করে অভিষেক বলেন, 'বাংলাকে ছোট করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এতদিন বিজেপিকে বাংলা বিরোধী দল এমনি বলিনি। বাংলার ভাবমূর্তিকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করেছে বিজেপি। স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকে যত রাজনৈতিক দল আছে, আজকের এই ভিডিওটি সমস্ত নির্লজ্জতার সীমা পার করে দিয়েছে।'

বিজেপিকে অভিষেকের চ্যালেঞ্জ, 'গঙ্গাধর কয়ালকে হিম্মত থাকলে সাসপেন্ড করুন।' লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির ভোটবাক্সে এর প্রভাব পড়বে বলেও দাবি করেছেন তৃণমূলের 'সেনাপতি'। বলছেন, 'বাংলায় আপনারা (বিজেপি) বলছিলেন ৩০টা আসন পাবেন। বাংলাকে ছোট করে আপনারা ৩০টা আসন পাবেন? যে পরিণতি আপনাদের একুশ সালে হয়েছিল, তার থেকেও খারাপ পরিণতি হবে।' পরিশেষে তাঁর সংযোজন, 'বাংলাকে ছোট করতে শুধু বিজেপি নয়, বিচারব্যবস্থার একাংশও দায়ী।'

অন্যদিকে, সন্দেশখালির ভিডিও নিয়ে সরব হয়েছে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এদিন নদিয়ায় নির্বাচনী সভা থেকে বলেন, 'সন্দেশখালি নিয়ে ভাল নাটক তৈরি করেছিলেন। আসল তত্ত্ব ফাঁস। অনেক দিন ধরে বলেছিলাম, এটা পরিকল্পনা, বিজেপির তৈরি করা নাটক। ফাঁস হয়ে গিয়েছে।' গত ৫ জানুয়ারি রেশন দুর্নীতি মামলার তদন্ত করতে গিয়ে সন্দেশখালিতে শেখ শাহজাহানের বাড়িতে যায় ইডি। আর সেখানে গিয়ে জনরোষের সম্মুখীন হয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। যা নিয়ে উত্তাল রাজ্য-রাজনীতি।

ভিডিওটিতে দেখা গিয়েছে, বিজেপির মণ্ডল সভাপতি গঙ্গাধর কয়াল একটি ঘরে চেয়ারের ওপরে বসে আছেন। কেউ বা কারা তাঁকে সন্দেশখালির ঘটনাটি নিয়ে প্রশ্ন করে চলেছেন। তিনি আড্ডার ছলে প্রশ্নকর্তার সঙ্গে কথা বলছেন। বার বার উঠে আসছে শুভেন্দুর নাম। গঙ্গাধর বলছেন, 'এই আন্দোলন এত দিন টিকে আছে কেন? তিনটে ছেলে এ দিক ও দিক যাচ্ছে, গোটা বিষয়টি পরিচালনা করছে। শুভেন্দুর আমাদের ওপরে আস্থা আছে। শুভেন্দু এক বার ঘুরে গিয়েছে, তাতেই আন্দোলন এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে।' ভিডিওতে তাঁকে স্বীকার করতে শোনা গিয়েছে, শুভেন্দু টাকা এবং মোবাইল ফোন দিয়ে গিয়েছেন তাঁদের। কারণ এই ধরনের কাজ খালি হাতে হয় না। আর সেই স্বীকারোক্তির জেরেই এখন রাজ্য রাজনীতিতে তোলপাড় পড়ে গিয়েছে। যদিও এই পুরো ভিডিওর কোনওরকম সত্যতা যাচাই করেনি একদিন।

এদিকে, এই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করতে সিবিআই তদন্তের দাবি করেছে রাজ্য বিজেপি।

সিবিআইয়ের কাছে মেইল করেছে গঙ্গাধর: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: সন্দেশখালির ঘটনা সাজানো বলে বিজেপি নেতা গঙ্গাধর কয়ালের একটি ভিডিও সোশ্যাল মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। গঙ্গাধর নাম করেছে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। ঘটনাটি সম্পূর্ণ সাজানো এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৎপরতায় আইপ্যাকের তত্ত্বাবধানে ভিডিওটি এডিট করে ম্যানুফ্যাকচারিং করা হয়েছে বলে জানান রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার নদিয়ার নবদ্বীপ সরকারপাড়ায় দলীয় প্রার্থী জগন্নাথ সরকারের সমর্থনে এক নির্বাচনী জনসভায় এসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে এ কথা জানান রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। এই প্রসঙ্গে এ দিন তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করেন শুভেন্দু অধিকারী। এছাড়াও এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই গঙ্গাধর কয়াল সিবিআই-এর কাছে মেইল মারফত অভিযোগ দায়ের করেছেন বলেও দাবি করেন তিনি। কিন্তু ভাইরাল হওয়া এই বিষয়টি সাধারণ মানুষ গ্রহণ করবে না বলেও দাবি করেন বিরোধী দলনেতা। গোটা ঘটনা যে জড়িত অর্থাৎ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জেলে পাঠানোর হুমকি দিলেন শুভেন্দু অধিকারী। এবারের নির্বাচনে বিপুল ভোটের ব্যবধানে তৃণমূল প্রার্থীদের পরাজিত করে বিজেপি প্রার্থীরা জয়লাভ করবে বলো দাবি করেন শুভেন্দু অধিকারী। গোটা স্টিং অপারেশনের সাথে জড়িত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তার তিন আইপ্যাক এবং একজন টোটাল সাংবাদিক বলে জানিয়েছেন শুভেন্দু।

মতুয়াগড়ে নির্বাচনী প্রচারে কেন্দ্রকে আক্রমণ মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণবঙ্গে ভোটপ্রচারে ব্যস্ত তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার তিনি দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে মতুয়া গড় রানাঘাটে জোড়া সভা করেন। রানাঘাটের তৃণমূল প্রার্থী মুকুটমণি অধিকারীর হয়ে চাকদহে নির্বাচনী প্রচার করতে গিয়ে ফের একবার বিঁধলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। বলেন, নরেন্দ্র মোদি ফুটো ভাঁড়। পাশাপাশি রানাঘাটের বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগে তৃণমূল সুপ্রিমোর মন্তব্য, তাঁর অনেক ছবি আগেই নেত্রীর কাছে এসেছে। সেই সব ছবি যদি সামনে নিয়ে আসা হয়, তাহলে জগন্নাথ সরকারের গদি উলটে যাবে।

রানাঘাট কেন্দ্রটি মতুয়াগড় বলে পরিচিত। আর সেখানে নির্বাচনী প্রচারে সিএএ, এনআরসি বিরোধিতাকে যে হাতিয়ার করবেন তৃণমূল সুপ্রিমো, তা স্বাভাবিক। চাকদহের সিংহের মাঠ ময়দানের সভা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, একাধিকবার মতুয়াদের নিঃশর্ত নাগরিকত্বের লোভ দেখিয়ে তাঁদের কাছ থেকে ভোট নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। তবে মতুয়াদের কোনওরকম নিঃশর্ত নাগরিকত্ব দেয়নি। যতদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বেঁচে রয়েছেন, ততদিন পশ্চিমবঙ্গে সিএএ হতে দেবেন না বলে কার্যত হুঙ্কার দিলেন তিনি। পাশাপাশি রানাঘাটের বিজেপি প্রার্থী তথা বিদায়ী সাংসদ জগন্নাথ সরকারকে নিয়ে মমতার দাবি, তাঁর অনেক ছবি আগেই নেত্রীর কাছে এসেছে। সেই সব ছবি যদি সামনে নিয়ে আসা হয়, তাহলে জগন্নাথ সরকারের গদি উলটে যাবে। তৃণমূল কংগ্রেস নোংরা রাজনীতি করে না। তাই সেসব ছবি প্রকাশ্যে আনছেন না। আগামী ১৩ মে, চতুর্থ দফায় ভোট রানাঘাটে। ওইদিন তৃণমূল প্রার্থী মুকুটমণি অধিকারীকে বিপুল ভোটে জয়ী করে দিল্লির সংসদে পাঠানোর আবেদন জানান তৃণমূল সুপ্রিমো। বলেন, দিল্লিকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে তৃণমূল কংগ্রেসই রাজ্যের একমাত্র ভরসা। এদিনের জনসভায় প্রার্থী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাস ও অন্যান্য তৃণমূল কর্মী, সমর্থকরা।

একইসঙ্গে চাকদহের সভা থেকে সুর চড়িয়েছেন রাজ্যপালের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ নিয়েও। চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ শানিয়ে বলেন, 'রাজ্যপালের কীর্তিকলাপ দেখছেন। রাজভবনের কর্মচারীদের সঙ্গে কী সব করছে। মেয়েদের ডেকে নিয়ে শ্লীলতাহানি করছেন। আর প্রধানমন্ত্রী তাঁর বাড়িতে রাত্রি যাপন করে চলে গেলেন।'

'সন্দেশখালির আসল তথ্য ফাঁস হয়েছে'

নিজস্ব প্রতিবেদন: একটা ভিডিও। তাতেই তোলপাড় রাজ্য-রাজনীতি (যদিও এই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি একদিন)। সন্দেশখালিতে মহিলাদের উপর নাকি নির্যাতন করাই হয়নি। বলছেন বিজেপি-র মণ্ডল সভাপতি। মহিলাদের শিখিয়ে বুঝিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। কী বলতে হবে, কী কী করতে সবটা শেখানো হয়েছে, ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। ধর্ষণের অভিযোগ সাজিয়ে তৃণমূল নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়। মহিলাদের ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। ঠিক এই কথাগুলোই ওই বিজেপি নেতাকে বলতে শোনা যাচ্ছে ওই ভিডিওতে। এদিকে এই ভিডিও সামনে আসার পরই বিজেপির বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাতে মাঠে নেমে পড়েছেন তৃণমূল নেতারা। চাকদহের সভা থেকেও সুর চড়িয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। চাকদহ থেকে মমতা বলেন, 'সন্দেশখালি নিয়ে ভাল নাটক তৈরি করেছিলেন। আসল তথ্য ফাঁস হয়ে গিয়েছে। আমি অনেকদিন ধরেই আপনাদের বলছিলাম এটা পরিকল্পনা। বিজেপির তৈরি করা নাটক।' অন্যদিকে সন্দেশখালির ভাইরাল ভিডিও নিয়েও আগে ফেসবুকে পোস্টও করেন মমতা। সেখানেও আক্রমণ করেন পদ্ম শিবিরকে। সাফ লেখেন, বিজেপির বাংলার প্রগতিশীল ভাবনা, সংস্কৃতি নিয়ে ঘৃণা রয়েছে। ইতিহাসে লেখা থাকবে বাংলা কীভাবে এই ষড়যন্ত্রের প্রতিরোধ করেছিল।

কুণালের মান ভাঙাতে ব্রাত্য ও ডেরেকের সঙ্গে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডেরেক ও'ব্রায়েনের বেকবাগানের দপ্তরে আধঘণ্টার বৈঠকে ছিলেন 'অভিমানী' কুণাল ঘোষ। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুও। কানাঘুষো শোনা গিয়েছে ব্রাত্যর মধ্যস্থতায় নাকি হয় এই বৈঠক। তবে শনিবারের দ্বিপ্রাহরিক এই বৈঠকে 'বরফ গলল' কি না তা নিয়ে মুখে কুলুপ আঁটেন সবাই। 'তাৎপর্যপূর্ণ' এই বৈঠক সেরে বেরিয়ে 'অভিমানী' কুণাল ঘোষের গলায় শোনা যায় আবার গানের সুর। শোনালেন, 'আহা কী আনন্দ আকাশে-বাতাসে।' সঙ্গে জানিয়ে দিলেন, 'তৃণমূলে ছিলাম, আছি, থাকব। আমার নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমার নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।' সঙ্গে এও বলেন, 'বারবার বলে এসেছি আমার পদ থাক বা না থাক তৃণমূলের কর্মী সমর্থক হয়েই থাকব।' এদিকে 'মধ্যস্থতা'র কথা মানতে রাজি হননি রাজ্যের মন্ত্রী তথা তৃণমূল মুখপাত্র ব্রাত্য বসু।

প্রসঙ্গত, কুণাল ঘোষকে নিয়ে লোকসভা নির্বাচনের মধ্যে কম অস্বস্তি পড়তে হয়নি তৃণমূলকে। দলীয় পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার পর বিভিন্ন সময় বিস্ফোরক হতে দেখা গিয়েছে এই তৃণমূল নেতাকে। তবে এদিন কিন্তু প্রশ্নের জবাব দিতে সতর্ক থাকতে দেখা যায় কুণালকে। প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে কুণাল ঘোষ স্পষ্ট জানিয়ে দেন, 'কিছু আলোচনা হয়েছে। বৈঠকে কী হয়েছে তা মিডিয়ার সামনে বলব না। তবে বাকিটা কী হয়, দেখতে থাকুন।' প্রশ্ন ছুড়ে দেওয়া হয়েছিল, আলোচনায় কি তাঁর অভিমান মিটেছে কি না, যার প্রেক্ষিতে কুণালের ইঙ্গিতপূর্ণ উত্তর , 'এভাবে হ্যাঁ বা না-তে কিছু বলা যায় না। ক্ষতস্থানের চিকিৎসা শুরু হলেই বোঝা যায় না আঘাত সেরেছে কিনা।' সঙ্গে এও জানাতে ভোলেননি 'পদ গৌণ, ভালবাসাটাই মূল।' যদিও ব্রাত্য বসুর মধ্যস্থতায় কুণালকে নিয়ে বৈঠক হয়েছে, তা মানতে নারাজ রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী। ব্রাত্য এই প্রসঙ্গে জানান, 'আমি একটা তৃণমূলের লোক, আরেকটা তৃণমূলের লোককে নিয়ে আরেকজন তৃণমূলের লোকের বাড়িতে এসেছিলাম। এটা নিয়ে এতো আলোচনার কিছু নেই। ভোটের রণনীতি নিয়ে কথা হয়েছে। সব তো প্রকাশ্যে বলা যায় না।'

প্রসঙ্গত, এই মূল ঘটনার সূত্রপাত বুধবার। আমহার্স্ট স্ট্রিটে এক রক্তদান অনুষ্ঠানে গিয়ে বিজেপি প্রার্থী তাপস রায়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন কুণাল। তিনি বলেন, প্রার্থী বা জনপ্রতিনিধি হিসাবে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকে পিছিয়ে নেই তাপস। তাঁর দরজা সারা দিন, সারা রাত দলের কর্মী এবং সাধারণ মানুষের জন্য খোলা থাকে। ঘটনাচক্রে সেই মন্তব্য করার কয়েক ঘণ্টা পরই তৃণমূলের তরফে বিবৃতি দিয়ে কুণালকে দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে সরানোর কথা জানানো হয়। বৃহস্পতিবার তারকা প্রচারকের তালিকা থেকেও বাদ পড়েন।

পদ এবং তারকা প্রচারকের তকমা হারানোর পর থেকে বারবার অতীতের স্মৃতি হাতড়েছেন কুণাল। শনিবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সকালে তাঁকে গান গাইতে শোনা যায়। 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' -এর 'এক যে ছিল রাজা' গানটি। যা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই ধারনা রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের।

'নির্মল' ভাবমূর্তির অস্ত্রেই অধীরকে চ্যালেঞ্জ বিজেপির

শুভাশিস বিশ্বাস

এখনও বহরমপুর মানেই অধীর-গড়। সেখানকার ৫ বারের সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরীর লড়াই অবশ্য এবার কিছুটা হলেও কঠিন। তাঁর সঙ্গে টক্কর দিতে এবার তৃণমূলের তরফে প্রার্থী বাছাইয়ে বড় চমক দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। ঘাসফুলের টিকিটে লড়ছেন বিশ্বকাপ জয়ী প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠান। এদিকে এবার বহরমপুরের মাটিতে পদ্ম ফোটাতে মরিয়া গেরুয়া শিবির। সেই কারণে এবারে বহরমপুর থেকে পদ্ম প্রতীকে প্রার্থী করা হয়েছে স্থানীয় চিকিৎসক নির্মল সাহাকে। দীর্ঘদিন বহরমপুর সদর হাসপাতাল ও পরে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসক ছিলেন। চাকরি থেকে স্বেচ্ছা অবসর নিয়ে বহরমপুরের কল্পনা মোড়ে প্রাইভেটে প্র্যাকটিস করেন। অবসরের পর প্রাইভেটে চিকিৎসার পশাপাশি, দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন নির্মলবাবু। এরফলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে পরিচিতির গণ্ডি আরও প্রসারিত হয়েছে তাঁর।

প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে এতদিন না থাকলেও সংঘ পরিবারের সঙ্গে দীর্ঘ পারিবারিক সম্পর্ক নির্মলদের। কাকা মনিগোপাল সাহা সংঘের দীর্ঘ দিনের কর্মী ছিলেন। মুর্শিদাবাদ জেলায় আরএসএসের সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। নির্মলের বড় দাদা কল্যাণকুমার সাহা মুর্শিদাবাদ চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি। সেই সঙ্গে জেলায় আরএসএস পরিচালিত একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্বও রয়েছে তাঁর কাঁধে। তবে নির্মল সাহাকে কোনওদিনই রাজনীতির আঙিনায় সে ভাবে দেখা যায়নি। শল্যচিকিৎসক হিসেবেই জেলাজুড়ে খ্যাতি তাঁর। প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকার রোগীদের বিনামূল্যে অস্ত্রোপচার করেন, অন্তত এমনটাই শোনা যায় লোকমুখে। তাই,বহরমপুরে হিন্দু-মুসলিম সকলের কাছেই তিনি 'ডাক্তারবাবু'। এবার রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় মেরুকরণের উর্ধ্বে থাকা নির্মলের 'নির্মল' ভাবমূর্তিকে ব্যবহার করেই ভোট বৈতরণী পেরোতে চাইছে বিজেপি। তবে লোকসভায় প্রার্থী হিসেবে তাঁর নাম ঘোষণার পর নির্মল সাহা জানান, 'আমি রাজনীতি করার ঠিক লোক নই। তবে রাজনীতি সচেতন। রাজ্যে স্বাস্থ্য, শিক্ষার বেহাল অবস্থা। সরকারি চাকরি ছাড়ার পর মনে করেছিলাম সমাজের পরিবর্তন করতে আমাদের মতো মানুষদের রাজনীতিতে আসা দরকার।' উল্লেখ্য, এই লোকসভা কেন্দ্রে ১৯৯৯ সাল থেকে সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত হয়ে আসছেন অধীর চৌধুরী। অবশ্য গত লোকসভায় অধীরের ভোট শতাংশ ও জয়ের ব্যবধান অনেকটাই কমেছে।২০১৯ লোকসভা অধীর ভোট পেয়েছিলেন ৪৫.৪৭ শতাংশ। ২০১৪ লোকসভা নির্বাচনের থেকে ৫.০৭ শতাংশ কম। প্রাপ্ত ভোট ছিল ৫ লক্ষ ৯১ হাজার ১৪৭। প্রতিপক্ষের তৃণমূল প্রার্থী অপূর্ব সরকারকে ৮০ হাজার ৬৯৬ ভোটে হারিয়েছিলেন।

বিস্তারিত দুয়ের পাতায়

নতুন ভারত ঘরে ঢুকে মারে, ঝাড়খণ্ডে গর্জে উঠলেন মোদি

রাঁচি, ৪ মে: কংগ্রেস যখন সরকারে ছিল, তখন তারা পাকিস্তানকে 'প্রেমপত্র' পাঠাত শান্তির আশায়। কিন্তু প্রতিবেশী দেশ সেই চিঠির জবাবে আরও বেশি করে সন্ত্রাসবাদী পাঠাত ভারতে। ২০১৪ সালের পর পরিস্থিতি বদলেছে। এখন ভারত 'ঘর মে ঘুসকে মারতা হ্যায়।' এভাবেই কংগ্রেসকে আক্রমণ করতে দেখা গেল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। এক জনসভায় ফের পাকিস্তান ইস্যুতে কংগ্রেসকে কাঠগড়ায় তুললেন তিনি। দাবি করেন, আগের সরকারের নরম নীতিতে ইসলামাবাদ জঙ্গিদের আরও বেশি করে প্রশ্রয় দিয়েছে।

ঝাড়খণ্ডের পালামৌতে এক জনসভা করতে এসেছিলেন মোদি। সেখানেই তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'আগে জঙ্গিরা অবাধে মানুষ মারত আর সরকার পাকিস্তানকে প্রেমপত্র লিখত। কিন্তু পাকিস্তান সেই সব চিঠির উত্তরে আরও বেশি করে জঙ্গি পাঠাত। কিন্তু আপনাদের একটি ভোটের জোরে, আমি বললাম যথেষ্ট হয়েছে। আজকের নতুন ভারত কোনও ডসিয়ার পাঠায় না। এটা নতুন ভারত। ঘর মে ঘুস কে মারতা হ্যায়।'

সেই সঙ্গে ফের সার্জিক্যাল স্ট্রাইক ও বালাকোট প্রসঙ্গও তোলেন তিনি। বলেন, 'সার্জিক্যাল ও বালাকোট স্ট্রাইক পাকিস্তানকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। আজ পাকিস্তান সারা দুনিয়া জুড়ে কেঁদে বেড়ায় 'বাঁচাও বাঁচাও' করে। পাকিস্তানের নেতারা প্রার্থনা করছেন কংগ্রেসের শাহজাদা যেন প্রধানমন্ত্রী হন। কিন্তু শক্তিশালী ভারতের আজ এক শক্তিশালী সরকারই দরকার।'

সম্প্রতি পাকিস্তানেরই প্রাক্তন মন্ত্রী ফাওয়াদ চৌধুরী লিখেছেন, 'রাহুল গান্ধির গর্জন।' পাক মন্ত্রীর ওই মন্তব্যকে হাতিয়ার করে বিজেপি রাহুল তথা কংগ্রেসকে ফের পাকিস্তানপন্থী বলে দেগে দেওয়ার সুযোগ পেয়ে গিয়েছে। সেই মেজাজ বজায় রেখেই এদিন ফের আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে দেখা গেল মোদিকে।

ভোটপ্রচারে গোধরা শরণে মোদি

নয়াদিল্লি, ৪ মে: নির্বাচনী প্রচারে গোধরা প্রসঙ্গ প্রধানমন্ত্রীর মুখে। বিহারের দ্বারভাঙায় এক জনসভায় রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদবকে তোপ দাগলেন তিনি। দাবি করলেন, সবরমতী এক্সপ্রেসে আগুন লাগিয়েছিল যারা তাদের বাঁচানোর চেষ্টা করছিলেন লালু।

মোদিকে বলতে শোনা গিয়েছে, 'তিনি এসব করেছেন তোষণের রাজনীতি করার জন্য। বিহারের শাহজাদার (তেজস্বী যাদব) বাবা গোধরায় ট্রেনে আগুন লাগানোর ঘটনায় দোষীদের বাঁচাতে চেষ্টা করেছিলেন। উনি নিজেও দোষী (পশুখাদ্য মামলা)।

সেই সময় লালুপ্রসাদ যাদব ছিলেন রেলমন্ত্রী। তদন্ত কমিটি প্রতিষ্ঠা করে একটা রিপোর্টও পেশ করেছিলেন। সেই রিপোর্টে ওই ঘৃণ্য অপরাধে জড়িতদের নির্দোষ হিসেবেই বলা হয়েছিল। কিন্তু আদালত সেই রিপোর্ট ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল।'

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

RECRUITMENT
SWAMI VIVEKANANDA COLLEGE OF EDUCATION

No. svce/07 Dated: 22-04-2024

Swami Vivekananda College of Education, Vill-Modina, P.O.-Gobindapur, Dist.- Hooghly, Pin-712602, W.B. invites applications for the posts of Assistant Professors of following subjects in B.Ed. Department: Education (Method), Education (Foundation), History, Philosophy, Political Science, Fine Arts.
Qualification: As per NCTE norms. Contact No. -9474848601.
Please send your CV within 7 (Seven) days to E-Mail-
recruitment.svce2022@gmail.com

S/d
Dr. P. Paul
Principal

KAZI NAZRUL ISLAM B.ED. COLLEGE
Vill-Armia, P.O-Noapara, P.S-Dhubulia,
Dist-Nadia, Pin- 741140, W.B.

Recognised by N.C.T.E & Affiliated to BSAEU & WBBPE, Email-knibedc@gmail.com

Invites applications for appointments in the posts of **Perspectives in Education (Foundation)-01, and Performing Art-01 for B.Ed Department. Qualification-** As per NCTE norms 2014. Apply within **07 days by post.**
Cont-Secretary -8900303133

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ৫ ই মে। ২২ শে বৈশাখ ।রবিবার। দ্বাদশী তিথি। জন্মে মীন রাশি। অষ্টত্তরি শুক্র র বিংশোত্তরী শনির মহাদশা। মৃতে দোষ দ্বীপাদ।

মেষ রাশি : গ্রহ অবস্থান যা তাতে আজকের দিনটি খুব সাধারণ ভাবে কাটবে। যারা ইলেকট্রিক্যাল ব্যবসা করেন যারা মেকানিক্যাল ব্যবসা করেন, বাণিজ্যের সুযোগ আসবে--তবে আজকে নয়। প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলুন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ দলের হয়ে মত প্রকাশ, না করা শুভ। সকালে পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও, গুপ্ত শত্রু ষড়যন্ত্র থাকবে। ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে নিশ্চিত।

বৃষ রাশি : বিদ্যাযোগে অতীব শুভ। বিবাহের বিষয়ে যাদের কথা পাকা হওয়ার ছিল, তাদের সু-সম্পর্ক বজায় থাকবে। প্রেমিক যুগল শুভদিন। বাণিজ্য অর্থ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা বিশেষত যারা জমি বাড়ি বাস্তু বিষয়ে কাজ করেন, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিত। দুর্গা মায়ের নামকরণ।

মিথুন রাশি : বেতনভুক কর্মচারীদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দেওয়া কাজ, শেষ করার জন্য সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা এন জি ও তে কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে, বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে কাজ করেন তাদের অর্থ বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকলেও বিশেষ কোনো অশুভ যোগ নেই। দেবী মহাকালীর নাম করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কর্কট রাশি : গ্রহ অবস্থান রাশিচক্র অনুসারে আজ খুবই সতর্ক থাকার দিন। বাড়িতে গৃহ-বিবাদ। কর্মে অশান্তি দায়ক পরিবেশ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কুনজর থাকবে। যারা পুলিশ-প্রশাসন-সেনা, সরকারি আধিকারিক তাদের সতর্ক হয়ে আজকের দিনটি বাক্য ব্যয় করা উচিত। সন্তানের বিদ্যালয়ে একটি সমস্যা দেখা দেবে, ঠান্ডা মাথায় ধৈর্য ধরে তা সমাধান করা উচিত, পরিচিত কোন মানুষের দ্বারা মনে কষ্টপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। দুর্গা মায়ের নামকরণ শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পারিবারিক যে সমস্যা দানা বেঁধেছিল তা সমাধান হয়ে পড়বে। বি পরিবারের প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। ব্যবসায় অর্থপ্রাপ্তি-বিশেষত যারা হোটেল-রেস্তোরা ব্যবসা করেন। জমি বাস্তু বিষয় অতীব শুভ। সমাজে সম্মান প্রাপ্তি এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান গণেশের উদ্দেশ্যে দূর্বা প্রদান করলে শুভ হবে।

কন্যা রাশি : কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি। কর্ম প্রার্থী যারা, তাদের কাছে নতুন সুযোগের সম্ভাবনাময় কাল। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। নতুন চুক্তির সম্ভাবনা। প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। যাকে কথা দিয়েছিলেন সে কথা রাখার জন্য, আজ বড় আর্থিক লাভ সম্ভাবনা। পরিবারে নারীর বুদ্ধির দ্বারা জয় লাভ। ভক্ত হনুমানজির চরণে আরতী করুন শুভ হবে।

তুলা রাশি : গ্রহ যোগ আজকে যা আছে তাতে নতুন বড় কোন ব্যবসায়িক চুক্তির সম্ভাবনা। বেতনভোগ কর্ম যারা করেন, তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে যারা কাজ করেন, যাদের খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা, যাদের তরল পদার্থ এবং বাস্তু জমি বিষয় ব্যবসা তাদের লাভ প্রাপ্তির সম্ভাবনা, বিদ্যা যোগ। শুভ উচ্চ বিদ্যা যোগ। সুখ বৃদ্ধি কর্মের আবেদন যারা করছেন তাদের কাছে, নতুন পথের সম্ভাবনা। ধৈর্য ধরে নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে চলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহাকালীর উদ্দেশ্যে পুজো পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : আজ সতর্ক থাকার দিন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র প্রবল আকার নেবে, বুদ্ধির দ্বারা প্রবীণ মানুষের সহযোগিতার দ্বারা ছলে বলে কৌশলে, শত্রুকে পরাজিত করতে পারবেন। বাণিজ্যে নতুন ভাবে লগ্নী করা উচিত নয়, সন্তানের কারণে পরিবারে অশান্তির যোগ। এক গৃহ শিক্ষকের কারণে ভুল বোঝাবুঝি। বেতন ভোগ কর্মচারীদের কোন পরিস্থিতিতেই তর্ক ও বিতর্কে না জড়িয়ে এই বিষয়কে এড়িয়ে যাওয়া মঙ্গলজনক। পরিবারে তর্কবিতর্কের সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে দেবী দুর্গা মায়ের উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হোক তৈরি হবে।

ধনু রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থ লাভ। বেতনভোগ কর্মচারীদের সম্মান প্রাপ্তি এবং অর্থ লাভ বিশেষত যারা বৈধভাবে পশু পাখির ব্যবসা করেন। যারা কাচের দ্রব্যের ব্যবসা করেন। যারা তরল পদার্থ, জল দ্রব্যের ব্যবসা করেন তাদের অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত। প্রবীন মানুষ যিনি উ চিকিৎসার জন্য কোথাও ছিলেন তিনি আজ বাড়ি ফেরার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : আয় এর থেকে ব্যয় বৃদ্ধি। আজ সামান্য কথাতে তর্কের সম্ভাবনা। আপনার ভেতরের শৈল্পিক মানসিকতা কিছু মানুষের ঈর্ষা র কারণ হয়ে পড়বে। ইনস্টিটিউট বা বিদ্যা বিষয়ক ব্যবসা-বাণিজ্যে যারা আছেন তাদের সফলতা থাকবেই। বাড়ি জমি বাস্তু বিষয় শুভ চিন্তা হবে। নতুন এক সম্পর্কের দ্বারা অর্থপ্রাপ্তি সম্ভব বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চদীপ জেলে আরতি কোন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : গত দিনের যে অস্থিরতা ছিল আজ তার শান্তির বাতাবরণে থাকবে। আজ গ্রহ সংস্থান যা আছে সম্মান প্রাপ্তির দিন। অর্থ প্রাপ্তির দিন বুদ্ধির দ্বারা জয়ী উ হবার দিন। প্রবীণ নাগরিকের সহযোগিতায় আজ প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি নতুন কর্মের সুযোগ। বাণিজ্যের লগ্নী করতে পারেন অসুবিধা নাই। যারা আমন্ত্রণ অনুসন্ধান বিভাগে কাজ করেন তাদের খুবই শুভ যোগ। প্রশাসনিক কর্মে যারা কাজ করেন তাদেরও শুভ যোগ। বিদ্যা যোগের শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। বাড়ীর গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে, আতপ চাল সহ দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : মানসিকভাবে কোন সংবাদে দুঃখ পেতে পারেন। যে কাজটা আটকে গেল, যে কাজের জন্য আপনি কিছু সময় পরিশ্রম করেছেন, সেই বিষয়ে হয়তো ভবিষ্যতে কোন সুযোগ আসবে। আজকে গ্রহ সংস্থান বলছে খুব সতর্ক হয়ে চলা ভালো। যাকে বিশ্বাস করেছেন তিনি অবিশ্বাসের কাজ করতে পারেন। বিবাহে ডিভোর্সের যে মামলা চলছে, সেই বিষয়ে আজ কোন মতামত না দেওয়া শুভ বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চ প্রদীপ দিয়ে আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভত্ব তৈরি হবে।

(শহীদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার আবির্ভাব তিথি)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

গত ০৪/০৫/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৩০১৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Subhash Chowdhury S/o. Hari Krishna Chowdhury (old name) R/o. Udaipur, Nimta, Kolkata-49, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sm Debabrata Brahmachari religious father Sutejananda Brahmachari (new name) R/o. Yogashram, Manushpur, Chinsurah, Hooghly-712123, W.B. নামে পরিচিত হইয়াছি। Subhash Chowdhury S/o. Hari Krishna Chowdhury & Sm Debabrata Brahmachari @ Shrimat Debabrata Brahmachari religious father Sutejananda Brahmachari উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার সঠিক জন্ম তারিখ ০৭/১২/১৯৬৫.

REQUIRED
Full-time Company Secretary required for a Kolkata-based company (OVERLINE FABRICS Pvt. Ltd.)
Interested candidates may mail their resumes on bright.overline@gmail.com

LOKENATH BED COLLEGE
N24 Pgs invites applications for 1. Principal & 5 Asst. Professor in Physical Sc., Math., English, Life Sc., Health & Physical Education. (Qualification: PG, MEd., NET/SET/PhD) for BEd section. Apply within 7 days, send your application with CV to Email-helpdesklokenath@gmail.com

বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রীমতি উমা সাধুখাঁ, স্বাঃ- গৌতম সাধুখাঁ ইং- ২৪/০৯/২০১৯ তারিখে ৯৯ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে ২০ নং নবদ্বীপ মৌজায় ৪৫৮৪ নং দাগে ৭২০, ৩,৪৭৮৭, ৫৮৪,৫৬৯৩, ১৩৪৬৪ নং খতিয়ানে ২.৭০ শতক সম্পত্তি ইং-১৭/১০/২০২২ তারিখে ৩৫০৩ নং দলিল ক্রয় করি এবং B.L. & L.R.O. অফিসে রেকর্ড করিবার জন্য আবেদন করি। উক্ত পাওয়ার বা দাগের কোনো কারো আপত্তি থাকিলে B.L. & L.R.O. অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com
এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮
রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।
সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।
অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।
সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর
আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২
শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬
মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

হাওড়াতে রাজনৈতিক মিষ্টির মিষ্টিমুখ

রাজীব মুখোপাধ্যায় ● হাওড়া

বাংলায় ভোটের দামামা বেজে গেছে। রাজ্যে সাত দফাতে নির্বাচন প্রক্রিয়া থাকলেও প্রতি দফাতেই রাজনীতির পারদ চড়তে শুরু করেছে। আর তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ক্রমাগতই বাড়ছে রাজনৈতিক দলের কচকচি। তবু এরই মধ্যে বাংলায় ভোট প্রচারে বিভিন্ন দলের লোকেরা ইতিমধ্যেই নেমে পড়েছে। আর সেখানে কখনোই পিছিয়ে নেই বাংলার সংস্কৃতি বা ঐতিহ্যের মিষ্টি। তাই মিষ্টির দোকানেও মিষ্টতার রাজনীতির উত্তাপ ছড়াতে হাজির হয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতীক সম্বলিত মিষ্টি। হাওড়ার এক প্রসিদ্ধ মিষ্টির দোকানে সেই চিত্রই দেখা গেল। এখানে তৈরি করা হয়েছে তৃণমূল বিজেপি, সিপিএম ও কংগ্রেসের দলীয় প্রতীকে বিভিন্ন স্বাদের মিষ্টি।

নিজস্ব পছন্দের দলের প্রতীক চিহ্ন সম্বলিত সেই মিষ্টি সাধারণ মানুষ এসে কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। এই প্রসঙ্গে মিষ্টির দোকানের কর্ণধার জানাচ্ছেন যে, প্রত্যেক নির্বাচনের আগেই সাধারণ মানুষ বা রাজনৈতিক লোকেদের মধ্যে যেন মধুর মিষ্টতার সম্পর্ক থাকবে, সেই বার্তা দিতেই প্রতি নির্বাচনের আগে আমরা এই ধরনের মিষ্টি তৈরি করি। রাজনীতি মানে হিংসা নয়, মিষ্টতা। তাই সেই মিষ্টি দিয়েই যদি রাজনীতি করা যায় তাহলে সেটা আর মিষ্টতা বাড়াবে। আমি যে দলের সমর্থক হই না কেন আমার দলের প্রতীক সম্বলিত মিষ্টি অন্য দলের সমর্থককে খাইয়ে যদি আমি মিষ্টতার সম্পর্ক তৈরি করতে পারি, সেটাই আমার রাজনৈতিক জয়। তাই এটাই আমাদের প্রয়াস, মিষ্টি দিয়ে রাজনীতিকে জয় করা।' যদিও মিষ্টির দোকানে উপস্থিত হাওড়া সদরের বিজেপি প্রার্থী রথীন চক্রবর্তী বলেন, 'এই মিষ্টি দেখে এটাই মনে হল আমাদের আগামীদিনের যে বাংলা সেখানে বাংলার প্রকৃত বাঙালির যে প্রকৃত সন্দেশ সেটা যেন পরিপূর্ণ হয়, সন্দেশখালির রোদনের সন্দেশ নয়। সত্যিকারের সেই যুগ আবার ফিরে আসুক। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দেওয়া সেই মিষ্টতার বার্তা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ুক এটাই আমরা চাই।'

রাজনৈতিক প্রতীক সহ মিষ্টির দোকানে উপস্থিত হয়ে তৃণমূলের যুব সংগঠনের সভাপতি অভিষেক চট্টোপাধ্যায় দাবি করেন, 'এই দোকানে যে রাজনৈতিক প্রতীক সহ যে মিষ্টি তৈরি হয়েছে তার মধ্যে আমাদের দলের প্রতীকের মিষ্টি বেশি বিক্রি হচ্ছে সেটা শুনে ভালো লাগল। এই রাজ্যে ভোট একটা উৎসব, আর তাতে বাংলার মানুষ উদ্দীপনার সঙ্গে সামিল হন। এই দোকানও সেই উদ্দীপনার সঙ্গে সামিল হয়ে এই ধরনের মিষ্টি তৈরি করেছে দেখে ভালো লাগল।

তবে সবথেকে বড় কথা, নির্বাচন বা ভোট বাংলায় এক উৎসবের মতো। আর সেই উৎসবই মিষ্টি থাকবে না সেটা হয় না। তাই ভোটমুখী বাংলাতে ভোটের উত্তাপের সঙ্গে হিংসার বদলে মিষ্টতার বার্তা দিতেই চিন্তাভাবনা করেই এই মিষ্টি তৈরি করা হয়েছে। এখন দেখার এই মিষ্টির মিষ্টতা কতটা রাজনৈতিক হিংসা ও অশান্তিকে ছাপিয়ে সম্প্রীতি ও শান্তির মিষ্টতা ছড়াতে পারে, পাশাপাশি কোনও রাজনৈতিক দল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সামিল হয়ে শেষ হাসি হাসবে তার উত্তর দেবে ৪ জুন।

নির্মলের 'নির্মল' ভাবমূর্তিকে অস্ত্র করে অধীরকে চ্যালেঞ্জ বিজেপির

প্রথম পাতার পর...

অন্যদিকে, ইউসুফকে নিয়ে প্রবল উন্মাদনা ধরা পড়ছে ভোটারদের একটা বড় অংশের মধ্যে। যদিও সেই সমর্থন কতটা ব্যালটে পরিণত হবে, তা নিয়ে সংশয়ও রয়েছে তাঁদের। এদিকে বিজেপি আর তৃণমূল কংগ্রেস দুই তরফ থেকেই আওয়াজ উঠেছে এবার নিশ্চিত পরাজয় হবে অধীর চৌধুরীর। অথচ এই দুই প্রতিপক্ষ প্রার্থীর বিষয়ে অধীর চৌধুরী কোনও শধই খরচ করছেন না। এরই মাঝে অধীর চৌধুরীকে বড় চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে দেখা গিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে। বহরমপুরের পাঁচবারের সাংসদ স্পষ্ট চ্যালেঞ্জের সুরে প্রশ্ন ছুঁড়ে জানতে চেয়েছেন, 'বহরমপুরে তৃণমূল হেরে গেলে সেই হার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের পরাজয় বলে মেনে নেবেন কি? হ্যাঁ বা না'তে বলুন।' সঙ্গে এও বলেছেন, বহরমপুরে যদি তৃণমূল জিতে যায়, তাহলে তিনি রাজনীতি থেকেই অবসর নেবেন। ফলে জয় নিয়ে অধীর যে নিশ্চিত তা স্পষ্ট তাঁরই কথায়। সব কিছুর পরেও এটা বলতেই হয়, সংগঠন যতই ভঙ্গুর হোক, হিন্দু ভোট যতই ভাগাভাগি হোক, লোকসভা ভোটে অধীররঞ্জন চৌধুরীর নামই একটা বড় ফ্যাক্টর। ইতিমধ্যে সেখানে দেওয়াল লিখনে নজরে এসেছে 'বহরমপুর নিজের ছেলেকে চায়'। ফলে তাঁর পরিচিতি এখনও চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলতে পারে বাকি প্রার্থীদের।

খড়িবাড়িতে যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, খড়িবাড়ি: শিলিগুড়ির খড়িবাড়ির ওয়ারিশজোতে শনিবার সাতসকালে এক যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। মৃতের নাম কিশোর কুমার রায়(২৪) ।

জানা গিয়েছে, এদিন সকালে চাষের জমিতে কাজ করতে গিয়ে গাছের মধ্যে যুবকের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পায় স্থানীয়রা। এরপর খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। পরে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। পুলিশ সূত্রে খবর, বেশ কিছুদিন ধরেই মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন যুবক। গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

মধুচন্দ্রিমায় তুরস্কে গেলেন অনুপম-প্রশ্মিতা। **মধুচন্দ্রিমায় তুরস্কে গেলেন অনুপম-প্রশ্মিতা।**

বিশ্ব কল্যাণে ললিতা মহাযজ্ঞ

নিজস্ব প্রতিবেদন: সম্প্রতি দক্ষিণেশ্বরের নিকট শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেব প্রতিষ্ঠিত মহামিলন মঠে দু'দিনব্যাপী বিশ্বকল্যাণে ললিতা মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। ওঙ্কারনাথদেবের অন্তরঙ্গ বারাণসীর করপাত্রজি মহারাজের ভক্তবৃন্দের অনুপ্রেরণায় একলক্ষ পঁচিশ হাজার পদ্মফুল দিয়ে এই যজ্ঞ সম্পাদিত হয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সাধু-সন্ন্যাসীরা এই যজ্ঞে অংশ নেন বলে মঠের পক্ষে উত্তম দে জানিয়েছেন।

তমলুকে শিক্ষকদের সমাবেশে ঢিল ছোঁড়াকে কেন্দ্র করে অশান্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব মেদিনীপুর: শনিবার তৃণমূলপন্থী চাকরিহারা শিক্ষকদের অবস্থান মঞ্চের দিকে ইট ছোঁড়ার অভিযোগ নিয়ে ব্যাপক অশান্তি হয়। অভিযোগ, তমলুকে বিজেপি প্রার্থীর মনোনয়ন জমা দেওয়ার মিছিল থেকে ছোঁড়া ইটের ঘায়ে আহত হয়েছেন বেশ কয়েক জন চাকরিহারা শিক্ষক।

তমলুকে ভোট হওয়ার কথা ২৫ মে, মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন ৬ মে। শনি মনোনয়ন জমা দিতে যাচ্ছিলেন বিজেপি প্রার্থী, সেই সময় বিজেপির মিছিল থেকে ইট-পাটকেল ছোঁড়া হয় বলে অভিযোগ। হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায়ে চাকরি হারিয়েছেন প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক। তার পরেই হাসপাতাল মোড়ের কাছে ধরনায় বসেছিলেন চাকরিহারাদের একাংশ।

শনিবার বিজেপির মিছিল হাসপাতাল মঞ্চের দিকে যাওয়ার পরেই উত্তেজনা শুরু হয়। হাতাহাতি শুরু হয় দু'পক্ষের। বিজেপির তরফে ইট ছোঁড়ার অভিযোগ অস্বীকার করা হয়। তবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ঘটনাস্থলে দ্রুত বাড়তি পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে চাকরি যাওয়ার জন্য বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে দায়ী করে তিন দিন আগেই আন্দোলনে নেমেছেন চাকরিহারা শিক্ষকদের একাংশ। শুভেন্দুর জেলা পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক জেলা সদরে অনশন শুরু করেছেন তাঁরা। আন্দোলনকারী শিক্ষকদের দাবি, তাঁরা ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন। ঘটনাচক্রে, এসএসসি নিয়োগ মামলার শুনানি দীর্ঘ দিন যাঁর এজলাসে হয়েছে, লোকসভা ভোটে সেই অভিজিৎকেই তমলুক কেন্দ্রের প্রার্থী করেছে বিজেপি। এই কারণেই তমলুককে আন্দোলনের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন আন্দোলনকারীরা।

এক সপ্তাহে তাপপ্রবাহে রাজ্যে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৩ জন

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় সাম্প্রতিক তীব্র তাপপ্রবাহজনিত কারণে গত এক সপ্তাহে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ৩৩ জন হিট স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছেন। স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশে বিভিন্ন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকরা নির্দিষ্ট পোর্টালে তাপ জনিত অসুস্থতায় আক্রমণের যে তথ্য নথিভুক্ত করেছেন সেখানে মোট এই পরিসংখ্যান উঠে এসেছে। তবে প্রত্যেককেই চিকিৎসায় সুস্থ করা সম্ভব হয়েছে। তীব্র গরমে তাপজনিত অসুস্থতা নিয়ে এপ্রিলের শুরুতেই সতর্কতা জারি করেছিল স্বাস্থ্য দপ্তর। সেই সময়ে নির্দিষ্ট পোর্টালে তাপজনিত অসুস্থতায় আক্রান্তদের তথ্য নথিভুক্ত করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেখানেই গত এক সপ্তাহে ৩৩ জন অসুস্থের তথ্য আপলোড হয়েছে বলে স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রের খবর। যার বড় অংশই বিভিন্ন জেলার। যেখানে তাপপ্রবাহের মাত্রা বেশি। রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা সিদ্ধার্থ নিয়োগী বলেন, 'অসুস্থেরা খুব সঙ্কটজনক হয়েছিলেন, তেমনটা নয়। প্রত্যেককেই চিকিৎসায় সুস্থ করা সম্ভব হয়েছে।'

ফাঁস লাগিয়ে যুবকের মৃত্যু বাঘাডাবড় গ্রামে, চাঞ্চল্য

নজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: গলায় দড়ির ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হল এক যুবক। মৃত ওই যুবকের নাম বিশ্বনাথ মাহালি। বয়স ৩২বছর। বাড়ি পুরুলিয়ার আদ্রা থানার অন্তর্গত বাঘাডাবর গ্রামে।

শনিবার সকালে সে ঘুম থেকে উঠছে না দেখে পরিবারের আত্মীয়রা দরজা ভেঙে দেখেন বাড়ির মধ্যেই দড়ির ফাঁস লাগানো অবস্থায় সে ঝুলছে। সঙ্গে সঙ্গে ফাঁস কেটে তাকে রঘুনাথপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে নিয়ে এলে ওই হাসপাতালের ডাক্তারেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

শনিবার দুপুরে রঘুনাথপুর থানার পুলিশ খবর পেয়ে রঘুনাথপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল থেকে তার মৃতদেহ উদ্ধার করে পুরুলিয়ার গর্ভমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায় ময়নাতদন্তের জন্য।

দামোদর থেকে এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: শনিবার দুপুরে পুরুলিয়ার নিতুড়িয়া থানার পুলিশ দামোদর নদ থেকে এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার করল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তি বয়স আনুমানিক ৪৫ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে। তবে দেহে পচন ধরায় মৃতদেহ শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য দেখা গিয়েছে। ঘটনা সূত্রে জানা যায়, এদিন এলাকার কয়েকজন ব্যক্তি স্নান করতে দামোদরে গিয়েছিল। তাঁদের নজরে আসে নদীর জলে একটি মৃতদেহ ভাসছে। তাঁরাই নিতুড়িয়া থানায় খবর দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। মৃতদেহটি উদ্ধার করে নিয়ে আসে থানায়।

পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, আনুমানিক এক সপ্তাহ আগে ব্যক্তিটির মৃত্যু হয়ে থাকবে। তবে ঠিক কি কারণে মৃত্যু হয়েছে তা ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরেই জানা যাবে।

জলপাইগুড়িতে গরু পাচারের অভিযোগে আটক ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, জলপাইগুড়ি: জলপাইগুড়ির ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে মোতায়েন উত্তরবঙ্গ সীমান্তের শিলিগুড়ি সেক্টরের অধীন বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের (বিএসএফ) জওয়ানরা গবাদি পশু পাচারের অভিযোগে তিন ভারতীয় নাগরিককে আটক করেছে। ধৃত ভারতীয় নাগরিকদের নাম হল

উদয়ন রায় (২৪), শানুর আলম (২৫) ও হায়দার মোহাম্মদ (২৯)।

শনিবার বিএসফ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছে। তথ্যমতে, ভারত থেকে বাংলাদেশে গবাদি পশু পাচারের সময় তিনজনই ধরা পড়েন। তিনটির মধ্যেই পাঁচটি গবাদিপশু বাজেয়াপ্ত করেছে বিসএফ।

আটক ভারতীয় নাগরিকদের বাজেয়াপ্ত করা গরু-সহ কোতোয়ালি পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

হারিয়ে যেতে বসেছে সুস্বাদু পিয়ালি মাছ!

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: একসময় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার প্রাণস্বরূপ আত্রেয়ী নদীতে পিয়ালি মাছ পাওয়া যেত প্রচুর। কিন্তু পরিবেশ বিপর্যয় ও অতি আহরণের ফলে এই মাছ এখন হারিয়ে যেতে বসেছে। সুস্বাদু এই মাছ বর্তমানে সংকটাপন্ন মাছের তালিকায় ঠাঁই পেয়েছে। হ্যাঁ, এমনটাই উঠে এসেছে দিশারী সংকল্প নামক একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সমীক্ষায়। মৎস্য বিশেষজ্ঞ, মৎস্যজীবী সবারই মতো আত্রেয়ী নদীতে ব্যাপক ভাবে কমেছে, কমছে পিয়ালি মাছ।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের চলন বিল থেকে উৎস আত্রেয়ী নদী ভারতে ঢুকে ফের বাংলাদেশে গিয়ে মিশেছে। এই নদীর গতিপথে কুমারগঞ্জে ব্লকের সমজিয়া থেকে রয়েছে বালুরঘাটে ব্লকের ডাঙ্গি পর্যন্ত ৫৮ কিলোমিটার দীর্ঘ পথ। এই নদীকে ঘিরে গড়ে উঠেছে এখানকার মানুষের সভ্যতা। একসময় এই নদীতেই প্রচুর পরিমাণে পিয়ালি মাছ পাওয়া যেত। তবে বর্তমানে আত্রেয়ী নদীতে ব্যাপকভাবে কমেছে এই মাছের সংখ্যা।

জানা গিয়েছে, আত্রেয়ী নদীতে প্রাপ্ত পিয়ালি মাছ অতীব সুস্বাদু। এই মাছটি আত্রেয়ী নদীর গর্ব রাইখর মাছের আকৃতির তুলনায় ছোট। সাধারণতঃ দৈর্ঘ্যে ৫ -১৭ সেমি হয়। এই পিয়ালি মাছ ভীষণ পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যকর। মৎস্য বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন এতে ক্যালসিয়াম, লোহা (আয়রন), ফসফরাস, ভিটামিন এ আছে। প্রতি ১০০ গ্রাম পিয়ালি মাছে মেথিয়োনিন আছে ৭৫০ মিলিগ্রাম, পটাশিয়াম আছে ৪৩০ মিলিগ্রাম, সিস্টিন আছে ৪২০ মিলিগ্রাম, ক্যালসিয়াম আছে ৬৭০ মিলিগ্রাম, ম্যাঙ্গানিজ আছে ৮.২১ মিলিগ্রাম, ম্যাগনেশিয়াম ১৫০ মিলিগ্রাম, জিঙ্ক ১২.৮ মিলিগ্রাম, ১.৪০ শতাংশ কপার রয়েছে, এবং আয়রন রয়েছে ২৫ মিলিগ্রাম, যা অন্যান্য অনেক দেশীয় ছোট মাছের তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণে রয়েছে এই মাছের মধ্যে। বর্তমানে এই মাছ হারিয়ে যাওয়ার যে কারণগুলি গবেষণায় উঠে এসেছে সেগুলি হল, প্রচুর পরিমাণে আয়রন এবং মশারী জলের ব্যবহার, আত্রেয়ী নদীতে জল কম থাকা, বাংলাদেশের চলন বিলের সঙ্গে আত্রেয়ী নদীর যোগাযোগ বিভিন্ন স্থানে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার ফলেও কমছে এই মাছ। পাশাপাশি, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ও দূষণের কারণে এবং কীটনাশকের ব্যাপক ব্যবহারে (যেহেতু কৃষিজমির জল মিশছে নদীতে) পিয়ালি মাছ সমস্যায়। যার ফলে পিয়ালি মাছের প্রজনন পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। অন্যান্য কারণের সঙ্গে আরেকটি বড় কারণ রাইখর মাছ কৃত্রিমভাবে পুকুরে প্রজনন করানো গেলেও পিয়ালি মাছের জন্য এখনও তা সাফল্যের মুখ দেখেনি।' আবার মাছে ভাতে জেলাবাসীর পাতে ফিরে আসবে এই মাছ?

এ বিষয়ে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তরফে তুহিন শুভ্র মণ্ডল জানান, 'সম্প্রতি বাংলাদেশে একটি গবেষণা এই উপলক্ষ্যে সফল হয়েছে জানতে পেরেছি। অতএব বোঝাই যাচ্ছে যে পিয়ালি মাছ বিপন্ন। আত্রেয়ী ভালো না থাকলে, আত্রেয়ীর বুকে জল না থাকলে এবং ভারত-বাংলাদেশ যৌথভাবে আত্রেয়ী নদীতে নজর না দিলে চিরতরে হারিয়ে যাবে নদীর পিয়ালি মাছ। আর পুকুরের পিয়ালি? এখনও বলার সময় আসেনি।'

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৫ মে ২০২৪ ২২ বৈশাখ ১৪৩১ রবিবার

আরও ৬ বিজেপি প্রার্থীকে দেওয়া হল এক্স ক্যাটাগরির নিরাপত্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আরও ছয় বিজেপি প্রার্থীকে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। শনিবার এই নিরাপত্তা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যে তালিকা সামনে এসেছে সেখানে রয়েছেন বোলপুরের পিয়া সাহা, আরামবাগের অরূপ দিগার, উলুবেড়িয়ার অরুণ উদয় পাল চৌধুরী, দমদমের শীলভদ্র দত্ত, কৃষ্ণনগরের অমৃতা রায়, দক্ষিণ কলকাতার দেবশ্রী চৌধুরী। এই ছয় প্রার্থীকেও দেওয়া হবে এক্স ক্যাটাগরির নিরাপত্তা। এছাড়াও এর ঠিক আগেই নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে উত্তর কলকাতার প্রার্থী তাপস রায়েরও। এর পাশাপাশি উত্তর কলকাতা জেলা বিজেপি সভাপতি তমোঘ্ন ঘোষকেও দেওয়া হল কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা। বিজেপি সূত্রে খবর, উত্তর কলকাতার এই দুই নেতার নিরাপত্তায় চারজন করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান দেহরক্ষী হিসেবে শুক্রবার রাত থেকেই

মোতায়েন করা হয়। কারণ, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের কাছে খবর রয়েছে উত্তর কলকাতা লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী তাপস রায় এবং জেলা বিজেপি সভাপতি তমোঘ্ন ঘোষের উপর হামলা হতে পারে। এরকমই আশঙ্কা প্রকাশ করা হয় গোয়েন্দাদের তরফে। তারপরেই দুই পদ্ম নেতার নিরাপত্তায় কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। এর আগেও আরও ছয় বিজেপি প্রার্থীকে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা দিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক।

সূত্রে খবর, এই সব প্রার্থীদের নিরাপত্তা দেবেন পাঁচ জন করে সিআইএসএফ জওয়ান। শনিবার থেকেই কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা পাওয়ার কথা রয়েছে বিজেপির প্রার্থীদের। এর আগে বহরমপুরের নির্মল সাহা, মথুরাপুরের অশোক পুরকাইত, জয়নগরের অশোক কাণ্ডারী, রায়গঞ্জের কার্তিক পাল, ঝাড়গ্রামের প্রনথ টুডুকে দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা। দু'দফায় এই সকলেই পাচ্ছেন এক্স ক্যাটাগরির নিরাপত্তা। অর্থাৎ সব মিলিয়ে ১৩ জন বিজেপি প্রার্থীকে দেওয়া হচ্ছে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা। প্রথম, দ্বিতীয় দফার পর এবার তৃতীয় দফার ভোটের জন্য সেজে উঠছে গোটা দেশ। ভোটের তাপে ফুটছে বাংলাও। ৭ মে ভোট রয়েছে জঙ্গিপুর, মুর্শিদাবাদ, মালদা উত্তর, মালদা দক্ষিণে। ইতিমধ্যেই ভোটের সুরক্ষায় মাঠে নেমে পড়েছে আধা সেনা। চলছে টহল।

দাবদাহের শেষে সোমবার থেকে স্বস্তি আনছে বর্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: টানা এক মাসেরও বেশি তীব্র দাবদাহে নাজেহাল সাধারণ মানুষ। অবশেষে হাওয়া অফিসের স্বস্তির বার্তা। দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে দাবদাহ থেকে মুক্তি পাবে সাধারণ মানুষ। দুই চব্বিশ পরগণা, পূর্ব মেদিনীপুরে ইতিমধ্যেই বৃষ্টি হওয়ার পরিস্থিতি পুরোপুরি তৈরি হয়ে গেছে। অন্যদিকে হাওড়া, হুগলি, কলকাতা, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব মেদিনীপুর, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়াতে ৫ তারিখ থেকে ঝড়-বৃষ্টি এসে স্বস্তি দেবে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, আগামী ১১ তারিখ পর্যন্ত এমনই আবহাওয়া জারি থাকবে এই জেলাগুলিতে। রবিবার থেকেই দক্ষিণবঙ্গে জেলায় আবহাওয়া পরিবর্তনে সামান্য কমবে তাপমাত্রা। এর পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গের উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে কালবৈশাখীর ঝড়-বৃষ্টি ও বজ্রপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী কয়েকদিন তাপমাত্রার পারদ নিম্নমুখী থাকবে। সঙ্গে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, সাইক্লোনিক সার্কুলেশন ঘনিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন এলাকায়। যা পশ্চিম অসম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে রয়েছে। সমুদ্রতল থেকে ০.৯ কিমি পর্যন্ত এই ঘূর্ণাবর্তটি উত্তর পূর্ব অসমের ও তার আশপাশে সমুদ্রতল থেকে ১.৫ কিমি পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এই কারণে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে ঢুকছে জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু। শুধু তাই নয়, এর জেরে বঙ্গে দেখা দেবে প্রাকৃতিক

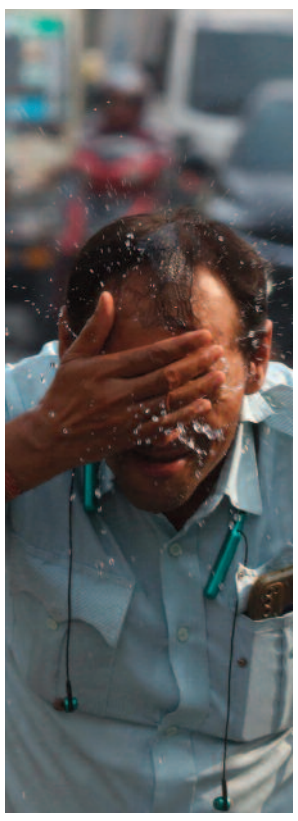

দুর্যোগও।

তবে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম সহ বিভিন্ন জেলায়, তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে রবিবার পর্যন্ত। রবিবারের পর তাপমাত্রা সামান্য কমবে সব জেলাতেই। সোমবার কালবৈশাখীর সতর্কতা আলিপুর আবহাওয়া অফিসের থেকে জারি করা হয়েছে দক্ষিণবঙ্গের ৮ জেলায়। ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস মুর্শিদাবাদ এবং বীরভূম জেলায়। বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ো হাওয়া বইতে পারে। এই জেলাগুলিতেও রয়েছে কালবৈশাখীর সম্ভাবনা। এরই জেরে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কোঠা থেকে নামবে তাপমাত্রা। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড় বইবে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর জেলায়। এছাড়াও থাকছে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। কলকাতা-সহ বাকি জেলাতে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড় ও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হবে। বুধবার সব জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি ও হালকা ঝড়ের সম্ভাবনা। এরই পাশাপাশি আলিপুর আবহওয়া দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী ৬ এবং ৭ মে রাজ্যের কোথাও তাপপ্রবাহের সতর্কতা থাকছে না। ৬, ৭ এবং ৮ মে বেশি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। সবথেকে বেশি বৃষ্টি হতে পারে ৭ মে। ৬, ৭ তারিখ কলকাতায় বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়ারও দেখা মিলতে পারে।

নৈহাটিতে মাধ্যমিকে হিন্দি মাধ্যমের দুই কৃতী পড়ুয়াকে সংবর্ধনা দিলেন: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: প্রচারের ফাঁকে শনিবার মাধ্যমিকে কৃতী দুই পড়ুয়াকে সংবর্ধনা দিলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। দুই কৃতী পড়ুয়া নৈহাটির গৌরীপুর হিন্দি হাই স্কুলের ছাত্রী। একজন নৈহাটির গরিফার খাঁ পাড়ার বাসিন্দা খুশি খটিক। এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় স্কুলের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে খুশি। তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ৫৫৪। আরেকজন কৃতী পড়ুয়া গৌরীপুর লাল দিঘির বাসিন্দা একই স্কুলের ছাত্রী মেঘা তাঁতি। এদিন দুই কৃতী পড়ুয়ার বাড়িতে গিয়ে তাদের হাতে পুষ্পস্তবক ও মিষ্টি তুলে দিলেন বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। এদিন তিনি বলেন, দু'জনেই গরিব ঘরের সন্তান। আশীর্বাদ দিলাম যাতে ওরা জীবনে লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে। তাছাড়া ওরা এলাকার নাম আরও উজ্জ্বল করতে পারে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে তাদেরকে তিনি সহযোগিতার আশ্বাসও দিলেন। তবে অভাবী দুই পড়ুয়ার সাফল্যে খুশি খাঁ পাড়া ও লালদিঘির বাসিন্দারা। খুশির মা মিনা দেবী জানালেন, মেয়ে ভবিষ্যতে 'আইএএস' হতে চায়। লক্ষ্যে পৌঁছতে ওকে সর্বোতভাবে তারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন।

নৈহাটিতে ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল যুব সভাপতি সদলবলে বিজেপিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ব্যারাকপুরে তৃণমূলের ভাঙন অব্যাহত। শনিবার নৈহাটির 'সিং ভবন' দলীয় কার্যালয়ে নৈহাটি পুরসভার ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল যুব সভাপতি স্বপন ইন্দু সদলবলে বিজেপিতে যোগ দিলেন। তাদের হাতে পদ্ম পতাকা তুলে দিলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। বিজেপিতে যোগ দিয়েই তৃণমূলের বিরুদ্ধে মুখ খুললেন স্বপন ইন্দু। তাঁর অভিযোগ, বিজেপির লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগের অজুহাত দেখিয়ে তাঁকে ২০২০ সালে কাজ থেকে বসিয়ে দেন নৈহাটি পুরসভার পুরপ্রধান অশোক চট্টোপাধ্যায়। স্বপনের দাবি, তিনি ৭৩ নম্বর বাস ডিপোর অস্থায়ী কর্মচারী ছিলেন। কিন্তু কোনওকারন ছাড়াই মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে তাঁকে কাজ থেকে বসানো হয়েছে। স্বপনের দাবি, কর্মসংস্থান হারিয়ে তিনি দিশাহীন হয়ে পড়েছিলেন। এবার তৃণমূলের সঙ্গে লড়াই করতে অর্জুন দার হাত ধরে বিজেপিতে যোগ দিলাম। বিজেপি প্রার্থীর দাবি, ব্যারাকপুরে এখনও অনেক চমক বাকি আছে। দেখবেন ভোটের আগে অনেকেই ঘাসফুল ছেড়ে পদ্মফুলে নাম লেখাবে।

বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধি হয়নি, দাবি বিদ্যুৎকর্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নির্বাচন চলাকালীন বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধির অভিযোগে সরব হয়েছেন নেটনাগরিকরা। শনিবার ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি ডিস্ট্রিবিউশন কর্পোরেশন লিমিটেড (ডব্লুবিএসইডিসিএল)-এর তরফে এক বিবৃতির মাধ্যমে জানানো হল, এই রটনা অসত্য। ডব্লুবিএসইডিসিএল-এর ডাইরেক্টর ডিস্ট্রিবিউশন পার্থ প্রতিম মুখার্জি জানান, গ্রাহকদের অবগতির উদ্দেশ্যে জানানো হচ্ছে যে কেন্দ্রীয় সরকারের বিদ্যুৎ আইন অনুযায়ী বিভিন্ন সময়কার বিদ্যুতের মাশুল প্রতিনিয়ত নির্ধারন করে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি রেগুলেটরি কমিশন। কমিশন গত ৬-৩-২০২৪ তারিখে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের জন্য ডব্লুবিএসডিসিএল-এর মাশুলহার মঞ্জুর করেছেন। এই আদেশনামা অনুযায়ী বিগত বছরের সাপেক্ষে বিদ্যুতের কোনওরূপ মাশুল বৃদ্ধি হয়নি।

ডব্লুবিএসইডিসিএল-এর বিদ্যুতের বিল সংক্রান্ত বিষয়ে ইদানীং কিছু গণমাধ্যমে কোনো কোনো মহল থেকে নানা রকম বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা চলছে। এটি সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং অসত্য।

এই ধরনের অপপ্রচারে কোনওরূপ গুরুত্ব প্রদান না করার জন্য সকল গ্রাহকদের অনুরোধ করা হচ্ছে। এই ব্যাপারে কোনও প্রয়োজনে নিকটবর্তী কাস্টমার কেয়ার সেন্টারে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। গ্রাহকদের আবারও জানানো হচ্ছে কোনও রকম অসত্য প্রচারে বিভ্রান্ত হবেন না, বিদ্যুতের মাশুল একই আছে।

বালিগঞ্জ ফাঁড়ি এলাকায় নির্বাচনী প্রচার সারলেন তৃণমূল প্রার্থী মালা রায়। ছবি: অদিতি সাহা

সায়নীর পোস্টার ছেঁড়ার অভিযোগ যাদবপুরের পড়ুয়াদের দিকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, যাদবপুর: লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে গুরুতর অভিযোগ উঠল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে। যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী সায়নী ঘোষের পোস্টার ছিঁড়ে ফেলছেন তাঁরা এই মর্মে পুলিশের কাছে দায়ের হল লিখিত অভিযোগ। সূত্রে খবর, এই অভিযোগটি দায়ের করেছে ৯৬ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদয় সিংহ রায়।

পুলিশের কাছে জমা দেওয়া লিখিত ওই অভিযোগ পত্রে দাবি করা হয়েছে, যাদবপুর ৮বি সংলগ্ন বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তৃণমূল প্রার্থী সায়নী ঘোষের ব্যানার পোস্টার ছেঁড়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, এই পোস্টার ছেঁড়া হয়েছে নিয়ম করে। তবে, এই অভিযোগে অবশ্য আমল দিতে নারাজ বাম শিবির। তাদের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, তৃণমূলের পাল্টা বক্তব্য, পায়ের তলার মাটি না পেয়ে পোস্টার ছিঁড়ে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করছে বামেরা। এই প্রসঙ্গে, যাদবপুর কেন্দ্রের সিপিআইএম প্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্য। অভিযোগের কথা শুনে পাল্টা সৃজন বলেন, 'যাদবপুরের বিধায়ক দোর্দণ্ডপ্রতাপ। কার সাধ্য ওনার অঞ্চলে ওনাদের প্রার্থীর পোস্টার ছেঁড়ে? আমরা উল্টে বলছি আমাদের পোস্টার প্রতিদিন ছিঁড়ে দিচ্ছে তৃণমূল। ওইসব মিথ্যে অভিযোগ দিয়ে প্রচার পেতে চাইছে।'

পুকুর বোজানোর চক্রান্তের সমাধানে এগিয়ে আসছে কলকাতা পুরসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কোথাও আবর্জনা ফেলে কোথাও বা আগাছা দিয়ে পুকুর বোজানোর চক্রান্ত চলছে শহরের নানা জায়গায়। ঠিক এই ভাবেই কলকাতা পুরসভার ৫৮ নম্বর ওয়ার্ডে ১২ নম্বর গোবিন্দ খটিক রোড এবং ১৯ নম্বর গোবিন্দ খটিক রোডেও ধরা পড়েছে সেই একই ছবি। এখানে পরপর জলাশয় বন্ধ হয়ে যাওয়ার পথে।

এই প্রসঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ জানান, একসময় ঘাট ছিল। সেই ঘাট আবর্জনায় বুজে গিয়েছে। জলাশয়ে জল নেই। বাসিন্দাদের আশঙ্কা একসময় এভাবেই পুকুর বন্ধ হয়ে বহুতল হয়ে যাবে। এদিকে এই প্রসঙ্গে কলকাতা পুরসভার ৫৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সন্দীপন সাহা অভিযোগের আঙুল তুলছেন স্থানীয় বাসিন্দাদের দিকেই। তিনি জানান, সচেতনতার অভাব স্থানীয় বাসিন্দাদের। বারবার বলেও আবর্জনা ফেলা বন্ধ করা যায়নি।

এরপরই মেয়র পারিষদ (পরিবেশ) স্বপন সমাদ্দার আশ্বাস দেন, বিভাগীয় আধিকারিকরা খতিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন।

১২ নম্বর গোবিন্দ খটিক রোডের বাসিন্দাদের বক্তব্য অনুসারে কয়েক বিঘা নিয়ে পুকুর ছিল এখানে। ২০১২-১৩ সালেও এখানে মাছ চাষ হয়েছে। তখন লিজের টাকা নিতে বা মাঝে মাঝে মালিকের দেখা পাওয়া যেত। এখন সেটাও পাওয়া যায় না। এখন সেই জলাশয় কয়েক কাঠাতে ঠেকেছে। একইসঙ্গে তাঁরা এও জানান, ঘাটগুলো চোখের সামনে বুজে গেল। সবাই নোংরা ফেলে পুকুরটার অনেকটা বুজিয়ে দিয়েছে। পুরসভার তরফ থেকে একটা ভ্যাটের ব্যবস্থা পর্যন্ত করা হয়নি। ফলে বস্তির বাসিন্দারা নোংরা ফেলবেন কোথায় তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। আর এই ভাবেই হয়তো ধীরে ধীরে পুকুর বুজে যাবে আর সেখানে অট্টালিকা তৈরি হবে।

রাজ্যপালকে সমর্থন করে তৃণমূলকে তোপ দিলীপের

নিজস্ব প্রতিবেদন, নিউটাউন: রাজ্যপালের বিরুদ্ধে ওঠা শ্লীলতাহানির অভিযোগ প্রসঙ্গে শনিবার মুখ খুললেন বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। গোটা ঘটনাই পূর্বপরিকল্পিত বলেই দাবি তাঁর। শনিবার সকালে নিউটাউনের ইকোপার্কে প্রাতঃভ্রমণের পর তৃণমূলকে একহাত নেন তিনি।

বৃহস্পতিবার রাজভবনের পিসরুমে কাজ করা এক মহিলা রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ করেন। মহিলার দাবি, রাজ্যপাল বোস তাঁর দুবার শ্লীলতাহানি করেন। হেয়ার স্ট্রিট থানায় অভিযোগও দায়ের করেন তিনি। যদিও অভিযোগ খারিজ করে দেন সি ভি আনন্দ বোস। এই প্রসঙ্গে ইতিমধ্যে বোসকে নিশানা করেছেন মমতা। রাজ্যপালের পাশে দাঁড়িয়ে তৃণমূলকে বিঁধলেন দিলীপ। বলেন, পুরো স্ক্রিপ্ট তৈরি ছিল। ওরা একাই চেঁচাচ্ছে। সবাই জানে এর পিছনে কে আছে। তৃণমূল মহিলাদের সম্মান করে না। তাঁদের ব্যবহার করে। এখানেও একজন মহিলাকে ব্যবহার করা হয়েছে। সম্মানীয় মানুষকে কীভাবে

অপমান করতে হয়, তৃণমূল তা দেখিয়ে দিয়েছে। তৃণমূলের এই নিকৃষ্ট রাজনীতি একদিন তাঁদের পতনের কারণ হবে।

অভিযোগের ভিত্তিতে সিট গঠন করে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। পুলিশের সমালোচনা করে এদিন দিলীপ ঘোষ বলেন, পুলিশ তো তদন্ত কমিটি করবেই। আমার বিরুদ্ধে আপনি একটা অভিযোগ করুন তদন্ত দল তৈরি হয়ে যাবে। বাকি হাজার, কোটি খুন, ধর্ষণ সেখানে কতজন গ্রেপ্তার হয়েছে? মানুষ তৃণমূল নেতাকে জুতোপেটা করে পুলিশের হাতে তুলে দিচ্ছে। পুলিশ কী করেছে?

দাড়িভিট ও ময়নার ঘটনায় এফআইআর এনআইএ-র

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দাড়িভিট ও ময়নার দু'টি ঘটনাতেই বারবার স্বচ্ছ তদন্তের দাবি তুলে সুর চড়াতে দেখা গেছে বিজেপিকে। এই দুই ঘটনাতেই রাজ্য পুলিশের পাশাপাশি সিআইডি-র ভূমিকা নিয়েও তোলা হয়েছে প্রশ্ন। এবার লোকসভা ভোটের মুখে এই দুই ঘটনায় এফআইআর করা হল এনআইএ-র তরফ থেকে। একইসঙ্গে আদালতে আর্জি জানানো হল রাজ্য পুলিশ আর সিআইডির তরফ থেকে তদন্তের জন্য দেওয়া হোক নথি। এর পাশাপাশি এনআইএ-র তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, দেশের নিরাপত্তার স্বার্থ জড়িয়ে আছে তাই তদন্ত, বলেও জানানো হয় এনআইএ-র তরফে। প্রসঙ্গত, উত্তর দিনাজপুরের দাড়িভিট ও পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নার দু'টি ঘটনায় আগেই রাজ্য পুলিশ ও সিআইডি তদন্ত শুরু করেছিল। এফআইআর হয়েছিল ১৪ জনের নামে।

২০২৩ -এ ময়নায় বিজেপির বুথ সভাপতিকে অপহরণ করে খুনের অভিযোগ ওঠে। অন্যদিকে

দাড়িভিটে ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ২ যুবকের মৃত্যু হয়েছিল। তারমধ্যে একজনের গুলি লাগে। সে ঘটনাকে কেন্দ্র করে তোলপাড় হয় গোটা রাজ্য। এবার এই দুটি ঘটনার তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে এনআইএ। সেই কারণেই পূর্বের তদন্তের যাবতীয় নথিপত্র হাতে পেতে চাইছে এনআইএ-র তদন্তকারীরা। লোকসভা নির্বাচনের মুখে এই দুই ঘটনায় এনআইএ নড়েচড়ে বসাতেই তা নিয়ে নতুন করে চাপানউতোর শুরু হয়ে গেল।

প্রসঙ্গত, গত বছর ১০ মে দাড়িভিট কাণ্ডের তদন্তভার সিআইডি-র কাছ থেকে নিয়ে এনআইএ'কে দিয়েছিল হাইকোর্ট। কিন্তু, তারপরেও বছর কেটে গেলেও রাজ্য পুলিশের তরফে কোনও তথ্যই এনআইএ-র কাছে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। এনআইএ তদন্তের বিরোধিতাও করেছিল সরকার। তবে আদালতে ধাক্কা খায় রাজ্য। এখন দেখার এনআইএ-র এই পদক্ষেপে রাজ্যের পুলিশ কী অবস্থান নেয়।

সন্দেশখালির ভাইরাল ভিডিও 'ফেক', দাবি বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সন্দেশখালির ভাইরাল ভিডিও ঘিরে তোলপাড় রাজ্য-রাজনীতি। ভাইরাল ওই ভিডিওতে বিজেপির মণ্ডল সভাপতি গঙ্গাধর কয়ালকে বলতে শোনা যাচ্ছে, সন্দেশখালির সব ঘটনা 'সাজানো'। ধর্ষণের কোনও ঘটনা ঘটেনি। যদিও ওই ভাইরাল ভিডিও-র সত্যতা যাচাই করে নি 'একদিন'। শনিবার বিকেলে জগদ্দল বিধানসভার কাউগাছিতে ভোট প্রচারে এসে এই ভাইরাল ভিডিও ইস্যু নিয়ে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, ওটা রাজীব কুমারের খেলা। রাজীব কুমার এমন দু'হাজার লোকের ভিডিও বানিয়ে রেখেছে। তাঁর দাবি, সন্দেশখালির ওই ভাইরাল ভিডিও 'ফেক'। বাস্তবের সঙ্গে ওই ভিডিও-র কোনও মিল নেই। এদিন কাউগাছি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কাউগাছি মোড় থেকে তিনি পদযাত্রা শুরু করেন। বর্ণাঢ্য সেই পদযাত্রা কাউগাছির বিস্তীর্ণ অঞ্চল পরিক্রমা শেষে রথতলা মোড়ে গিয়ে শেষ হয়।

সম্পাদকীয়

নির্বাচনের আগে দলীয় কোন্দলের জেরে সংঘর্ষে সংখ্যালঘুদেরই প্রাণ যায় বেশি সংখ্যায়

ভোটের ঘণ্টা বাজার আগেই রাজনৈতিক হিংসার বলি হওয়া শুরু হয় গেছে। রামনবমী উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যে ভাবে দাঙ্গা ঘটেছে, তাতে ভারতের সম্প্রীতির ঐতিহ্য ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে। এ বার নাগরিকদের উচিত পথে নামা, রাজনৈতিক হিংসা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়ে। এগিয়ে আসুক নতুন প্রজন্ম। এই সময়টা খুবই উদ্বেগের। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে মুসলমানদের করুণ চিত্র দেখিয়ে দিচ্ছে, তাঁদের অবস্থা দিন-দিন খারাপ হচ্ছে। ভারতীয় মুসলমানদের প্রতি অশুভ শক্তি যে ভাবে বিদ্বেষ প্রকাশ করছে, তাতে ভারতের সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটছে। সংবিধানকে রক্ষা করতেই হবে। স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলমানদের এক বড় অংশের অবদান অনস্বীকার্য। মনে রাখতে হবে, ভারতের গণতান্ত্রিক সরকারের প্রতি আনুগত্য ও ভালবাসা রেখেই দেশভাগের পর ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের বড় অংশ দেশ ছেড়ে যাননি। বিভাজন সৃষ্টি করে ভারতের আত্মাকে পৃথক করা যাবে না। মুসলিমদের পরিচালিত ট্রাস্ট ও সোসাইটির নিজস্ব কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় যথেষ্ট না থাকার ফলে বহু ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষা অর্জনে বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। মেয়েদের ক্ষেত্রে সমস্যা আরও বেশি। পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন বিত্তনিগম থেকে কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্প অনুযায়ী, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যে ঋণ দেওয়া হয়, তার জন্য সরকারি চাকরিরত 'গ্যারান্টার' দাবি করে ব্যাঙ্ক। এর ফলে বিপদ বেড়েছে। সাচার কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গে সরকারি চাকরিরত মুসলমানদের সংখ্যা নগণ্য। এক দিকে, প্রচুর ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষা নিতে চাইলেও অর্থের অভাবে নিতে পারছে না। অন্য দিকে, চাকরিরত মুসলমানের সংখ্যা জনসংখ্যার (৩০ শতাংশ) শতাংশের অনুপাতে খুবই কম। তা হলে গ্যারান্টর পাওয়া যাবে কোথায়? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার সংখ্যালঘুদের জন্য যদি প্রকৃত উন্নয়ন করতে চায়, তা হলে সহযোগিতার হাত বাড়াতে পারে। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে, সংখ্যালঘু প্রার্থীদের মধ্যে যাঁরা লোকসভা বা বিধানসভা ভোটে জিতেছেন, ভাল কাজ করলেও তাঁদের অনেককেই প্রার্থী করা হয় না বা আসন বদল করা হয়। কখনও বা ঠেলে দেওয়া হয় হেরে যাওয়া আসনগুলিতে। মুসলিম প্রার্থীদের একে অপরের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় সুচতুর ভাবে। ২০১৬ ও ২০২১ সালে বিধানসভা ভোটে সংখ্যালঘুদের বিপুল সমর্থন পেতে সিপিএম-কংগ্রেস-বিজেপি মরিয়া চেষ্টা চালিয়েছিল। যদিও সংখ্যালঘুদের সামাজিক সঙ্কটকে গুরুত্ব দিয়ে, তার সমাধানের কোনও চেষ্টাই করেনি তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার। রাজ্যের ২৩টি জেলায় বামফ্রন্টের পার্টি সম্পাদক আছেন, কিন্তু কোনও মুসলিমকে সে পদে বসাতে পারেননি বাম কর্তারা। তৃণমূল কংগ্রেসও সম্প্রতি যে সব জেলা কমিটি ঘোষণা করেছে, সেখানেও জনসংখ্যায় সংখ্যালঘুদের হারের বিন্যাস অনুযায়ী উচ্চপদ অধরা থেকে গিয়েছে। যদিও বর্তমান সরকার বিগত বছরগুলোতে কয়েক জন সংখ্যালঘুকে জেলা পরিষদের সভাধিপতির আসনে বসিয়েছে। কলকাতা মহানগরীর মেয়র পদে অধিষ্ঠিত ফিরহাদ হাকিম। তা সত্ত্বেও দলীয় কোন্দলের জেরে সংঘর্ষে মুসলিমদেরই প্রাণ যাচ্ছে বেশি। সামনে লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচন। ভোটের ময়দানে কি ফের মুসলিমদের লড়াই করতে দেখা যাবে, যার পরিণাম হবে মৃত্যু? মুসলিমরা কি এখনও উপলব্ধি করবেন না যে, এ ভাবে রাজনৈতিক হানাহানি করাটা আসলে সংখ্যালঘু সমাজেরই সর্বনাশ?

জন্মদিন

আজকের দিন

জ্ঞানী জৈল সিং

১৯৩৪ *বিশিষ্ট অভিনেত্রী চিত্রা সেনের জন্মদিন।*
১৯১৬ *ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জ্ঞানী জৈল সিংয়ের জন্মদিন।*
১৯৫৪ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মনোহর লাল খাটারের জন্মদিন।*

বলছি নির্বাচন ও গণতন্ত্রের কথা

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

চলছে ভোট। মানে নির্বাচন। আরোও ভালোভাবে বললে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভোটদানেই নির্বাচন। বিশ্বের সবথেকে বড় গণতান্ত্রিক দেশ ভারতের ৫৪৩ টি আসনের লড়াই। লড়াই প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনে। এবারের সবথেকে বড় চমক রাজ্য দ্বিখণ্ডিকরণ ও সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ খারিজের পর এই প্রথম ভোট নেওয়া হচ্ছে জম্মু কাশ্মীরে। সেখানকার মোট ৫ টি (লাদাখ ১ টি) আসনে ভোট হচ্ছে পাঁচ দফায়। আসুন অল্পকথায় জেনে নি ভোট, নির্বাচন ও গণতন্ত্রের কথা।

ভোট হলো কোনো সমষ্টিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা প্রতিনিধি নির্বাচনের উদ্দেশ্য কোনো সভা, সমিতি বা নির্বাচনী এলাকায়,মতামত প্রকাশের একটি মাধ্যম বা পদ্ধতি। আর নির্বাচন বা গণতন্ত্র? চলুন তবে নির্বাচন ও গণতন্ত্রের ব্যাখ্যায় বেড়িয়ে আসি।

'নির্বাচন 'ও 'গণতন্ত্র 'সমর্থন শব্দ নয়। তবে শব্দদুটো পরিপূরক। মানে নির্বাচন ছাড়া গণতন্ত্র সম্ভব নয় আবার গণতন্ত্র ছাড়া নির্বাচন অসম্ভব। আসলে গণতন্ত্র ছাড়া নির্বাচন আত্মাহীন দেহ। গণতন্ত্রের ইংরেজি শব্দ 'Democracy'। গ্রিক শব্দ 'Demos' এবং 'Kþératþia' শব্দ দুটির সমন্বয়ে সৃষ্ট হলো গণতন্ত্র। 'Demos' শব্দের অর্থ হলো' জনগণ 'এবং 'Kþératþia' শব্দের অর্থ হলো 'শাসন'। গণতন্ত্রে আইন প্রস্তাবনা,প্রণয়ন ও তৈরির ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের অংশ গ্রহণের সমান সুযোগ রয়েছে, যা সরাসরি বা নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে হয়ে থাকে। এটি একটি রাজনৈতিক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হলেও অন্যান্য সংস্থা বা সংগঠনের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য হতে পারে। যেমন বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রমিক ইউনিয়ন, রাষ্ট্র মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। ২০১৭ সালের গণতান্ত্রিক ইনডেক্সে দেখা গেছে ১৬৮ টি দেশের মধ্যে মাত্র ১৯ টি দেশে ১১.৩ শতাংশ হারে গণতন্ত্র হয়ে থাকে। আবার এই ইনডেক্সে দেখা গেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গণতান্ত্রিক দেশের শ্রেণী থেকে বেরিয়ে গেছে। দেখা গেছে গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে সব মানুষ সমান সুযোগ সুবিধা পায়--এমন নজির নেই।

রাষ্ট্রদর্শন পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে গ্রিক দার্শনিক প্লেটো গণতন্ত্রকে সমর্থন করেন নি। তিনি মনে করতেন গণতন্ত্র থেকে' স্বৈরতন্ত্র' তৈরি হয়। মনে করতেন আদর্শ রাষ্ট্রে বিজ্ঞের শাসক দরকার। অ্যারিস্টটল মনে করতেন, গণতন্ত্র হচ্ছে এমন একটি শাসন ব্যবস্থা যেখানে কোনো একজনকে (নির্বাচিত) দোষী বলার সুযোগ পাওয়া যায়। আবার অন্যদিকে তিনি এও স্বীকার করেছেন যে যত রকমের সরকার পরীক্ষা করা হয়েছে, তন্মধ্যে এটি অধমের মধ্যে উত্তম। এরপর ফরাসি দার্শনিক রুশো আদর্শ গণতন্ত্রের কথা, ইমানুয়েল কান্ট ব্যক্তির অধিকারের কথা এবং রাষ্ট্রের সীমিত ক্ষমতা রক্ষার কথা, জার্মান দার্শনিক হেগেল ব্যক্তি স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতার কথা কিংবা কাল মার্কস সর্বহারার গণতন্ত্রের কথা বলেছেন। আবার স্টুয়ার্ট মিল কোনটি অধম সরকার তা নির্ণয় করার চেষ্টা করেছেন। আমাদের অমত্য সেন আবার গণতন্ত্র ও উন্নয়নের মধ্যে একটি সম্পর্ক নির্ণয় করার চেষ্টা করেছেন। তিনি মনে করেন উন্নয়ন করার জন্যে গণতান্ত্রিক সরকার থাকতে হবে এমন কোনো কথা নেই। তবে সেক্ষেত্রে যদি ওই উন্নয়নকারী সরকারের সঙ্গে গণতন্ত্র যোগ হয় তাহলে তা হবে উত্তম। আর উদাহরণ না বাড়িয়ে ও রাষ্ট্রদর্শনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে প্রথম দিককার দার্শনিকরা গণতন্ত্রের বিপক্ষে বা গণতন্ত্রের 'মন্দের মধ্যে ভালো ' শাসন বলে মনে করতেন। আর দ্বিতীয় দিককার দার্শনিক রাষ্ট্রের ক্ষমতা সীমিত করা এবং জনগণের স্বাধীনতা বা অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলেছেন।

আমাদের দেশে এই দ্বিতীয় প্রদ্ধতিতে ভোটদান কার্যকরী হয়ে থাকে। মানে স্বাধীনতা বা অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলা হয়। তবে তা কি সর্বদা সঠিক সিদ্ধান্ত? উত্তরে বলবো অবশ্যই নয়। কারণ দেখা গেছে ভোট দানের প্রাথমিক বয়সে এটা একটা আবেগ কাজ করে। পরবর্তীকালে তা একটি চাহিদা কেন্দ্রিক হয়। যা সবটা মেটাতে পারে না নির্বাচিত নেতা। আবার দেখা যায় যে একবার যদি জনমত দ্বারা নির্বাচিত হয় কোনো নেতা তবে তার কয়েক পুরুষ স্বাচ্ছন্দ্যে কাটাতে পারে অনায়াসে। ব্যাপারটি কিন্তু গণতন্ত্রে নির্বাচনের প্রথম দিকে এমনটা ছিল না। মার্কস, লেনিন, স্ট্যালিন অবধি ঠিক ছিল। একটা শ্রম স্রম বিষয় ছিল। কিন্তু দিন পরিবর্তন হলো, সময় পরিবর্তন হলো। মানে মানুষের মধ্যে লোভ বাড়তে থাকলো। প্রবল ভাবে বাড়েতে থাকলো। বাড়তে বাড়তে এটা একদিন চরম আকার নিলো।

আমরা বর্তমানে সেই ফেজে আছি। পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে দুর্নীতি। মানে যাকে বলে স্ক্রম্প। ভুল বললাম। কাকে বলে স্ক্রম্প! এক একটা রাজ্যে এক একটা দুর্নীতির প্রসেস এক এক রকম। দেখা গেছে কোনো কোনো জায়গায় এই দুর্নীতিটাকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়েছে। আবার মানব দরোদিদের সেইখানেই জুরি মেলা ভার। ফলে মানুষের পালস বুঝে কার্যসিদ্ধি। এ কম কথা নয়! এরই নাম তো রাজনীতি। রাজার নীতি। রাজা আসে রাজা যায়। মানুষ যেমন তেমনই অসহায়। অনেক কথা বলা যায় তবে তার মধ্য থেকে সামনে দেখা চলতি কথাটি হলো — নির্বাচন অধিকাংশ ক্ষেত্রে টাকার খেলা, পেশী শক্তির প্রতিযোগিতা, সাম্প্রদায়িক ও আঞ্চলিক প্রচার-প্ররোচনায় আবদ্ধ করা ও প্রশাসনিক কারসাজির খেলায় পরিনত হওয়া এক বেলাগাম সিস্টেম। শাসকরা নির্বাচনী ব্যবস্থা সংস্কারের উদ্যোগ নেবেন না এটাও স্বাভাবিক। আর নির্বাচন কমিশন? সরকারের আজ্ঞাবাহী প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে আসতে না পারলে, এ বিষয়ে কোনো উদ্যোগ নেবে না। এ কথা নিন্দুকের। আপনার আমার কথা কি মেলে সেখানে? তাহলে গর্জে উঠুন। গর্জন করুন সমবেত ভাবে। আরেকটু স্বাধীন হোন। কারণ, 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে কে বাঁচিতে চায়.....!' শুনছে কি আপনার হৃদয়?

বি দ্র: এই প্রবন্ধ সময়োপযোগী বিষয়, কাউকে আঘাত দেওয়ার জন্য নয়।

লেখক: বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

সরকারি নিয়োগে দুর্নীতি ঠেকাতে নাগরিক দায়িত্ব গুরুত্বপূর্ণ

ডঃ মুহাম্মদ ইসমাইল

২০১১ সালের রাজনৈতিক পালাবদলের পর পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ক্ষেত্রে চরম আকারে দুর্নীতি দানা বেঁধেছে। সরকারি নিয়োগ দুর্নীতির আখড়াই পরিণত হয়েছে। উচ্চ শিক্ষা থেকে সর্বস্তরের নিয়োগে ব্যাপক হারে দুর্নীতি হয়েছে। ২০১৪ সালের পর থেকে নিয়োগ নিয়ে যা চলছে তা নিয়ে মেধাবীদের কান্নায় আকাশ বাতাস ভারী হয়ে গেছে । রাজপথ থেকে শুরু করে সর্বস্থানে সরকারি নিয়োগ নিয়ে দুর্নীতি চর্চার পীঠস্থানে পরিণত হয়েছে। মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা হতাশ হয়ে নানা পেশায় প্রবেশ করেছে ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষিত বেকারদের সরাসরি সব ঘুগনি থেকে চায়ের দোকান দেওয়ার নিধান দিয়েছেন। সকলকে সরকারি চাকরি দেওয়া সম্ভব নয় তা সকলের জানা কিন্তু মেধার ভিত্তিতে চাকুরিতে নিয়োগ হবে এটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু রাজ্য সরকারের নেতৃত্বে প্রত্যক্ষভাবে যে হারে নিয়োগে দুর্নীতি হচ্ছে তা সকলের কাছে উদ্বেগ জনক। ক্ষমতায় আসা মাত্র নিয়োগকে কীভাবে দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত করা যায় তার প্রচেষ্টা শুরু করেন। প্রথমে শিক্ষা ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে নিয়োগ থেকে টাকা তোলার পদ্ধতিকে সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রথমে কেন্দ্রীয় কারণ করেন এবং সমস্ত আঞ্চলিক নিয়োগ কমিশনকে তুলে দিয়ে পুরোপুরি কলকাতা কেন্দ্রিক করে। যার ফলে আঞ্চলিক নেতা নেত্রীদের ক্ষমতা খর্ব হয় ও আঞ্চলিক উৎকর্ষ লোপ পায়। নিয়োগ পদ্ধতি চলে যায় পুরোপুরি কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী প্রভাবশালী নেতাদের হাতে। বর্তমান সরকারের নেতৃত্বে নিয়োগ ব্যবস্থা পণ্য সামগ্রীর মতো বাজারে বিক্রি শুরু হয়েছে। তার জন্য রাজ্য জুড়ে শুরু হয় তোলাবাজি ও চাকরির জন্য টাকা তোলা। রাজ্যের বহু নেতা-নেত্রী ও আত্মীয়-স্বজন থেকে শুরু করে বহু লোক নিয়োগ পায়। যাদের নিয়োগ ও চাকরি পাওয়ার চাকরি প্রাপকরা কোনো দিন কল্পনা করেনি। গত ২০১৪ সালের পর থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে যেভাবে নৈরাজ্য তৈরি হয়েছে তা সর্বকালের সেরা। তবে শিক্ষাক্ষেত্র দুর্নীতিমুক্ত ছিল না তার প্রমাণ পরোক্ষভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়। বামফ্রন্টের নেতা-নেত্রীদের স্ত্রী ও তার আত্মীয়-স্বজনেরা নানা চাকরিতে নিয়োগপ্রাপ্ত যেগুলি কমিটি ভিত্তিক নিয়োগ। শুধু তাই নয়, দীর্ঘ সময় ধরে তারা ও কমিটির মাধ্যমে বহু মেধাবীদের বঞ্চিত করে আত্মীয়-স্বজন ও পার্টির অনুগতদের নিয়োগ করেছে। তবে বাম আমলে দুর্নীতি লঘুচক্ষুর আড়ালে ছিল এবং চরম মাত্রা অতিক্রম করেনি। এই শিক্ষাঙ্গণ কে দুর্নীতিমুক্ত করতে পরিচালন সমিতি থেকে ক্ষমতা তুলে নিয়ে কমিশনের হাতে হস্তান্তর করে। তার ফলে কয়েক বছর পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম বাংলার জনসাধারণ থেকে শুরু করে প্রান্তিক ঘরের ছেলেমেয়েরা স্কুল, কলেজ ও নানা কর্মক্ষেত্রে সুযোগ পায়। কিন্তু দুর্ভাগ্য, তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর থেকে নতুন পদ্ধতি অনিয়মিত হয়ে গেছে ও দুর্নীতির সাগরে ডুবে গেছে । তার ফলে গ্রাম বাংলার ছেলেমেয়েদের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি হয়েছে ও প্রান্তিক সাধারণ পরিবারের লোকদের মধ্যে টাকা যার চাকরি তার ধারণা বৃদ্ধি পেয়েছে। তার ফলে, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পড়ুয়া পর্যালোচনা করলে দেখা যায় মারাত্মক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিবছর ছেলেমেয়েদের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে গ্রামবাংলায় ও মেয়ে পড়ুয়াদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ছেলেরা চাকরির আশা ছেড়ে বিভিন্ন প্রান্তে কাজ কর্মের জন্য পড়াশোনা বাদ দিয়ে উপার্জনের পথ বেছে নিয়েছে। শুধু তাই নয়, প্রতিবছর পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ব্যাপক হারে রাজ পাচ্ছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রয়োজনের তুলনায় স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কম হলে ও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বহু স্কুল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে যেখানে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেতো না সেখানে নামিদামি প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে অধিকাংশ কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক দফা বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রয়োজনীয় ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হচ্ছে না অর্থাৎ আসন খালি থেকে যাচ্ছে। অধিকাংশ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশিরভাগ আসন খালি থেকে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, কিছু কিছু বিষয়ে কলেজে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কয়েকজন করে আছে। তার প্রধান কারণ কর্মসংস্থান ও নিয়োগে ব্যাপক হারে দুর্নীতি। বর্তমান সরকারের আমলে কয়েকবার নিয়োগ হলেও তা দুর্নীতিতে ভরাভরি। হাইকোর্টের হস্তক্ষেপে নিয়োগে দুর্নীতির দীর্ঘতালিকা প্রকাশ পেয়েছে। শূন্য পেয়ে চাকরি করার তালিকা যেমন প্রকাশ পেয়েছে তেমনি পরীক্ষা না দিয়ে চাকরি পাওয়ার তালিকা সামাজিক মাধ্যম থেকে নানা মাধ্যমে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এছাড়া মেধা তালিকা প্রকাশের পরেও মেধাতালিকাকে গুরুত্ব না দিয়ে খেয়াল খুশিমতো র‍্যাঙ্ক জ্যাম করে নিয়োগ দেওয়ার তালিকা প্রকাশ পেয়েছে মহামান্য আদালতের বিচার ব্যবস্থায়। মহামান্য আদালতের হস্তক্ষেপে দীর্ঘ দুর্নীতির তালিকা প্রকাশ পেলে ও তারা বহাল তবিয়তে চাকরিতে রয়েছেন। যদিও হাইকোর্ট তালিকা করে বহিষ্কারের নির্দেশ দিয়েছেন তবুও আইনের ফাঁকফোকরে তারা চাকরিতে রয়ে গেছে। তার ফলে একদিকে যেমন আদালতের উপর সাধারণ মানুষের আস্থা কমেছে অপরপক্ষে দুর্নীতিবাজ নেতারা ভালো করে বুঝতে পেরেছে তাদের উপর সরকারের হাত থাকলে আদালতের সাধ্য নেই দুর্নীতি বন্ধ করার। কয়েকজন জেলে যেতে পারে কিন্তু লক্ষ লক্ষ মেধাবীদের বঞ্চিত করে অযোগ্যদের নিয়োগ দেওয়া বন্ধ করা ও তাদের বাতিল করার ক্ষমতা সীমিত। তাই সরকারি তরফে দুর্নীতিগ্রস্ত কমিশন, এজেন্টদের রক্ষা করতে ও টাকার বিনিময়ে চাকরি প্রাপ্তদের পক্ষ হয়ে মামলা লড়াই করছেন কমিশন। যদিও সর্বক্ষেত্রে দুর্নীতিকে সাধারণ মানুষ ও শিক্ষকেরা খুব একটা খারাপ ভাবে নিচ্ছে না, উল্টে তারাও চেষ্টা করছে নিজেদের আত্মীয়-স্বজন, পরিবার পরিজনদের অসৎ উপায়ে নিয়োগ করতে। যদিও আজ গ্রাম বাংলার বহু পরিবার এই দালালদের খপ্পরে পড়ে ভিটে মাটি থেকে সর্বস্বান্ত হয়েছে। তবে দুর্নীতির বাজারে বাধ্য হয়ে মেধাবী ও চাকুরি পেতে দালালদের আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছে। তাই বহু যোগ্যপ্রার্থীও টাকার বিনিময়ে চাকরি পেয়েছেন বর্তমান ব্যবস্থাপনার কাছে নতি স্বীকার করে। শুধু তাই নয়, পরীক্ষাগুলোতে প্রশ্নপত্র ফাঁস থেকে উত্তরপত্র সরবরাহ হচ্ছে নানা পরীক্ষা কেন্দ্রে। বর্তমান প্রযুক্তিবিদ্যার যুগে সরকার ব্যর্থ যদিও সকলের অভিমত সরকারি মতে কিছু তোলাবাজ নেতাদের নেতৃত্বে সমস্ত কিছু সংগঠিত হচ্ছে পরিকল্পনা করে। মাধ্যমিক প্রশ্ন ডিটেক্টর লাগানো হচ্ছে অথচ চাকরির পরীক্ষায় কোন ব্যবস্থাপনা নেই। শুধু তাই নয় মেধাতালিকা নিজেদের মতো তৈরি করে অভিযোগ জমা পড়েছে কোর্টে তা বিচারাধীন। তবে দুর্নীতিতে সরকারি মদতের অভিযোগ বারবার উঠছে। তবে সকলেই একত্রিত হয়ে দুর্নীতিমুক্ত করতে চাইলে সরকার বাধ্য হবে নৈরাজ্য সৃষ্টি থেকে। শুধু তাই নয়, জনগণ সচেতন হলে দুর্নীতিবাজ সরকার ও নেতা-নেত্রীদের খুব সহজেই পরাস্ত করা যায় নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। আর যদি না করা যায়, তবে দুর্নীতির মাত্রা ক্রমে বাড়তে থাকবে যা পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে চলছে। তাই বলা যায় সরকার তার কাজকর্ম পরিচালনা করে জনসাধারণের আচার ব্যবহার দেখে। সরকার পরিবর্তন হয় জনসাধারণের চাওয়া পাওয়া থেকে এবং দীর্ঘস্থায়ী হয় জনসাধারণের ইচ্ছায়।

লেখক: অধ্যাপক,
দেওয়ান আব্দুল গণি কলেজ,

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

আরামবাগে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভার প্রস্তুতি জোরকদমে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: লোকসভা ভোটের প্রচার করতে আবারও আরামবাগে দেখা যাবে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। আর এই নিয়ে দলীয় স্তরে যেমন তৎপরতা দেখা যাচ্ছে তেমনি প্রশাসনিক স্তরেও তৎপরতা তুঙ্গে। আরামবাগের কালীপুর এলাকা সভা করতে আসছেন তৃণমূল সুপ্রিম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তার আগে মাঠ পরিদর্শন করলেন প্রশাসনের আধিকারিকরা। জানা গেছে, আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী মিতালি বাগের সমর্থনে ৮ মে সভা করতে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার আরামবাগের কালীপুর মাঠ পরিদর্শন করে গেলেন প্রশাসন আধিকারিকরা সহ তৃণমূলের নেতাকর্মীরা। এদিন পরিদর্শনে আসেন আরামবাগ হুগলি গ্রামীণ এসপি কামনাশিস সেন, অ্যাডিশনাল এসপি কৃষাণু রায়, মহকুমা শাসক সুবাসিনী ই, আরামবাগ পুরসভার চেয়ারম্যান সমীর ভান্ডারী, আরামবাগ এসডিপিও সুভাষ চক্রবর্তী, আরামবাগ থানার আইসি রাকেশ সিং, তৃণমূল কংগ্রেসের আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি তথা তারকেশ্বর বিধায়ক রামেন্দু সিংহ রায়, সাংগঠনিক জেলার চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী, ব্লক সভাপতি শম্ভুনাথ বেরা, শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি প্রদীপ সিংহ রায়, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিশির সরকার সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা। এ প্রসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি রামেন্দ্র সিংহ রায় বলেন, এএসএল টিম মাঠ পরিদর্শন করে গেলেন। হেলিপ্যাড এবং ডেকোরেটরের যে কাজ আছে তা নিয়ে আলোচনা হল পুলিশ প্রশাসন ও পিডব্লিউডি এবং ইলেকট্রিক আধিকারিকদের সঙ্গে। সমস্ত কাজ দ্রুততার সঙ্গে ৭ তারিখের মধ্যে শেষ করতে হবে। সবমিলিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আসার আগে আরামবাগে চলছে জোর কদমে প্রস্তুতি।

শাহনাওয়াজ আলি রায়হানের সমর্থনে দেব সভা থেকে বিজেপির সমালোচনায় অভিনেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: একটা দল দেশের মানুষের মধ্যে বিভাজন তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে দেশভাগ করবেন না। উন্নয়নের দিকে তাকিয়েই তৃণমূলকে ভোট দিন। শনিবার দুপুরে দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচনী প্রচারে এসে এভাবে বিজেপির সমালোচনা করেছেন তৃণমূল সাংসদ তথা অভিনেতা দেব। এদিন দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী শাহনাওয়াজ আলি রায়হানের সমর্থনে মোথাবাড়ি পিডব্লুডি'র মাঠে নির্বাচনী সভায় উপস্থিত হন টলিউড অভিনেতা দেব। আর সেখানেই কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিভাজন রাজনীতি নিয়ে কড়া সমালোচনা করেন তিনি। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এই বাংলার জন্য যেভাবে উন্নয়ন করে চলেছেন, সেদিকে তাকিয়ে সাধারণ মানুষকে দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে ভোট দেওয়ার আবেদন জানান তৃণমূল সাংসদ দেব। তিনি বলেন, আমরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে থেকেই উন্নয়নের কাজ করছি। যারা এদেশে বিভাজনের রাজনীতি করে সাম্প্রদায়িক উস্কানি দেয়, তাদেরকে একটিও ভোট নয়।

পুলিশে কর্মরত হওয়া সত্ত্বেও বাড়িতে ভয়াবহ চুরি, খোয়া গেল কয়েক লক্ষ টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদন, গাইঘাটা: একই পরিবারের তিনজনই পুলিশ কর্মী এবার সেই পুলিশের বাড়িতেই রাতের অন্ধকারে ভয়াবহ চুরি। এলাকায় নিরাপত্তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। একই পরিবারের তিন সদস্যই পুলিশে কর্মরত আর সেই বাড়িতেই রাতের অন্ধকারে ভয়াবহ চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পাশাপাশি একই রাতে ওই পুলিশ পরিবারের পাশের আরো একটি বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে, গাইঘাটা থানার উত্তর বকচরা ১ নম্বর টালি কারখানায় এলাকায়। খবর পেয়ে গাইঘাটা থানার পুলিশ এসে তদন্ত শুরু করেছে। পরিবারের অভিযোগ দুষ্কৃতীর দল রাতের অন্ধকারে বাড়িতে ঢুকে স্প্রের মতো কিছু ছড়িয়েছিল। সে কারণে বাড়িতে থাকা পরিবারের সদস্যরা কেউ টের পাননি চুরি। সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই পরিবারের এক পুলিশ কর্মী রাজ্যের এক মন্ত্রীর নিরাপত্তা রক্ষীর দায়িত্বেও রয়েছে। বাকি দুই সদস্য বনগাঁ পুলিশ জেলায় কর্মরত। রাতে পরিবারের তিন পুলিশ কর্মী সদস্যই বাড়ি ছিলেন না। শনিবার চুরির খবর পেয়ে বাড়িতে ছুটে আসেন তাঁরা। পরিবারের সদস্যরা জানান, চোরের দল তালা ভেঙে ঘরে ঢুকে আলমারির শোকেস ভেঙে লন্ডভন্ড করে ঘরের জিনিস পত্র। পুলিশ কর্মী শান্তনু দাস জানান, প্রায় ২০০ গ্রাম মতো সোনার গয়না নিয়ে চম্পট দিয়েছে চোরের দল। যার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ১২ থেকে ১৩ লক্ষ টাকা। আলমারি ভেঙে দুষ্কৃতীরা সব কিছু নিয়ে গিয়েছে। একই রাতে প্রতিবেশী রাখি বিশ্বাস নামে এক মহিলার বাড়িতে ও চুরির ঘটনা ঘটে। সকালে রাখি দেবী ঘুম থেকে উঠে তিনি দেখেন তার বাড়িতেও চোরের দল এসে তালা ভেঙে ঘরে ঢুকে তাণ্ডব চালিয়েছে। তার দাবি, প্রায় ২ লক্ষ টাকার সোনা টাকা পয়সা নিয়ে গিয়েছে। তিনিও গাইঘাটা থানার দ্বারস্থ হয়েছেন। দুটি ক্ষেত্রেই দুষ্কৃতীরা স্প্রে জাতীয় কিছু ছড়িয়ে এই চুরির ঘটনা ঘটিয়েছে বলে অভিযোগ এনেছেন পরিবারের সদস্যরা। পুলিশ ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে। প্রসঙ্গত, গাইঘাটা থানা এলাকার উত্তর বকচরা এক নম্বর টালি কারখানা এলাকায় বেশ কিছুদিন ধরেই বেড়েছে বহিরাগত ছেলেদেরও আনাগোনা। পরপর চুরির ঘটনায় এলাকার মানুষের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের সমর্থনে কর্মিসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: বারাসাত সাংগঠনিক জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে বারাসাত লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার সমর্থনে শনিবার বিকেলে সাধারণ কর্মিসভা অনুষ্ঠিত হল বারাসাত পুরসভার বিদ্যাসাগর সভাকক্ষে। এদিনের সভায় প্রার্থী ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, যুব তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অভিজিৎ নন্দী, লিংকন মিল্লিক, দেবাশিস মিত্র, বারাসাতের পুরপ্রধান অশনি মুখার্জি, হাবড়ার পুরপ্রধান নারায়ণ সাহা, মধ্যমগ্রামে পুরপ্রধান নিমাই ঘোষ, অশোকনগরের পুরপ্রধান প্রবোধ সরকার, জেলার মুখপাত্র সুনীল মুখার্জি সহ অন্যান্যরা। জয়ের বিষয়ে নিশ্চিত কাকলি বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, ২ লক্ষের বেশি ভোটে জয় পাব আমরা। সাংসদ অহবিলের অর্থ সব ব্যয় হয়ে গেছে। ৭ হাজারের কিছু বেশি টাকা পড়ে আছে। আগামীদিনে কি কি কাজ করতে হবে তার তালিকা তৈরি করতে হবে। তিনি আরও বলেন, যুবরাই দলের শক্তি তাই তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিজেপি কুৎসা, অপপ্রচার, এবং বঞ্চনার কথা তুলে ধরতে হবে। সন্দেশখালি প্রসঙ্গে বলেন, সেখানের ঘটনা যে সাজানো তার পর্দা ফাঁস হয়ে গেছে। খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ সাংগঠনিক শক্তি বাড়ানোর নির্দেশ দিয়ে বলেন, তথ্য জেনে মানুষের সঙ্গে কথা বলতে হবে। না জেনে কোনও উত্তর দেওয়া উচিত হবে না। বিরোধীরা চাইবে ধর্মকে সামনে রেখে গন্ডগোল পাকাতে, সেই ফাঁদে পা দিলে চলবে না বলে যুবদের নির্দেশ দেন খাদ্যমন্ত্রী। এদিনের সভায় যুব কর্মীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

গরম থেকে স্বস্তি দিতে ঝাড়গ্রামে শুরু জলদান কর্মসূচি ভোটের উত্তাপ মাথায় রেখে চলছে সারপ্রাইজ নাকা চেকিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: তীব্র তাপপ্রবাহে পথ চলতি সাধারণ মানুষজন এবং গাড়ির চালকদের স্বস্তি দিতে এগিয়ে এল ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ। জেলা শহর ঝাড়গ্রামে পুলিশ জলছত্রের মাধ্যমে পথ চলতি মানুষজন এবং চালকদের জলদান শুরু করা হল। ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ সুপার অরিজিৎ সিনহা এবং অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকরা এদিন ঝাড়গ্রামের পাঁচমাথা মোড়ে এই জলদান শুরু করলেন। উল্লেখ্য, সারা দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি ঝাড়গ্রাম জেলা জুড়ে তাপপ্রবাহ অব্যাহত রয়েছে। ৪৪ থেকে ৪৫ ডিগ্রির ঘরে তাপমাত্রা ঘোরাফেরা করছে। এই পর্যায়ে খুব জরুরি প্রয়োজন ছাড়া সাধারণ মানুষজন বাইরে বেরচ্ছেন না। সেই সাধারণ মানুষজনের কথা ভেবেই জেলা পুলিশের এই অভিনব উদ্যোগ। যতদিন না এই তাপপ্রবাহ কমছে ততদিন জলছত্র পরিষেবা জারি থাকবে বলে জানিয়েছেন জেলা পুলিশ সুপার অরিজিৎ সিনহা। তিনি জলছত্র শিবিরের সূচনা করার পর আরো বলেন, প্রতিদিনই তিনটি রাজ্য মিলে মিটিং হচ্ছে এডিজি, ডিজি র‍্যাঙ্ক পর্যন্ত আমাদের ওসি, আইসিরা পর্যন্ত বিভিন্ন সময় আমাদের সঙ্গ ঝাড়খণ্ড, ওড়িশার সঙ্গে মিটিং করেছি। আমাদের ওড়িশার সঙ্গে ২৭ কিলোমিটার বর্ডার আছে এবং ঝাড়খণ্ডের সঙ্গে ১২৭ কিলোমিটার বর্ডার আছে। ওড়িশার দুটি জেলা ময়ূরভঞ্জ, বালেশ্বর ওই দিকে ঝাড়খণ্ডের পূর্ব সিংভূম তাদের সঙ্গে আমরা প্রতিদিন যোগাযোগ রেখেছি, বিভিন্ন যায়গায় নাকা পয়েন্ট করা হয়েছে। আমরা সারপ্রাইজ নাকা করছি। প্রতিদিনই বর্ডারে অপারেশন চলে। ভোট যত এগিয়ে আসবে তত নাকা বাড়বে। আমরা বেশি সারপ্রাইজ নাকার উপরে জোর দিচ্ছি। গরমের মধ্যে কোনও ধরনের অসুবিধা হবে না। ঝাড়গ্রাম লোকসভা নির্বাচনের জন্য ১৩০ থেকে ১৪০ কোম্পানি কেন্দ্র বাহিনী আসা উচিত বলে জানালেন পুলিশ সুপার।

অনাবৃষ্টির কারণে ক্ষতির সম্মুখীন জেলার পাট চাষিরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: অনাবৃষ্টির কারণে ক্ষতির সম্মুখীন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পাট চাষিরা। দীর্ঘদিন ধরে বৃষ্টি না হওয়ার কারণে দাবদাহের জেরে শুকিয়ে যাচ্ছে পাটগাছ। স্বভাবতই মাথায় হাত পাটচাষিদের। বৃষ্টি না হওয়ার ফলে জলের অভাবে পাটগাছ শীর্ণকায় রয়ে গেছে। তাই এবার পাটের ফলনে চরম মার খাবার আশঙ্কা করছেন পাট চাষিরা। সরেজমিনে গিয়ে লক্ষ্য করা গিয়েছে, জমিতে কোথাও কোথাও নেতিয়ে পড়েছে পাট গাছ। এই পরিস্থিতি আরও কয়েক দিন দাবদাহ চললে পাট চাষ আরও বড় ক্ষতির মুখে পড়বে। এমন অবস্থায় তীব্র দাবদাহে পাট নষ্ট হতে বাসায় বিপাকে পড়েছেন কৃষকরা। রবিন বর্মন নামে এক পাট চাষি জানান, 'বৃষ্টির দেখা নেই! প্রখর রোদের কারণে গাছে বৃদ্ধি ঠিকঠাক হচ্ছে না। প্রখর রোদে পাটের গাছ শুকিয়ে যেতে বসেছে। এমন চলতে থাকলে পাট চাষ করে লাভ তো দূরের কথা, আসল টাকাটুকু উঠে আসা দায় হয়ে দাঁড়াবে।'

এ বিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা মুখ্য কৃষি আধিকারিক প্রণব কুমার মুখোপাধ্যায় জানান, 'বিষয়টি আমাদের নজরে রয়েছে। তীব্র রোদে সারাদিন পাটের চারাগুলি ঝিমিয়ে থাকছে। আগামী সাত-আট দিনের মধ্যে বৃষ্টি না হলে পাট চাষে ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা আমরা করছি। আমাদের দপ্তর থেকে চাষিদের যা যা পরামর্শ দেওয়ার তা আমরা নিয়মিত দিচ্ছি।' অন্যদিকে, এ বিষয়ে কিছুটা আশার কথা শুনিয়েছেন জেলার পতিরামে অবস্থিত মাঝিয়ান আঞ্চলিক আবহাওয়া গবেষণা কেন্দ্রের আধিকারিকেরা।

SBI স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এসএমইসি বিধাননগর ব্রাঞ্চ
কোড নং - ১৫৭৪৫ জোনাল অফিস (৫ম তল),
১/১৬, ভি.আই.পি. রোড, বিধাননগর কলকাতা - ৭০০০৫৪

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট IV [রুল-৮(১)]

A/c No- 11095029234 (CC), 40245500802 (FITL)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বিধাননগর এসএমইসিসি শাখা, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর নং ৩) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের **রুল ৩** সংস্থান অধীনে **১৮.০১.২০২৪** তারিখে **ঋণগ্রহীতা --মেসার্স তপন মেডিকেল স্টোর, অংশীদার (১) - তপন কান্তি চৌধুরী,** পিতা জগদীশ চন্দ্র চৌধুরী, এবং **অংশীদার (২) রূপম চৌধুরী,** পিতা জগদীশ চন্দ্র চৌধুরী, ব্যবসা ঠিকানা - মতিলাল ২ নং এয়ারপোর্ট গেট, দমদম কলকাতা - ৭০০০৮১ বাড়ির ঠিকানা - ২ নং মতিলাল কলোনি, দমদম (এম), রাজবারি কলোনি কলকাতা - ৭০০০৮১ এবং জামিনদাতা - স্বপম কুমার চৌধুরী ব্যবসা ঠিকানা - মতিলাল কলোনি ২ নং এয়ারপোর্ট গেট, দমদম কলকাতা - ৭০০০৮১ এবং বাড়ির ঠিকানা - ৩০৪, পুলিন এভিনিউ, ২ ১/২ এয়ারপোর্ট গেট, কলকাতা - ৭০০০৫২ কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১০,৪৮,২২২.০০ টাকা (দশ লাখ আটচল্লিশ হাজার দুশো বাইশ টাকা) টাকা ১৮.০১.২০২৪ অনুযায়ী** সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয় এবং মূল্য সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে শোধ করার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২ মে ২০২৪** তারিখে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সর্বসাধারণের প্রতি সামগ্রিকভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, নিকট বকেয়া **১০,৪৮,২২২.০০ টাকা (দশ লাখ আটচল্লিশ হাজার দুশো বাইশ টাকা) টাকা** পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ১ কাঠা ১৪ ছটাক ১ ১/২ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত প্লট নং সি, দাগ নং ২৪৯৫, খতিয়ান নং ৮৬৫, জেএল নং ১০, তৌজি নং ১৭৩, মৌজা : সুলতানপুর, থানা : ডুমডুমা, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, সাব রেজিস্ট্রি অফিস কাশীপুর দমদম, এবং সমুদয় অধিকার সমন্বিত উল্লেখ্য দলিল নং ১-৮৭৩১ তারিখ ১৩.১২.১৯৯১, চৌহদ্দি : উত্তরে : ১২ ফুট চওড়া সড়ক, দক্ষিণে : বীণাপানি দাস এবং ক্ষীতিশ দাসের প্লট, পূর্বে : প্লট নং বি, পশ্চিমে : ৯ ফুট চওড়া সড়ক।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ০২.০৫.২০২৪
স্থান - কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
এসএমইসি, বিধাননগর, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

RECRUITMENT
SWAMI VIVEKANANDA COLLEGE OF EDUCATION

No. svce/08 Dated: 22-04-2024

Swami Vivekananda College of Education, Vill-Modina, P.O.-Gobindapur, Dist.- Hooghly, Pin-712602, W.B. invites applications for the posts of Assistant Lecturers of following subjects in D.El.Ed. Department: Education, History/Geography, Mathematics, Physical Education.
Qualification: As per NCTE norms. Contact No. -9474848601.
Please send your CV within 7 (Seven) days to E-Mail-
recruitment.svce2022@gmail.com

S/d
Dr. P. Paul
Principal

আশিয়ানা হাউজিং লিমিটেড
CIN: L70109WB1986PLC040864
রেজিঃ অফিস : ৫এফ, এভারেস্ট, ৪৬/সি, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭১
মুখ্য দপ্তর : ইউনিট নং. ৪ ও ৫, ৪র্থ তল, সাউদার্ন পার্ক, প্লট নং ডি-২
সাকেত ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, নিউ দিল্লি-১১০ ০১৭
ওয়েবসাইট : www.ashianahousing.com
ই-মেল : investorrelations@ashianahousing.com

পাবলিক নোটিস

এতদ্দ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ইনডেমনিটি বন্ড ও হলফনামা সহ অনুরোধ গ্রহণ করেছেন, তাঁর হারিয়ে যাওয়া শেয়ার সার্টিফিকেটের পরিবর্তে শেয়ার সার্টিফিকেটের একটি প্রতিলিপি ইসুর জন্য। যার বিশদ এখানে নীচে দেওয়া হল :

ক্র. নং	নিবন্ধভুক্ত শেয়ারহোল্ডার -এর নাম	এল. এফ. নং	শেয়ার সার্টিফিকেট নং	স্বাতন্ত্র্যসূচক নং	শেয়ার সংখ্যা
১.	অজিত কুমার	০০০৪০৬৫	৮৫৩	১৬৪৪৭৫১-১৬৪৬৫০০	১,৭৫০

যেহেতু কোম্পানি ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট ইসুর প্রক্রিয়ারত, কোনও ব্যক্তির এই বিষয়টির উপর আপত্তি থাকলে, তাঁর আপত্তি, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৫ দিনের ভিতর কোম্পানিতে বা এর রেজিস্ট্রার মেসার্স বীটাল ফিনান্সিয়াল অ্যান্ড কম্পিউটার সার্ভিসেস প্রাঃ লিঃ, বীটাল হাউস, ৯৯, মদনগির, স্থানীয় শপিং সেন্টারের পিছনে, দাদা হরসুখ দাস মন্দির, নিউ দিল্লি-১১০ ০৬২ -এর কাছে।

আশিয়ানা হাউজিং লিঃ-এর পক্ষে
স্বা/-
নীতিন শর্মা
(কোম্পানি সেক্রেটারি)

স্থান: নিউ দিল্লি
তারিখ: ৪ই মে, ২০২৪

ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া
(ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৬ অধীনে)
এপিটোম প্লাসটো প্যাক প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত

১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	**এপিটোম প্লাসটো প্যাক প্রাইভেট লিমিটেড**
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	২৯.০৬.২০০৫
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	কোম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিফিকেশন নং	U25209WB2005PTC103944
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	**রেজিস্টার্ড অফিস :** ৭, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৩ **ব্যবসার অতিরিক্ত স্থান** ক. মানপুর, মেলি জোরেথাং রোড, মানপুর, নামচি, সিকিম - ৭৩৭১২৭ খ. ১, শান্তি ওয়্যারহাউজিং, ২ মাইল, সেবক রোড, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ ৭৩৪০০৬
৬.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	০২.০৫.২০২৪ (মহামান্য এনসিএলটি, কলকাতা, সিপি আইবি নং ২০১/কেবি/২০২৩ তারিখ ০২.০৫.২০২৪ নির্দেশ মোতাবেক)
৭.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	২৮.১০.২০২৪ (ইনসলভেন্সি শুরুর তারিখ থেকে ১৮০ দিন)
৮.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর	স্বপ্নীল জৈন IBBI/IPA-001/IP-P-02498/2021-2022/13872
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	পোদ্দার কোর্ট ১৮, রবীন্দ্র সরণি, রুম নং ৫১৭, গেট নং ২, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা - ৭০০০০১ **ইমেল : swapniljain88@gmail.com**
১০.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	পোদ্দার কোর্ট ১৮, রবীন্দ্র সরণি, রুম নং ৫১৭, গেট নং ২, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা - ৭০০০০১ **ইমেল : epitome.cirp@gmail.com**
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	১৬.০৫.২০২৪
১২.	বিনিয়োগকারীগণের শ্রেণি, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট আইনের ২১ ধারার উপধারা (৬এ) এর (বি) পরিমেল অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদার কর্তৃক নির্ধারিত	প্রযোজ্য নয় আইআরপি তে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী
১৩.	সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে বিনিয়োগকারীগণের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারগণের চিহ্নিতকরণের নাম (প্রতিটি শ্রেণিতে তিনটি নাম)	প্রযোজ্য নয় আইআরপি তে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী
১৪	(ক) সম্পর্কিত ফর্মগুলি এবং (খ) প্রাপ্ত অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের বিস্তারিত	(ক) **Web link: https://ibbi.gov.in/en/home/downloads** (খ) প্রযোজ্য নয়

- এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে মহামান্য ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে এপিটোম প্লাস্ট-ও-প্যাক প্রাইভেট লিমিটেড-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরু করার ২ মে ২০২৪ তারিখে।
- এপিটোম প্লাস্ট-ও-প্যাক প্রাইভেট লিমিটেড–এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ১৬ মে ২০২৪ তারিখে অর্ন্তবর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
- আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।
- ক্রম নং ১২-য় উল্লিখিত তালিকা অনুযায়ী যেসকল আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ সংশ্লিষ্ট শ্রেণিভুক্ত তারা অনুমোদিত প্রতিনিধি বেছে নিতে পারেন ক্রম নং ১৩-য় উল্লিখিত তালিকায় ইনসলভেন্সি পেশাদার তিনজনের মধ্যে থেকে তাদের অনুকূলে অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে সংশ্লিষ্ট শ্রেণির ফর্ম সিএ অনুযায়ী কাজ করতে।
- **মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।**

স্বা/-
স্বপ্নীল জৈন
অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাব পেশাদার
মেসার্স এপিটোম প্লাসটো প্যাক প্রাইভেট লিমিটেড
আইপি রেজিস্ট্রেশন নং IBBI/IPA-001/IP-P-02498/2021-2022/13872
এএফএ নং AA1/13872/02/110924/105998
এএফএ রেজিস্ট্রেশন বৈধ ১১.০৯.২০২৪ পর্যন্ত

তারিখ : ০৫.০৫.২০২৪
স্থান : কলকাতা

SBI STRESSED ASSETS RECOVERY BRANCH, SOUTH BENGAL
Jeevan Deep Building, 2nd Floor,
1, Middleton Street, Kolkata - 700 071
Phone : (033) 2288 4437, E-mail : sbi.15196@sbi.co.in

সংশোধনী

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ অধীনে ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস এবং একদিন ২১.০৪.২০২৪ সংস্করণে প্রকাশিত আমাদের বিজ্ঞাপনে -ই-নিলাম **(ঋণগ্রহীতার নাম : শ্রী তাপস মাইতি)** অনুষ্ঠিত হবে ০৭.০৫.২০২৪ স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া কর্তৃক, এসএআরবি সাউথ বেঙ্গল-প্রত্যাহৃত হয়েছে, অনিবার্য কারণে। পূর্বের বিজ্ঞাপনের অন্যান্য সকল নিয়ম এবং শর্তাদি অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

পাঞ্জাব নেশনল বৈঁক (ভারত সরকার কা উপক্রম) | pnb punjab national bank (Govt. of India Undertaking) | Oriental | United

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - IV [দ্রষ্টব্য রুল-৮(১)]

সার্কেল Sastra : পূর্ব মেদিনীপুর
পো. তমলুক, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন - ৭২১ ৬৩৬, ই-মেল : cs8300@pnb.co.in

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণকে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে সংশ্লিষ্ট তারিখ অনুযায়ী নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তি(সমূহ) স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।
ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন না করেন। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের** সমুদয় বকেয়া পরিমাণ সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ক্রম নং	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্ট নাম গ) ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার নাম	বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১.	**ক) বি ও : দণ্ডবেলবাণী (১২৮৩২০) খ) ঋণগ্রহীতা তথা বন্ধকদাতা : শ্রী অর্ধেন্দু বিকাশ মাইতি,** পিতা অনন্ত কুমার মাইতি **সহ ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতি অসীমা রানি মাইতি** স্বামী অর্ধেন্দু বিকাশ মাইতি	সমপরিমাণ বন্ধক সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্থাবর সম্পত্তি জমি এবং তদস্থিত ভবন অবস্থিত মৌজা : কলাকুঞ্জ, থানা : রামনগর, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, প্লট নং (আরএস এবং এলআর) ২৯৪১, জেএল নং ১৩৮, এলআর খতিয়ান নং ২৫০৪, কাদুয়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, এরিয়া পরিমাণ ১০ ডেসিমেল, বাস্তুতে পরিবর্তিত জমি উত্তর দিকে পশ্চিমের মধ্য দিক থেকে ১৪.৩৩ ডেসিমেল, **সম্পত্তি শ্রী অর্ধেন্দু বিকাশ মাইতির নামে,** উল্লেখ্য দান দলিল নং ১-৬৩৬, তারিখ ০২.০২.২০১১, **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : প্রশান্ত দাসের জমি, দক্ষিণে : অর্ধেন্দু বিকাশ মাইতির জমি, পূর্বে : প্রশান্ত দাসের জমি, পশ্চিমে : সাধারণ চলার পথ।	**ক) ২৬.১২.২০২৩ খ) ০৩.০৫.২০২৪ গ) ৫,০১,১৯৪.৯৫ টাকা** (পাঁচ লাখ এক হাজার একশ চুরানব্বই টাকা এবং পঁচানব্বই পয়সা) টাকা **০১.০৮.২০২৩ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ
২.	**ক) বি ও : রঘুরামপুর (২২০৩২০) খ) ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা : মেজাহিদ দপ্তরি,** পিতা মহসিন দপ্তুরি **স্বত্বা : মেসার্স নিউ বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস**	সমপরিমাণ বন্ধক সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্থাবর সম্পত্তি জমি এবং তদস্থিত ভবন অবস্থিত মৌজা : বারচণ্ডীভেতি, থানা : কাঁথি, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, প্লট নং (আরএস) (এলআর) ৩৯১, এরিয়া পরিমাণ ০৫ ডেসিমেল বাস্তু, জেএল নং ৪৪৩, খতিয়ান নং ১০৫০, **সম্পত্তি শ্রী মোজাহিদ দপ্তরির নামে,** উল্লেখ্য দান দলিল নং ১০৩৮২ তারিখ ২২.১১.২০১৭। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : অবশিষ্ট অংশ প্লট নং ৩৯১ এবং শাহেদুল ইসলাম দপ্তুরি এবং অন্যান্য, দক্ষিণে : প্লট নং ৯৩১/৯২৯, পূর্বে : মোরাম পথ, পশ্চিমে : অবশিষ্ট অংশ প্লট নং ৩৯১ এবং সামসুল রহমান দপ্তুরি।	**ক) ১৫.০১.২০২৪ খ) ০৩.০৫.২০২৪ গ) ১১,৬২,০৮৭.৫২ টাকা** (এগার লাখ বাষট্টি হাজার সাতাশি টাকা এবং বাহান্ন পয়সা) টাকা **০৬.০৬.২০২২ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ
৩.	**ক) বি ও : কাঁথি (১৪১১০০) খ) ঋণগ্রহীতা : রামকৃষ্ণ পায়রা,** পিতা আশুতোষ পায়রা **সহ ঋণগ্রহীতা তথা বন্ধকদাতা : আশুতোষ পায়রা,** পিতা কালীপদ পায়রা	সমপরিমাণ বন্ধক সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্থাবর সম্পত্তি জমি অবস্থিত মৌজা : দক্ষিণ রামপুর, থানা : কাঁথি, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, জেএল নং : ৫৩৯, খতিয়ান নং ৫০৩, আরএস/এলআর প্লট নং ৬৩, মোট জমির এরিয়া ১১ ডেসিমেল, তন্মধ্যে বাস্তু জমি ০৪ ডেসিমেল পরিবর্তন সার্টিফিকেট অনুযায়ী। **স্বত্বাধিকারী : আশুতোষ পায়রা,** পিতা কালীপদ পায়রা। চৌহদ্দি : উত্তরে : শুভা গিরির পুকুর, দক্ষিণে : মালিকের পুকুর, পূর্বে : পঞ্চায়েত সড়ক, পশ্চিমে : পুকুর (শশাঙ্ক হাজারা)	**ক) ১৫.০১.২০২৪ খ) ০৩.০৫.২০২৪ গ) ২৭,৬১,২৮৬.১২ টাকা** (সাতাশ লাখ একষট্টি হাজার দুশো ছিয়াশি টাকা এবং বারো পয়সা) টাকা **২৯.১০.২০২৩ অনুযায়ী** ০১.১০.২০২৩ থেকে কার্যকর মতে পরবর্তী সুদ সহ

তারিখ : ০৫.০৫.২০২৪
স্থান : তমলুক
স্বা/- শ্রী দীপক দে, চিফ ম্যানেজার/অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank | इलाहाबाद ALLAHABAD

দাবি নোটিশ

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
শাখা : আলিপুর শাখা
১/এ রোনাল্ডশে রোড, আলিপুর, কলকাতা - ৭০০০২৭
ফোন : (০৩৩) ২৪৭৯৬২৬৭
ইমেল : alipore@indianbank.co.in

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

প্রতি,
১. **মেসার্স দিব্যম পাইপস অ্যান্ড টিউব প্রা. লি.** রেজি. অফিস ২০বি, আবদুল হামিদ স্ট্রিট, ৮ম তল, স্যুট নং ৭এ(১), কলকাতা - ৭০০০৬৯
মেসার্স দিব্যম পাইপস অ্যান্ড টিউব প্রা. লি. ফ্যাক্টরি : জি.টি. রোড, কুলতোরা, পো. সীতারামপুর, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান - ৭১৩৩৫৯
২. **শ্রী ব্রজেশ গুপ্তা (ডিরেক্টর তথা জামিনদাতা বন্ধকদাতা),** ফ্ল্যাট নং ৬বি, ব্লক-সি, আইডিয়াল টাওয়ার, ৫৭, ডায়মন্ড হারবার, কলকাতা - ৭০০০২৩
৩. **শ্রী দিব্যম গুপ্তা (ডিরেক্টর তথা জামিনদাতা),** ফ্ল্যাট নং ৬বি, ব্লক-সি, আইডিয়াল টাওয়ার, ৫৭, ডায়মন্ড হারবার, কলকাতা - ৭০০০২৩
৪. **শ্রী সীমা গুপ্তা (ডিরেক্টর তথা জামিনদাতা)** ফ্ল্যাট নং ৬বি, ব্লক-সি, আইডিয়াল টাওয়ার ৫৮ ৫৭, ডায়মন্ড হারবার, কলকাতা - ৭০০০২৩
৫. **ডেস্টিনেশন টেক্সটাইলস প্রা. লি.** ৯৪ ফিয়ারস লেন, ২য় তল, রুম নং ১০৪, কলকাতা - ৭০০০১২

বিষয় - আপনার বিজনেস লোন অ্যাকাউন্ট ৫০৪৩৭৭৭২১৮৪, ৫০৪৩৭৮৬০৮০৯, ৫০৫১৮৮৪৬৩৫২, ৫০৫২০২৭২৭৮৭ এবং ৭১২৩৪৪৯৬৪৯ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (ইএএলবি) আলিপুর শাখা

আপনাদের মধ্যে ১ম একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি। আপনার মধ্যে ২য় এবং ৩য় এবং ৪র্থ জন উক্ত কোম্পানির ডিরেক্টর এবং ব্যক্তিগত জামিনদাতা এবং আপনার প্রথম জনের দ্বারা নেওয়া লোন অ্যাকাউন্টের জামিনদাতা। আপনার মধ্যে ৫ম কর্পোরেট জামিনদাতা প্রথম জনের দ্বারা নেওয়া লোন অ্যাকাউন্টের। ২য় জন জামিনদাতা বন্ধকদাতা এছাড়াও আপনার সম্পদগুলিকে আপনার প্রথমের দ্বারা নেওয়া লোন অ্যাকাউন্টে নিরাপত্তা হিসাবে দায়বদ্ধ রেখেছে। আপনার অনুরোধে, ব্যাঙ্কিং ব্যবসার সময়, নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি মঞ্জুর করা হয়েছিল এবং আপনারা সকলেই তা গ্রহণ করেছিলেন।

সুবিধার প্রকৃতি	সীমা (লাখ টাকায়)
ক্যাশ ক্রেডিট (বিজনেস লোন)	৫২৫.০০
টার্ম লোন	১০০.০০
কোভিড	৩০.০০
জিইসিএলএস লোন (টিএল)	৭৬.০০
জিইসিএলএস ১.০_এক্সটেন লোন (টিএল)	৪৬.০০

আপনি উল্লিখিত প্রতিটি সুবিধার জন্য নিম্নলিখিত নথিগুলি সম্পাদন করেছেন -

সুবিধার প্রকৃতি	নথিতথ্যাদির ধরণ
১. ক্যাশ ক্রেডিট (বিজনেস লোন) ২. টার্ম লোন ৩. ইন্দ-কোভিড এমার্জেন্সি ৪. জিইসিএলএস লোন (টিএল) ৫. জিইসিএলএস ১.০_এক্সটেন লোন (টিএল)	১. অনুমোদন পত্রের স্বীকৃতি ২. চাহিদা প্রনোট ৩. দায়বদ্ধতার সাধারণ নথি ৪. স্বত্ব দলিল জমা নিশ্চিকরণের অতিরিক্ত নথি ৫. ব্যক্তিগত জামিনের চুক্তিপত্র ৬. কর্পোরেট জামিনের চুক্তিপত্র ৭. অন্যান্য সম্পর্কিত নথি

২৫.০৭.২০২২ তারিখে গ্যারান্টির একটি চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে উপরোক্ত ঋণের পরিশোধের নিশ্চয়তা আপনাদের ২য়, ৩য়, ৪র্থ এবং ৫ম ব্যক্তি দ্বারা ব্যক্তিগতভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে। উল্লিখিত ঋণের পরিশোধগুলি কলকাতা, আলিপুরে বন্ধক দ্বারা সুরক্ষিত করা হয়, যেমনটি এই তফসিলে দেওয়া হয়েছে।
বারংবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও সুদ সহ একত্রে অর্থ পরিশোধ করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হয়েছে; আপনারা সবাই এবং আপনারা যারা যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে দায়বদ্ধ তারা প্রত্যেকেই বকেয়া অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন এবং ঋণখেলাপির দায়বদ্ধ হয়েছেন। **২৯.০৪.২০২৪ থেকে** রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার দ্বারা জারি করা সম্পদের শ্রেণীবিভাগ সংক্রান্ত নির্দেশাবলী/নির্দেশিকা অনুসারে ঋণ অ্যাকাউন্টটিকে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।
৩০.০৪.২০২৪ তারিখে আপনার দ্বারা প্রদেয় বকেয়া টাকা **৬১৯২৮৭৯৫.০০ টাকা (ছয় কোটি উনিশ লাখ আঠাশ হাজার সাতশ পঁচানব্বই টাকা) টাকা** এবং উল্লিখিত পরিমাণ **০১.০৫.২০২৪** থেকে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত সম্মত হারে আরও সুদ বহন করে।
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ঋণগ্রহীতা শব্দের অর্থ হল যে কোনও ব্যক্তি যাকে ব্যাঙ্কের দ্বারা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে বা যিনি কোনও গ্যারান্টি দিয়েছেন বা প্রদত্ত আর্থিক সহায়তার জন্য নিরাপত্তা হিসাবে কোনও বন্ধকী/দায়বদ্ধ করেছেন উক্ত ঋণ সুবিধার জন্য ব্যাঙ্কের নিকট।
সুতরাং, আপনাকে এবং প্রত্যেককে এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ অর্থ প্রদান করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে **৬১৯২৮৭৯৫.০০ টাকা (ছয় কোটি উনিশ লাখ আঠাশ হাজার সাতশ পঁচানব্বই টাকা) টাকা** সুদ সহ ০১.০৫.২০২৪ থেকে ধারা ১৩(২) এর অধীনে জারি করা এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত উল্লিখিত আইনের অধীনে আপনাকে আর কোনো উল্লেখ না করেই জামিনদত্ত সম্পদের দ্বারা বকেয়া উশুলের ব্যবস্থা করা হবে। আপনি যদি এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আপনার দায় পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে ব্যাঙ্ক আইনের ধারা ১৩(৪) অধীনে এই তফসিলে দেওয়া সুরক্ষিত সম্পদের দ্বারা তার প্রয়োগকারী অধিকার প্রয়োগ করবে।
এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মেয়াদ শেষ হলে এবং আপনি দাবি মেনে চলতে ব্যর্থ হলে, ব্যাঙ্ক আইনের অধীনে তার অধিকার প্রয়োগের জন্য দখল নিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে।
অনুগ্রহ করে অবগত হন যে উক্ত আইনের ১৩(১৩) ধারা অধীন বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোন উপায়ে সুরক্ষিত সম্পদের কোন স্থানান্তর (এখানে তফসিল উল্লিখিত), ব্যাঙ্কের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়া এই নোটিশের তারিখের পরে সম্পাদন করবেন না।
উল্লেখ অপ্রয়োজনীয় হিবেসে, এই নোটিশটি ব্যাঙ্কের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনও প্রতিকারের প্রতি কোনো বাধা ছাড়াই প্রেরণ করা হয়েছে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই নোটিশটি ডিআরটি/ডিআরএটি/আদালত-এর ডিআরটি/আরও সমীপে বিচারাধীন থাকা এবং প্রাপ্ত আদেশ/ডিক্রির বাস্তবায়নের সাথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যাঙ্কের অধিকারের প্রতি কোনো স্বার্থ ক্ষুন্ন না করেই জারি করা হয়েছে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে বকেয়া বিল ছাড়, ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি এবং আপনার পক্ষে ইস্যু করা এবং প্রতিষ্ঠিত ক্রেডিট লেটারগুলির পাশাপাশি অন্যান্য আনুষঙ্গিক দায়গুলির অধীনে উদ্ভূত দায়গুলি পরিশোধ করার জন্য ব্যাঙ্ক আপনাকে আহ্বান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
"আপনারা সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধের মাধ্যমে জামিনদত্ত সম্পদগুলি উদ্ধার করতে পারেন।"
নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করার জন্য ব্যাংকের যথাযথভাবে অনুমোদিত অফিসার এবং উপরোক্ত ধারা ১৩ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে।

তপশিল
নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে জামিনদত্ত সম্পত্তির নির্ধারিত বিবরণ :
বন্ধকদত্ত সম্পদ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) এর অনুকূলে সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত
১. **সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তির (জমি-তদস্থিত নির্মাণ) মৌজা : কুলতোড়া অধীন, জেএল নং ২১, এলআর খতিয়ান নং ৯৩৫/১, এলআর প্লট নং ৬৩৮, থানা: কুলটি, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, জমির এরিয়া : ৩ ডেসিমেল।**
২. **সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি (জমি এবং তদস্থিত নির্মাণ) মৌজা : নাকারাজুরিয়া অধীন, জেএল নং ২৬, এলআর খতিয়ান নং ১১৩৫, আরএস এবং এলআর প্লট নং ৯৮৮ এবং ৯৯৮, থানা : সালানপুর, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, দেন্দুয়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জমির এরিয়া : ১২৪ ডেসিমেল বা ১.২৪ একর।**
দায়বদ্ধ সম্পদ:
১. **দ্রব্যাদি, পণ্য,মার্চেন্ডাইস মজুত ফ্যাক্টরি প্রেমিসেসে,মৌজা: কুলতোড়া,জেএল নং ২১, এলআর খতিয়ান নং ৯৩৫/১, এলআর প্লট নং ৬৩৮, থানা : কুলটি, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, জমির এরিয়া : ৩৩ ডেসিমেল। এবং**
২. **মৌজা: নাকারজুরিয়া, জেএল নং ২৬, এলআর খতিয়ান নং ১১৩৫, আরএস এবং এলআর প্লট নং ৯৮৮ এবং ৯৯৮, থানা : সালানপুর, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, দেন্দুয়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জমির এরিয়া : ১২৪ ডেসিমেল বা ১.২৪ একর।**

স্থান : কলকাতা, তারিখ : ৩০.০৪.২০২৪ **স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

ভোটের চার দিন আগে থেকে পাড়ায় নাকার নিদান নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: ভোটের চার দিন আগে থেকে নিজের নিজের পাড়ায় দলীয় কর্মীদের নাকা করার নিদান দিলেন পশ্চিম বর্ধমানের তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। শনিবার আসানসোলে রবীন্দ্রভবনে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন কেকেএসসি ও আইএনটিটিইউসির কর্মী সম্মেলনে বক্তব্য রাখার সময় এই নিদান দেন জেলা সভাপতি।

উল্লেখ্য, এদিন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহার সমর্থনে কর্মী সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তাঁর ভাষণে বলেন, 'ভোটের চার দিন আগে থেকে এলাকায় এলাকায় শ্রমিক সংগঠন তথা দলীয় কর্মীদের কঠোর নজরদারি করতে হবে। কারণ এই দিনগুলিতে নিরীহ গরিব মানুষের ভোট টাকা দিয়ে কেনার চেষ্টা করবে বিজেপি। ভিন রাজ্যের নম্বর লাগানো চারচাকা গাড়ি করে এলাকায় এলাকায় এই টাকা দিলি করার পরিকল্পনা রয়েছে তাদের। তাদের এই পরিকল্পনা ব্যর্থ করতে হবে।'

এদিনের সম্মেলনে নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহা, রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটক, কয়লা খনির তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের মহামন্ত্রী তথা জামুড়িয়ার বিধায়ক হরেরাম সিং, আইএনটিটিইউসির পশ্চিম বর্ধমান জেলার সভাপতি অভিজিৎ ঘটক সহ শ্রমিক সংগঠনের পশ্চিম বর্ধমান জেলার শীর্ষ স্থানীয় নেতৃত্ব।

এদিন মলয় ঘটক বলেন, 'কেন্দ্র সরকার সরকারি বিভিন্ন সংস্থাকে বেসরকারিকরণ করার চেষ্টা করছে। কেন্দ্রীয় প্রকল্পের প্রাপ্য টাকা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে রাজ্য সরকারকে।' জামুড়িয়ার বিধায়ক তথা কেকেএসসির মহামন্ত্রী হরেরাম সিং বলেন, 'কয়লা উত্তোলনের ক্ষেত্রে একের পর এক কোলিয়ারি বন্ধ করছে ইসিএল কর্তৃপক্ষ। চালু থাকা বিভিন্ন কয়লা খনিকে বেসরকারিকরণের চেষ্টা হচ্ছে এবং কিছু খনিকে ইতিমধ্যেই বেসরকারিকরণ করে দেওয়া হয়েছে।'

আইএনটিটিইউসির পশ্চিম বর্ধমান জেলার সভাপতি অভিজিৎ ঘটক বলেন, 'সমস্ত সরকারি সংস্থাকে নির্দিষ্ট একাধিক বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে কেন্দ্র সরকার। সাধারণ শ্রমিকদের স্বার্থে এই পরিকল্পনা কার্যকর হতে দেবে না তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন।' তৃণমূল প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহা বলেন, 'তিনি অতীতে অটল বিহারী বাজপেয়ির সরকারে একনিষ্ঠ সৈনিক ছিলেন। কিন্তু বর্তমানে নরেন্দ্র মোদির স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে সরব হতেই তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন।'

বাঁকুড়া কেন্দ্রে ভোট কাটাকাটি ইস্যু হওয়ার আশঙ্কা অনেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ভোট কাটাকাটিকে আসন্ন নির্বাচনেও বাঁকুড়া লোকসভার ক্ষেত্রে একটা ইস্যু করে তোলার চেষ্টা শুরু হয়েছে বলে দাবি রাজনৈতিক মহলের। এবারের নির্বাচনের জন্য গত ৩ মে পর্যন্ত যে সব মনোনয়ন জমা পড়েছে তার ভিত্তিতে এমনটাই মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। বিজেপির ডা. সুভাষ সরকার ও সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের অরূপ চক্রবর্তী মনোনয়নপত্র ইতিমধ্যেই জমা দিয়েছেন। এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দলের পক্ষ থেকেও মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে। এবার ইতিমধ্যে তালডাংরার সন্দীপ কুমার দে নির্দল হিসাবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। বিজেপির বাঁকুড়া জেলার প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক জীবন চক্রবর্তীও নির্দল প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। জেলার ডাঃ সুভাষ সরকারের বিরোধী হিসেবে তিনি পরিচিত। জীবনবাবুর দাবি, তিনি বিজেপি মানসিকতার নির্দল প্রার্থী। তিনি জিতলে বিজেপিকেই সমর্থন করবেন। তিনি জিতে প্রমাণ করে দেবেন যে সুভাষ সরকারের কোনও জনপ্রিয়তা বাঁকুড়ায় নেই।

লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী ঘোষণার আগে দলের একাংশ বারেবারে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী বদলের দাবি জানিয়ে আসছিল। কিন্তু বিজেপি ফের সুভাষ সরকারকেই বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী করে। তাই দলীয় প্রার্থী সুভাষ সরকারের বিরুদ্ধে রীতিমতো নির্দল গোঁজ প্রার্থী দিয়েছে বিক্ষুব্ধ অংশ। উল্লেখ্য, গত ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে কলকাতা থেকে সুভাষ সরকার নামে একজন শিবসেনা দলের প্রার্থী হয়েছিলেন। এমনকি ৯০৭২টি ভোটও পেয়েছিলেন। গত ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনেও বিজেপির প্রার্থী ছিলেন ডাঃ সুভাষ সরকার। নাম এক হওয়ায় অনেকে ভুল করেছিলেন বলে পরবর্তীতে জানা গিয়েছিল। এছাড়া মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর থেকে দীপা বাউরি বহুজন সমাজপার্টির প্রার্থী হিসাবে। পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ৩৬ বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের অধীনে পড়েছে। গতবার এই লোকসভা আসনে বিএনপি প্রার্থী হয়েছিলেন মহাদেব বাউরি। যিনি দীপা দেবীর স্বামী ও প্রস্তাবক। মহাদেববাবু ৬৭০৭টি ভোটও পেয়েছিলেন। এছাড়া বহুজন মুক্তি পার্টির প্রার্থী হয়েছেন ইন্দপুর বারবেন্দার কার্তিক বাউরি। এবার ভোট কাটাকাটি একটা ফ্যাক্টর হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

মাদ্রাসা পরীক্ষার ফলাফলে ফুরফুরার মাদ্রাসাও এগিয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ফুরফুরা শুক্রবার মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ভবনে পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের ২০২৪ এর হাই মাদ্রাসা, আলিম ও ফাজেল পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করা হয়। বোর্ডের সভাপতি আবু তাহের মহম্মদ কামরুদ্দিন বলেছেন, এবছর পরীক্ষার্থী বেশি ছিল, ফলাফলও আশানুরূপ হয়েছে। উত্তীর্ণ সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের তিনি মঙ্গল কামনা করেছেন।

মাদ্রাসা বোর্ডের মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৬২,৮৬৩ জন। গতবারের তুলনায় অনেকটাই বেশি। এবারে হাই মাদ্রাসার মোট পরীক্ষার্থী ৪৫,৫০৬ জনের মধ্যে ছাত্র সংখ্যা ছিল ১৫৩১৬, ছাত্রীদের সংখ্যা ৩০,১৯০ জন। তুলনামূলক ভাবে ছাত্রী অনেক বেশি। যেটা অবশ্যই ভালো দিক। মোট শতকরা হিসাব হল ৮৯.৯৭। পাশাপাশি আলিম পরীক্ষায় বসেছিল ১১,২৮৫ জন যার মধ্যে ছাত্র ৫৮৩১ ও ছাত্রীদের সংখ্যা ছিল ৫৪৫৪। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে ৯২.১৭ শতাংশ। অন্যদিকে ফাজিলে মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৬০৭২। ছাত্র ছিল ৩০৬৮ ও ছাত্রীদের সংখ্যা ছিল ৩০০৪। শতাংশের হিসাবে ৯২.৮৯।

প্রথম দশ জনের তালিকায় উঠে এসেছে জেলার ছেলেমেয়েরা। বলা ভালো এবছর মাদ্রাসা বোর্ডের পরীক্ষায় বহু ছাত্রছাত্রী ছিল অমুসলিম। পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের পড়ুয়ারাও ভালো ফলাফল করেছে। মাদ্রাসায় পড়া ছাত্ররা সন্ত্রাসী হয়! আসলে জাতি বিদ্বেষী এই বিভেদের রাজনীতি সৃষ্টি করেছেন একাংশ কট্টরপন্থী বিজেপি ও আরএসএস দল। সমাজে তথাকথিত প্রচলিত তকমার এই মিথকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে এই বছর বোর্ডের ফলাফল। সেখানে অমুসলিম পড়ুয়াদের মুখে উঠে এসেছে মাদ্রাসায় যে আজও ভালো পড়ালেখা হয় সেই কথাও। মোজাদ্দেদে যামান ফুরফুরা শরিফের পীর হযরত দাদা হুজুর প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী ফুরফুরা ফাতিহায়া সিনিয়র মাদ্রাসা থেকে চলতি বছরে বোর্ডের পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করেছে।

আলিমে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে ইমরান মণ্ডল। ফুরফুরা শরিফের হযরত বড় হুজুর পীর প্রতিষ্ঠিত দঁক নাসরুল উলুম সিদ্দিকীয়া সিনিয়র মাদ্রাসা থেকে পরীক্ষা দিয়েছিলেন। ইমরান দীর্ঘদিন পড়ালেখা করেছেন আল ফারাহ মিশন পরিচালিত দারুননেদা সিদ্দিকীয়া মাদ্রাসায়। প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার হলেন পীরজাদা মাওলানা তামিম উদ্দিন সিদ্দিকি। এছাড়াও মিশনের ছাত্র আলি হুসেন, শেখ সাহিদ, আকিবুর রহমান ও সহিদুর রহমান লস্করা ভালো ফলাফল করেছে। ফাজিলে যুগ্ম ভাবে তৃতীয় হয়েছেন শেখ সাহিদ আখতার ফুরফুরা ফাতেহিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার ছাত্র। আলিমে সপ্তম হয়েছে শেখ সাহিম। ফাজিলে দ্বীন ইসলাম অষ্টম স্থান অধিকার করেছে ফুরফুরা মাদ্রাসার ছাত্র। একই ভাবে বিভিন্ন মহল থেকে দাবি উঠেছে বিভিন্ন পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের নাম না লিখে তাদের কেবল রোল নম্বর লেখা হোক। পাশাপাশি সিরাতের সম্পাদক আবু সিদ্দিক খানের পুত্র মহম্মদ শামিম খান মাধ্যমিক পরীক্ষায় নজরকাড়া সাফল্য পেয়েছে। প্রতিটি বিষয়ে শামিম ৮০ ওপরে নম্বর আবার কোনও বিষয়ে ১০০ করে নম্বর পেয়েছে। বলা ভালো শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীরা বেশ গৌরবময় ফল করেছে। এই বিষয়ে আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মিশন ও মডেল মাদ্রাসাগুলোর অসামান্য অবদান রয়েছে।

বধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, হত্যার অভিযোগ শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: গৃহবধূর হত্যার অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য রানিগঞ্জ থানা এলাকায়। মেয়ের মায়ের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে ঝামেলা লেগেই ছিল তাঁর মেয়ের পরিবারে। শুক্রবার রাত্রি ১১টায় শেষ ফোনে কথা হয় তাঁর মেয়ের সঙ্গে বলে জানান মৃতার মা চায়না দেবী। তারপর আর কোনও কথা হয়নি। তাঁর প্রশ্ন, স্বামী-স্ত্রী একই ঘরে শুয়েছিল, আর সেই ঘরের সিলিংয়ে কী ভাবে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হতে পারে তাঁর মেয়ে? তাঁর স্বামী কিছুই বুঝে উঠতে পারেননি? একই সঙ্গে তাঁদের দাবি, যে বাড়িতে এই মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে, সেখানে বাড়ির দরজা খোলা ছিল, তা হলে কেনই বা সেই বাড়ির মধ্যে কেউ দেখতে পেল না? যা নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়েছে মেয়ের মা চায়না মল্লিক সহ তাঁর পরিবার পরিজন ও প্রতিবেশীদের।

শনিবার রানিগঞ্জ থানার বল্লভপুর ফাঁড়ির পুলিশ এই মৃত্যুর ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রানিগঞ্জ থানায় নিয়ে আসে। এ বিষয়ে মৃতের বাড়ির সদস্যরা মেয়ের শ্বশুরবাড়ির বেশ কয়েকজন সদস্যের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত ভাবে হত্যার দাবি করে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। এই ঘটনায় পুলিশ মৃতার স্বামী রাহুল মণ্ডল ও তাঁর বাবাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে।

ঘটনা প্রসঙ্গে জানা যায় বছর আটেক আগে প্রণয়ঘটিত সম্পর্কের মাধ্যমে আসানসোল দক্ষিণ থানা অন্তর্গত ডামরা গ্রামের বাসিন্দা বছর ২৮ এর চৈতালির সঙ্গে বিয়ে হয় মোটর মেকানিক রাহুল মণ্ডলের। পরে তাঁদের একটি পুত্র সন্তান হয়। অভিযোগ, এই সন্তান হওয়ার পর থেকেই নানান অছিলায় ছেলের বাড়ির সদস্য ও তাঁদের জামাই চৈতালিকে নানানভাবে নির্যাতন চালাতে থাকেন। এ বিষয়ে মাঝে একদফায় পুলিশ প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ওই মহিলার বাপের বাড়ির লোকজন। যদিও সে দফায় সমস্ত বিষয়টি মীমাংসা হয়ে যায়। এরপরই হামেশাই ঝগড়া ঝামেলার কথা মেয়ের কাছে জানতে পারেন তাঁর মা ও পরিবারের সদস্যরা। এবার শনিবার দিন জানতে পারলেন মেয়ের চরম পরিণতির কথা। যা শুনে সমস্ত বিষয় প্রত্যক্ষ করে হতবাক সকলে, কী ভাবে তাঁদের মেয়ে এহেন ঘটনা ঘটাল তা নিয়েই সন্দিহান সকলে। শনিবারই পুলিশ লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তে নেমেছে। যদিও মেয়ের বাড়ির পরিবার তাঁর স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের কঠিনতম শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

লাঙল কাঁধে কৃষকদের প্রতি রাজ্যের বঞ্চনায় সোচ্চার সৌমিত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: লাঙল কাঁধে কৃষককে সঙ্গে নিয়ে মিছিল করে কৃষকদের প্রতি রাজ্য সরকারের বঞ্চনায় সোচ্চার হলেন বিষ্ণুপুরের বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ। পালটা বিজেপিকেই কৃষক বিরোধী বলে কটাক্ষ তৃণমূলের।

গত সপ্তাহে বাঁকুড়ার জয়পুরে লদীর ভান্ডারকে প্রচারের মূল হাতিয়ার করেছিলেন বিষ্ণুপুরের তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মণ্ডল। লদীর ভান্ডারের প্রতীক হিসাবে লদীর সাজে দুই তরুণীকে সাজিয়ে বাঁকুড়ার জয়পুরে

বিজেপিকে কৃষক বিরোধী কটাক্ষ তৃণমূলের

মিছিল করেন সুজাতা মণ্ডল। সেই মিছিলের এবার পালটা জয়পুরে মিছিল করল বিজেপি। তৃণমূলের লদীর ভান্ডারের পালটা এবার প্রচারে কৃষকদের প্রতি বঞ্চনাকে হাতিয়ার করে মাঠে নামল বিজেপি।

শনিবার সন্ধ্যায় বাঁকুড়ার জয়পুর ব্লকের কুন্তস্থল মোড় থেকে জয়পুর বাজার পর্যন্ত রোড শো করেন বিষ্ণুপুরের বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ। মিছিলে লাঙল কাঁধে সামিল করা হয় কৃষকদের। মিছিল শেষে জয়পুর এলাকায় সারের কালোবাজারি ও একের পর এক সমবায় বন্ধের জন্য স্পষ্টতই কাঠগোড়ায় তোলা হয় এ রাজ্যের সরকার এবং শাসকদল তৃণমূলকে। পালটা বিজেপিকে খোঁচা দিতে ছাড়েনি তৃণমূল। তৃণমূলের দাবি, সারা দেশে বিজেপি কৃষক বিরোধী হিসাবে ইতিমধ্যেই চিহ্নিত হয়েছে। কৃষকদের মেরে এখন মেকি কৃষক প্রেম দেখাতে চাইছে বিজেপি।

রেললাইনের ধারে যুবকের দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য রানিগঞ্জে

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: রেললাইনে কাটা পড়ে মৃত্যু হল রানিগঞ্জের মহাবীর কোলিয়ারির সাহেবকুটির বাসিন্দা বছর ২৪ এর সাজন কেউটের। শুক্রবার খুব ভোরেই বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন যুবক বলে পরিবার সূত্রে জানা যায়। শনিবার সকালে সাজন কেউটের ক্ষতবিক্ষত দেহ বাড়ির পেছনে রেল লাইনের মাঝে পড়ে থাকতে দেখা যায়। বাড়ির লোকেরা তার বিস্তর খোঁজাখুঁজি করলেও কোনও খোঁজ পায়নি বলে দাবি। তবে সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ রেল পুলিশ ও জিআরপি ওই ব্যক্তির রেলে কাটা পড়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে বলে খবর দিলে তাঁর মৃত্যুর বিষয় সম্পর্কে জানতে পারেন সাজনের পরিবারের সদস্যরা। জানা গিয়েছে, এদিন রেল জিআরপি ও আরপিএফের বিশেষ নজরদারি দল, রেললাইন পরীক্ষার সময় সকাল ন'টার পর ওই ব্যক্তিকে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় ডাউন মেন লাইনে পড়ে থাকতে দেখেন। পরে রেলের জিআরপির আধিকারিকের কাছে এ বিষয়ে খবর দেন আরপিএফ সাব ইন্সপেক্টর কুমার জিতেন্দ্র, এরপরই জিআরপির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য তা আসানসোল জেলা হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়।

রেল পুলিশ সূত্রে খবর, যে অংশে এই দুর্ঘটনাটি ঘটনা ঘটেছে, সেই অংশে রেলের যাতায়াতের পথ বন্ধ আর তারই মাঝে কী কারণে কী উদ্দেশ্য নিয়ে ওই ব্যক্তি সেখানে গিয়েছিলেন সে সম্পর্কে সন্দিহান সকলে, যা নিয়ে রহস্য দানা বেঁধেছে। যদিও মৃতের পরিবারের সদস্যরা এদিন জানিয়েছেন, ওই ব্যক্তি অধিক মাত্রায় মাদক সেবন করতেন যা নিত্যদিনের বিষয় ছিল, এদিনও সেই রকমই কিছু ঘটনা ঘটেছে কিনা সে সম্পর্কে তাঁরা কোন সঠিক তথ্য দিতে পারেননি।

এদিকে পুলিশ এই ঘটনায় তদন্তে নেমে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে ঘটনাটির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে মৃত্যুর ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে নেমেছেন। ঘটনাটি আদৌ কোনও দুর্ঘটনা নাকি এর পেছনে অন্য কোনও রহস্য রয়েছে যা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পথচলতি মানুষের স্বস্তিতে ঠান্ডা পানীয় বিলি যুবাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: এবারে গরমের তীব্রতা প্রত্যেকদিন তার পিছনের দিনের রেকর্ড ভেঙেছে। গরমের তীব্রতা এতটাই যে ৪৫ ডিগ্রি পার করেছে এবারের তাপমাত্রা। গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা সাধারণ মানুষ থেকে পশুপাখি সকলের। তীব্র গরমের কারণে বেড়েছে সানস্ট্রোক ও হিট স্ট্রোকের মতো ঘটনা। তাই চিকিৎসকরা পরামর্শ দিচ্ছেন, জরুরি কাজ ছাড়া বেলা ১১টার পর আর বাইরে না বেরতে।

তবে চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী, দিনমজুরি করে খেটে খাওয়া মানুষদের চিকিৎকদের পরামর্শ মেনে চলা কঠিন কারণ তাঁদের পেটের তাগিদে বেরতেই হয়। পরিবারের ছেলেমেয়ে মা-বাবা সন্তানদের মুখে একমুঠো অন্ন তুলে দিতে তীব্র গরম মাথায় নিয়েই কাজ করতে বের হতে বাধ্য হচ্ছেন এমন অনেকেই। পাণ্ডবেশ্বরের কুমারডিহি-উখড়া প্রধান রাস্তার পাশেই কাকা বাবাজিতলায় শনিবার গৌতম, সুশান্ত, দুলাল, সুরোজ, টিঙ্কু, মানিক নামে কয়েকজন যুবক নিজেদের উদ্যোগে পথচলতি মানুষদের ঠান্ডা পানীয়র সঙ্গে ছোলা ভিজে, শসা ও বাতাসা তুলে দিলেন। রাষ্ট্র স্তার ওপর দিয়ে নিত্যদিন প্রচুর যানবাহন যাতায়াত করে। তীব্র গরমে একেবারে মুখের কাছে ঠান্ডা পানীয় ও ছোলা ভিজে, বাতাস, শসা পেয়ে স্বাভাবিক ভাবেই খুশি যানচালক থেকে পথচলতি মানুষজন। এদিন ওই পঠ দিয়ে যাওয়ার সময় তৃতীয় লিঙ্গের একজন তীব্র গরমে মানুষের এভাবে ঠান্ডা পানীয় বিতরণকারী যুবকদের এই উৎসাহকে সাধুবাদ জানান।

বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল
শীতল পানীয়ের ব্যবস্থা না থাকায় দুর্ভোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর: ঝাঁ চকচকে বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল। রয়েছে ইমার্জেন্সি বিভাগ, শিশু বিভাগ, প্রসূতি বিভাগ। সব সময় হাসপাতাল ভর্তি হয়ে থাকে রোগী এবং রোগীর পরিজনে। এমন পরিস্থিতিতে রোগী এবং রোগীর আত্মীয়রা চরম শীতল পানীয় জলের কষ্টে ভুগছেন। কারণ বাঁকুড়া জেলায় ইতিমধ্যেই তাপমাত্রা ছাড়িয়েছে ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘর। জেলায় জারি রয়েছে তাপপ্রবাহের সর্তকতা পাশাপাশি লাল সর্তকতা।

রোগীর আত্মীয়দের অভিযোগ, হাসপাতালে পানীয় জলের ব্যবস্থা রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে। কিন্তু বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই পানীয় জল খাওয়া অতি দুষ্কর হয়ে পড়ছে। কারণ তীব্র দাবদাহে গরম জল বেরচ্ছে পানীয় জলের ট্যাপকল দিয়ে। যা পান করা তো দূরের কথা হাতে মুখেই দেওয়া যাচ্ছে না। অগত্যার গতি সকাল হলেই রোগীর আত্মীয়স্বজনেরা হাসপাতালের বাইরে বেশ কিছুটা দূরে একটি টিউবওয়েলে ভিড় করে জল সংগ্রহ করছেন।

তাঁদের দাবি, রোগীকে ছেড়ে এসে তাঁদের ব্যাপক সমস্যা হচ্ছে জল সংগ্রহ করতে। এমনকি দিনে চার থেকে পাঁচ বার জল নিতে আসতে হয় এই টিউবওয়েলে। দু'দিন আগেই অত্যাধিক চাপের ফলে এই টিউবওয়েলও নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তখন তাঁদের জল আনতে হয়েছে বাসস্ট্যান্ড থেকে। এই অবস্থায় তাঁরা দাবি জানাচ্ছেন হাসপাতালে যাতে শীতল পানীয় জলের ব্যবস্থা করে কর্তৃপক্ষ।

বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের সুপার শুভঙ্কর কয়াল জানান, এত তাপপ্রবাহ এর আগে থাকেনি যে কারণেই পানীয় জল গরম হয়ে যাচ্ছে ফলে সমস্যা হচ্ছে রোগী ও রোগীর আত্মীয়দের। তবে এই সমস্যার সমাধান করা হবে।

যেখানে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালগুলির জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ভুরি ভুরি অর্থ বিনিয়োগ করা হয়েছে এবং হচ্ছে, সেখানে দাঁড়িয়ে এখনও পর্যন্ত বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে কেন শীতল পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই উঠছে প্রশ্ন।

গুজরাতের মাটিতে দাড়িয়ে মোদিকে কটাক্ষ প্রিয়াঙ্কার

আমদাবাদ, ৪ মে: গুজরাতের মাটিতে দাঁড়িয়েই প্রধানমন্ত্রীকে কড়া সুরে আক্রমণ কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধির। ভোট প্রচারে গিয়ে ভাই রাহুল গান্ধিকে 'শাহজাদা' বলে দফায় দফায় আক্রমণ শানিয়েছেন নরেন্দ্র মোদি। তারই পালটা শনিবার গুজরাতের বনশকাঁটায় নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে প্রিয়াঙ্কা বলেন, 'উনি আমার ভাইকে শাহজাদা বলেন, অথচ নিজে শাহেনশার মতো মহলে বসে থাকেন।'

মোদিকে কটাক্ষের পাশাপাশি ভাই রাহুলের পাশে দাঁড়িয়ে প্রিয়াঙ্কা বলেন, 'শাহেনশা যখন মহলে বসে রয়েছেন তখন এই শাহজাদা কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত ৪ হাজার কিলোমিটার পায়ে হেঁটেছেন। মা- বোনেদের সঙ্গে দেখা করেছেন, কৃষক-শ্রমিকদের সঙ্গে দেখা করে জানতে চেয়েছেন তাঁদের সমস্যা কোথায়? অন্যদিকে মোদিকে দেখুন, একেবারে বাবু সেজে বসে রয়েছেন। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক, এমনকী ওনার মাথার একটি চুলও এদিক থেকে ওদিক হওয়ার জো নেই। উনি আপনাদের সমস্যা কীভাব বুঝবেন?'

নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে একাধিকবার কংগ্রেসকে আক্রমণ করে নরেন্দ্র মোদি দাবি করেছেন, কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে নাকী গরিবের সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে মুসলিমদের দিয়ে দেবে। ছাড় পাবে না মা-বোনেদের মঙ্গলসূত্রও। এই ইস্যুতেই মোদিকে পালটা তোপ দেগে প্রিয়াঙ্কা বলেন, 'নির্বাচন হচ্ছে এই দেশে অথচ উনি কথা বলছেন পাকিস্তান নিয়ে। আপনাদের বলা হচ্ছে, কংগ্রেস এমন একটি এক্স-রে মেশিন আনতে চলেছে, যার মাধ্যমে আপনাদের সোনা চুরি করে নেওয়া হবে। আপনি দেশের একজন প্রধানমন্ত্রী এত অযৌক্তিকর কথা আপনি কীভাবে বলতে পারেন!' একই সঙ্গে প্রিয়াঙ্কা যোগ করেন, 'মিথ্যা কথা বলতে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর জুড়ি মেলা ভার, এখন দেখছি ফালতু কথা বলতেও ওনার জুড়ি নেই। উনি বলছেন, আপনার কাছে দুটো মহিষ থাকলে একটি কংগ্রেস নিয়ে নেবে। আপনারা বলুন, ৫৫ বছর ধরে আমাদের সরকার কখনও আপনাদের কোনও জিনিস কেড়ে নিয়েছে? আমিও সেই এক্স-রে মেশিন দেখতে চাই যার মাধ্যমে মঙ্গলসূত্র চুরি করা যায়।'

একইসঙ্গে বিজেপিকে কড়া ভাষায় আক্রমণ শানিয়ে প্রিয়াঙ্কা বলেন, 'বিজেপি আমাদের বদনাম করে অথচ নিজেরা বিশ্বের সব চেয়ে ধনী দল হয়ে বসেছে। ৬০ হাজার কোটি টাকা দিয়ে নিজেদের দপ্তর তৈরি করেছে। কোভিড সার্টিফিকেটে নিজের ছবি সেটে প্রচার চালিয়েছেন। যে সংস্থাকে টিকা তৈরির লাইসেন্স দিয়েছিলেন তার থেকে বিপুল টাকা চাঁদা নিয়েছেন। আজ সেই সংস্থার তৈরি টিকায় ভয়ংকর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কথা প্রকাশ্যে এসেছে।'

অমিত শাহর বিরুদ্ধে কমিশনে নালিশ কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ৪ মে: এবার নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগ খোদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর বিরুদ্ধে। নির্বাচন কমিশনে নালিশ করে এল কংগ্রেস। অভিযোগ, ভোটপ্রচারে নজর কাড়তে শিশুদের ব্যবহার করেছেন অমিত শাহ। হায়দরাবাদের বিজেপি প্রার্থী মাধবী লতার হয়ে প্রচারে গিয়েছিলেন শাহ।

গত ১মে হায়দাবাদের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সভায় শিশুদের দেখা যায়। শুধু তা-ই নয়, সমাবেশ চলাকালীন এক শিশুর হাতে বিজেপির প্রতীকযুক্ত পতাকাও ছিল, যা নির্বাচন আচরণবিধি লঙ্ঘন বলে অভিযোগ কংগ্রেসের। তেলঙ্গানা প্রদেশ কংগ্রেসের সহ-সভাপতি নিরঞ্জন রেড্ডি রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে অভিযোগ দায়ের করে শাহের শাস্তি দাবি

করেছেন। তেলঙ্গানা কংগ্রেসের ওই শীর্ষনেতার দাবি, এভাবে ভোট প্রচারে শিশুদের ব্যবহার নির্বাচনী বিধি লঙ্ঘনের শামিল। শাহের প্রচারে নিষেধাজ্ঞা জারি করা উচিত। হায়দরাবাদ পুলিশের কাছেও অভিযোগ দায়ের করেছেন নিরঞ্জন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে এফআইআর দায়ের হয়েছে। তবে হায়দরাবাদ পুলিশের করা সেই এফআইআরে অমিত শাহর নাম নেই। স্থানীয় কয়েকজন বিজেপি নেতার নাম রয়েছে।

এর আগে খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ দায়ের করেছে কংগ্রেস। মোদির বিরুদ্ধে অভিযোগ আরও বিস্ফোরক। প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ধর্মীয় বিভাজনমূলক মন্তব্য করার অভিযোগ রয়েছে। তাতেও এখনও কোনও ব্যবস্থা নিতে পারেনি কমিশন। দায়িত্ব সেরেছে বিজেপিকে সামান্য নোটিস পাঠিয়েই। এবার দেখার শাহের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা হয় কিনা।

দল প্রচারের জন্য টাকা দিচ্ছে না, ভোটে দাঁড়াবেন না ওডিশার কং প্রার্থী

ভুবনেশ্বর, ৪ মে: লোকসভা নির্বাচনে আবার ধাক্কা খেল কংগ্রেস। দল প্রচারের জন্য টাকা দিচ্ছে না অভিযোগ তুলে ভোটে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত থেকে সরে এলেন ওডিশার কংগ্রেস প্রার্থী। ওই কংগ্রেস প্রার্থীর নাম সুচরিতা মোহান্তি। পুরী লোকসভা থেকে তাঁকে প্রার্থী করেছিল কংগ্রেস। তবে সুচরিতার দাবি, প্রচার চালানোর জন্য ন্যূনতম যে অর্থের প্রয়োজন, সেই টাকাও তাঁকে দিচ্ছে না তাঁর দল। আর তাই তিনি ভোটে লড়বেন না বলেও জানিয়েছেন।

আগামী ২৫ মে ষষ্ঠ দফায় পুরী লোকসভা আসনে নির্বাচন হওয়ার কথা। পুরী লোকসভার অধীনে সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হবে। মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৬ মে। পুরীর বিজেডি প্রার্থী অরূপ পট্টনায়ক এবং বিজেপির সম্বিত পাত্র ইতিমধ্যেই তাঁদের মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। তবে এখনও মনোনয়ন জমা দেননি সুচরিতা।

এই প্রসঙ্গে সুচরিতা শনিবার বলেন, 'আমি শুক্রবার রাতে দলকে একটি ইমেল পাঠিয়েছিলাম। দল থেকে কোনও তহবিল দিয়ে সাহায্য না করার কারণে আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করার সিদ্ধান্ত জানিয়েছি। আমি পার্টির টিকিট ফেরত দিয়েছি।' সম্প্রতি প্রচারের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে জনগণের দ্বারস্থ হয়েছিলেন সুচরিতা। সমাজমাধ্যমেও কিউআর কোড শেয়ার করে অর্থসাহায্য চেয়েছিলেন তিনি। তবে তার পরেও বিশেষ লাভ না হওয়ায় এ বার নির্বাচনে না লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছেন। সুচরিতার কথায়, 'যে হেতু আমি নিজে থেকে তহবিল সংগ্রহ করতে পারিনি, তাই আমি দলের কাছে আবেদন করেছিলাম। কিন্তু আমার প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি।' ২০১৪ সালেও পুরী কেন্দ্র থেকে সুচরিতাকে প্রার্থী করেছিল কংগ্রেস। তবে তিনি হেরে যান।

উল্লেখ্য, কয়েক দিন আগেই মনোনয়ন প্রত্যাহার করেছিলেন মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর লোকসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী অক্ষয়কান্তি বাম্ব। তারও কয়েক দিন আগে গুজরাতের সুরাত লোকসভা কেন্দ্রেও ধাক্কা খেয়েছিল কংগ্রেস। দক্ষিণ গুজরাতের ওই কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী নীলেশ কুম্ভনির মনোনয়ন বাতিল হয়েছিল। পরে ওই আসনের বাকি আট বিরোধী প্রার্থীও মনোনয়ন

প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। ফলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের রাজ্যের সুরাত আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে বিজেপি প্রার্থী মুকেশ দালালের।

আফগান রাষ্ট্রদূতের শরীরে লুকনো ২৫ কেজি সোনা

আটক মুম্বই বিমানবন্দরে

মুম্বই, ৪ মে: সোনা পাচারে নাম জড়াল আফগানিস্তানের রাষ্ট্রদূত জাকিয়া ওয়ারদকের। প্রায় ২৫ কেজি সোনা-সহ মুম্বই বিমানবন্দরে তাঁকে আটক করল শুল্ক দপ্তর। জানা গিয়েছে, বিপুল পরিমাণ এই সোনার বাজার মূল্য ১৮.৬ কোটি টাকা। এই ঘটনায় রীতিমতো শোরগোল শুরু হয়েছে।

জানা গিয়েছে, গত ২৫ এপ্রিল দুবাই থেকে ভারতে আসার সময় মুম্বই বিমানবন্দরে সোনা-সহ আটক করা হয় আফগানিস্তানের রাষ্ট্রদূত জাকিয়া ওয়ারদককে। নিয়ম অনুযায়ী, কারও কাছে ১ কোটি টাকার বেশি দামি কিছু উদ্ধার হলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে গ্রেপ্তার করে তদন্ত শুরু করার নিয়ম। তবে জাকিয়া আফগানিস্তানের রাষ্ট্রদূত হওয়ায় দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে গ্রেপ্তার করা হয়নি তাঁকে। তবে একজন রাষ্ট্রদূতের এমন আচরণে রীতিমতো স্তম্ভিত শুল্ক দপ্তরের আধিকারিকরা। জানা গিয়েছে, ৫৮ বছর বয়সি জাকিয়া দীর্ঘ দিন ধরে আফগানিস্তানের রাষ্ট্রদূত হিসেবে ভারতে নিযুক্ত।

সূত্রের খবর, আফগানিস্তানের রাষ্ট্রদূত ও তাঁর ছেলে যে বিপুল পরিমাণ সোনা নিয়ে ভারতে আসছেন, সে খবর আগে থেকেই ছিল ভারতীয় আধিকারিকদের

কাছে। সেই মতো প্রস্তুত ছিলেন নিরাপত্তারক্ষীরা। সাধারণ ভিভিআইপিদের বিমানবন্দর থেকে বেরনোর জন্য গ্রিন চ্যানেল থাকে। এই চ্যানেলের অর্থ ওই যাত্রীর কাছে এমন কিছু নেই যার তল্লাশি করার প্রয়োজন রয়েছে। রাষ্ট্রদূত হওয়ার সুবাদে জাকিয়া ওই রাস্তা দিয়ে যেতে চাইলে তাঁকে আটকান নিরাপত্তারক্ষীরা। সোনার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি তা অস্বীকার করেন।

এর পর বিমানবন্দরের মহিলা আধিকারিকরা তাঁর তল্লাশি নেওয়ার জন্য অন্য ঘরে নিয়ে যান। সেখানে জাকিয়ার জ্যাকেট, লেগিন্স, নি-ক্যাপ ও বেল্ট থেকে উদ্ধার হয় প্রায় ২৫ কেজি সোনা। জানা যাচ্ছে, ১ কেজি ওজনের ২৪ ক্যারেট সোনার ২৫ টি বার উদ্ধার হয়েছে তাঁর কাছ থেকে। যার বাজার মূল্য ১৮.৬ কোটি টাকা। আধিকারিকদের দাবি, এই সোনার বার নিয়ে যাওয়ার জন্য কোনও প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র ছিল না জাকিয়ার কাছে।

উল্লেখ্য, অভিনব পন্থায় সোনা পাচারের চেষ্টা নতুন কিছু নয়। মাঝে মধ্যেই বিমানবন্দরে ধরা পড়ে এই ধরনের পাচারকারী। তবে একজন রাষ্ট্রদূতের এমন আচরণ সুদূর অতীতে কখনও ঘটেছে বলে মনে করতে পারছেন না আধিকারিকরা।

বায়ুসেনার কনভয়ে জঙ্গিদের গুলি, জখম ৫ জওয়ান

শ্রীনগর, ৪ মে: কাশ্মীর উপত্যকায় বায়ুসেনার কনভয় লক্ষ্যকে এলোপাথাড়ি গুলি জঙ্গিদের। শনিবার কাশ্মীরের পুঞ্চ উপত্যকায় সুরানকোটের উপর দিয়ে যাচ্ছিল বায়ুসেনার কনভয়। সূত্রের খবর, সেই সময়েই জঙ্গিরা আমচকা গুলি বর্ষণ শুরু করে বায়ুসেনার কনভয় লক্ষ্য করে। জানা যাচ্ছে, উপত্যকার এই জঙ্গি হানায় বায়ুসেনার পাঁচ জওয়ান জখম হয়েছেন। সূত্রের খবর, তাঁদের মধ্যে একজন এয়ারম্যানের অবস্থা আশঙ্কাজনক। জখম পাঁচ জওয়ানকেই চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

জঙ্গিদের সঙ্গে তুমুল গুলির লড়াই শুরু হয়েছে বায়ুসেনার। ইতিমধ্যেই সেখানে আরও জওয়ান পাঠানো হয়েছে জঙ্গিদের দমন করার জন্য। শেষ পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী পুঞ্চে এখনও চলছে জঙ্গিদমন অভিযান। ঘটনাস্থলের যে ছবি প্রকাশ্যে এসেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে বায়ুসেনার কনভয়ের একটি গাড়িতে মুড়ি-মুরকির মতো গুলি চালানো হয়েছে। গাড়িটির উইন্ডশিল্ডে অন্তত এক ডজন গুলি লেগেছে।

কাশ্মীর উপত্যকায় জঙ্গি কার্যকলাপ সাম্প্রতিক সময়ে অনেকটাই কমেছে।

কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিলেন অরবিন্দর সিং লাভলি

নয়াদিল্লি, ৪ মে: দিল্লির কংগ্রেস সভাপতি পদ থেকে ইস্তফার পর কথা দিয়েছিলেন দল ছাড়বেন না। কিন্তু কথা রাখলেন না অরবিন্দর সিং লাভলি। ইস্তফার মাত্র ৬ দিনের মাথায় শনিবার বিজেপিতে যোগ দিলেন তিনি। তাঁর সঙ্গেই বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন দিল্লি কংগ্রেসের আরও ৪ নেতা নীরজ বসোয়া, রাজকুমার চৌহান, নসিব সিং এবং অমিত মালিক।

শনিবার দিল্লির বিজেপি দপ্তরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী, দিল্লির বিজেপি সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেবা-সহ অন্যান্য নেতৃত্বের উপস্থিতিতে 'পদ্ম' পতাকা হাতে তুলে নেন লাভলি। গেরুয়া শিবিরে যোগদানের পর সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বের পদ্মের প্রতীকে দিল্লির জনতার হয়ে লড়াই করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে আমাকে। আমি বিশ্বাস করি বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে দেশে সরকার গড়তে চলেছে বিজেপি। আগামী দিনে দিল্লিতেও গেরুয়া পতাকা উড়বে।'

দিল্লিতে আম আদমি পার্টির প্রবল বিরোধী হিসাবে পরিচিত লাভলি। দিল্লিতে আপ ও কংগ্রেসের জোট মানতে না পেরে গত ২৮ জুন দিল্লির প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা দেন তিনি। মল্লিকার্জুন খাড়গেকে এ বিষয়ে চিঠি লিখে তিনি জানান, 'যে দলটার জন্মই হয়েছিল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মিথ্যা, ভুয়ো, মনগড়া অভিযোগ করে তাদের বিরুদ্ধে জোটে আপত্তি ছিল গোটা দিল্লি কংগ্রেস ইউনিটের। কিন্তু সেটা সত্ত্বেও দিল্লিতে আপের সঙ্গে জোট করা হল। যা মেনে নেওয়া অসম্ভব।' তবে প্রদেশ সভাপতি পদে ইস্তফা দিলেও লাভলি জানিয়ে ছিলেন অন্য কোনও দলে যোগ দেবেন না তিনি। তাঁর ইস্তফার পর দিল্লির নয়া প্রদেশ সভাপতি করা হয় দেবেন্দ্র যাদবকে।

অবশ্য লাভলির বিজেপি যোগ এই প্রথমবার নয়, এর আগেও একবার বিজেপিতে গিয়েছিলেন কংগ্রেসের এই নেতা। ৭ বছর আগে ২০১৭ সালে কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে গিয়েছিলেন তিনি। যদিও পদ্ম কাঁটায় বিদ্ধ হয়ে মাত্র ৭ মাসেই মোহভঙ্গ হয়েছিল তাঁর। ২০১৮ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি ফের কংগ্রেসে যোগ দেন তিনি। এর পর ২০২৩ সালের ৩১ অগস্ট দিল্লির প্রদেশ সভাপতি করা হয় তাঁকে। ভোটের মুখে এবার কংগ্রেসকে চাপে ফেলে ফের বিজেপিতে যোগ দিলেন লাভলি।

অসুস্থ পাক নাবিককে সুস্থ করতে এল ভারতীয় রণতরী

ইসলামাবাদ, ৪ মে: ফের মাঝ সমুদ্রে পাকিস্তানের নাবিকদের সাহায্যে ছুটে গেল ভারতীয় রণতরী। আল রহমানি নামে ইরানের নিশানধারী একটি মাছ ধরার জাহাজ আরব সাগরে জলদস্যুদের খপ্পরে পড়েছিল। কিন্তু ভারতীয় জওয়ানদের তৎপরতায় দস্যুদের হাত থেকে রক্ষা পায় সেটি। তবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এক পাক নাবিক। সেই জাহাজ থেকে ফের সাহায্য চেয়ে বার্তা পাঠানো হয় ভারতীয় নৌসেনার কাছে। খবর পেয়েই দ্রুত জাহাজটিতে পৌঁছে যায় নৌবাহিনীর মেডিক্যাল টিম।

এএনআই সূত্রে খবর, গত ৩০ এপ্রিল আরব সাগরে জলদস্যুদের হাত থেকে আল রহমানি জাহাজটিকে রক্ষা করেছিল ভারতীয় রণতরী আইএনএস সুমেধা। সেই সময় জাহাজটিতে ছিলেন ২০ জন পাক নাবিক। তাঁদের মধ্যে বেশ একজন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সাহায্য চেয়ে বার্তা পাঠানো হয় নৌসেনার কাছে। খবর পেয়ে দ্রুত জাহাজটিতে পৌঁছে যায় মেডিক্যাল টিম। প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দিয়ে সুস্থ করে তোলা হয় তাঁকে।

গত কয়েক বছরে আরব সাগর, এডেন উপসাগরে জলদস্যুদের তাণ্ডব বেড়েছে। বহুবার তারা বিভিন্ন দেশের নিশানধারী জাহাজে হামলা চালিয়েছে তারা। এহেন আক্রমণ ঠেকাতে আন্তর্জাতিক জলরাশিতে

দস্যুদমন অভিযান শুরু করেছে আমেরিকা, চিন-সহ একাধিক দেশ। সেই তালিকায় রয়েছে ভারতও। নীল জলরাশিতে মুক্ত বাণিজ্য এবং নৌচালনার স্বাধীনতা বজায় রাখতে অতন্দ্র প্রহরীর কাজ করছে নৌসেনার রণতরীগুলো।

উল্লেখ্য, গত মার্চ মাসে এডেন উপসাগরে জলদস্যুদের খপ্পরে পড়ে ইরানের নিশানধারী একটি মাছ ধরার জাহাজ। ২৩ জনের চালকদলকে বন্দি করে ফেলে দস্যুরা। তাঁরাও সকলেই পাকিস্তানের নাগরিক ছিলেন। খবর পেয়েই অপহৃত জাহাজটি উদ্ধারের নামে ভারতীয় নৌসেনা। প্রায় ১২ ঘণ্টার অভিযানের পর হার মানতে বাধ্য হয় জলদস্যুরা।

মুসৌরিতে ঘুরতে গিয়ে মৃত্যু হল পাঁচ কলেজপড়ুয়ার

দেরাদুন, ৪ মে: উত্তরাখণ্ডের মুসৌরিতে ঘুরতে গিয়ে মৃত্যু হল দেহরাদুনের পাঁচ কলেজপড়ুয়ার। মৃতদের মধ্যে চার ছাত্র এবং এক ছাত্রী রয়েছেন। পুলিশ সূত্রে খবর, দেহরাদুনের আইএমএস কলেজ থেকে মুসৌরিতে ঘুরতে গিয়েছিলেন ছয় পড়ুয়া। ভ্রমণ শেষে শনিবার দেহরাদুনে গাড়ি করে ফিরছিলেন। ভোর ৫টার সময় মুসৌরি-দেহরাদুন রাস্তায় পড়ুয়াদের গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় পাঁচ জনের। ন্যান্সি নামে এক মহিলাকে গুরুতর জখম অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে।

সংবাদ সংস্থা এএনআইকে মুসৌরির পুলিশ সুপার প্রমোদ কুমার বলেন, 'গাড়ি খাদে পড়ে পাঁচ কলেজপড়ুয়ার মৃত্যু হয়েছে। পানিওয়ালা ব্যান্ডের কাছে দেহরাদুন মার্গ ঝাড়িপানি রোডের কাছে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। তার পরই সেটি খাদে গিয়ে আছড়ে পড়ে।' পুলিশ সুপার আরও জানিয়েছেন, স্থানীয়েরাই প্রথমে গাড়িটিকে পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন। পুলিশ এসে গাড়িটিকে উদ্ধার করে। গাড়ির ভিতর থেকে পাঁচ জনের দেহও উদ্ধার করা হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় আরও এক ছাত্রীকে।

কী ভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। গাড়ির গতি বেশি ছিল, না কি গাড়িতে কোনও যান্ত্রিক গোলযোগ হয়েছিল, তা-ও জানার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। পাঁচ পড়ুয়ার মৃত্যুর ঘটনায় শোকের ছায়া আইএমএস কলেজে। পড়ুয়াদের

পরিবারকেও খবর দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

আইএসএল ফাইনালে হার মোহনবাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ত্রিমুকুট জয়ের স্বপ্ন অধরাই থাকল মোহনবাগানের। ২৩ বছর পর যে সুযোগ এসেছিল সবুজ-মেরুনের কাছে, তা তারা কাজে লাগাতে পারল না। ডুরান্ড কাপ, আইএসএল লিগ-শিল্ডেই সন্তুষ্ট থাকতে হল তাদের। আইএসএলের ফাইনালে বদলা নিল মুম্বই সিটি এফসি। মোহনবাগান হারল ১-২ ব্যবধানে। প্রথমার্ধে জেসন কামিংসের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল মোহনবাগান। দ্বিতীয়ার্ধে মুম্বইয়ের হয়ে সমতা ফেরান হর্হে পেরেরা দিয়াস। দ্বিতীয় গোল করেন বিপিন সিংহ। সংযুক্তি সময়ে তৃতীয় গোল ইয়াকুব ভোজটাসের। এই নিয়ে দু'বার মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ফাইনালে গোল করলেন বিপিন। ২০২১ সালেও গোল করেছিলেন তিনি।

হারলেও এই ম্যাচে মোহনবাগানের অভিযোগ করার কিছুই নেই। অতি বড় মোহনবাগান সমর্থকও এটা বিশ্বাস করবেন, এ দিন যোগ্য দল হিসাবে জিতেছে মুম্বই। দুই অর্ধেই তাদের দাপট ছিল। ম্যাচের বেশির ভাগ সময়ে বল নিয়ন্ত্রণ করেছে তারাই। নিখুঁত পরিকল্পনামাফিক ফুটবল খেলেছে। এক দিকে যেমন একের পর এক আক্রমণ শাণিয়েছে শুভাশিস বসুর দিক থেকে, তেমনই অকেজো করে দেওয়া হয়েছে জনি কাউকোকে। খেলতে পারেননি দিমিত্রি পেত্রাতোস বা লিস্টন কোলাসোরাও। লিগ-শিল্ডের ম্যাচে যে খেলা মোহনবাগান খেলেছিল, তার ছিটেফোঁটাও দেখা গেল না এ দিন। মুম্বইয়ের কোচ পিটার ক্রাতকি আগের দিনই জানিয়েছিলেন, ফাইনালে অন্য মুম্বইকে দেখতে পাওয়া যাবে। সেটাই হল।

শনিবার খেলা শুরু হয় বেশ ধীরগতিতে। প্রথম দশ মিনিট শুধু পাস এবং মিস পাসের খেলা। দুই দলই চাইছিল মাঝমাঠের নিয়ন্ত্রণ নিতে। কিন্তু সফল হচ্ছিল না কেউই। মুম্বইয়ের আক্রমণ তার মধ্যে কিছুটা বেশিই ছিল। মোহনবাগানের খেলোয়াড়েরা বেশি ক্ষণ পায়ে বল রাখতে পারছিলেন না। ধরে রাখতে গেলেই মুম্বইয়ের কোনও না কোনও খেলোয়াড় এসে তা ছিনিয়ে নিচ্ছিলেন।

শুরু থেকেই মুম্বইয়ের খেলোয়াড়দের প্রচুর দৌড়তে দেখা গেল। কেউ বল হারালে দাঁড়িয়ে পড়েননি। ছুটে গিয়ে বল কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে থাকেন। মোহনবাগানের ফুটবলারদের পায়ে বল থাকলেও কেড়ে নেওয়ার জন্য একই রকম প্রচেষ্টা দেখা যায়। ১৩ মিনিটের মাথায় একটা ভাল আক্রমণ করেছিলেন অনিরুদ্ধ থাপা। তিরির সৌজন্যে বেঁচে যায় মুম্বই। দু'মিনিট পরেই লালিয়ানজুয়ালা ছাংতের কর্নার থেকে মেহতাব সিংহের হেড বাইরে যায়।

প্রথমার্ধে খেলা এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে মুম্বইয়ের আক্রমণও বাড়ছিল। মোহনবাগানের অর্ধে মুহুর্মুহু আক্রমণ তুলে আনছিল তারা। শুভাশিসের দিক থেকে খেলছিলেন ছাংতে। মুম্বইয়ের খেলোয়াড়কে আটকাতে গিয়ে উপরে উঠতে পারছিলেন না শুভাশিস। ফলে লিস্টন কোলাসোর উদ্দেশে বল বাড়ানোরও কেউ ছিল না। বলের খোঁজে লিস্টনকে নীচে নেমে আসতে হচ্ছিল। মোহনবাগান রক্ষণকে বার বার বিপদে ফেলছিলেন ছাংতে। প্রথম দিকে তাঁর সেট-পিস মোটেই ভাল হচ্ছিল না। দু'টি কর্নার এবং একটি ফ্রিকিক নষ্ট করেন তিনি। তবে ৩০ মিনিটের মাথায় তাঁর ফ্রিকিক বারে লাগে। বাঁ দিক থেকে নেওয়া শট বিশাল কাইথকে পরাস্ত করে ফেলেছিল।

‘লেডি লাক’ কি বদলে দিল স্টার্ককে

নিজস্ব প্রতিনিধি: ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে রাতে নিজের শেষ ওভারে মিচেল স্টার্ক যখন মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের টপাটপ (৩টি) উইকেট তুলে নিচ্ছিলেন, টিভি ক্যামেরা বাববার খুঁজে নিচ্ছিল অ্যালিসা হিলিকে। ওভারের পঞ্চম বলে ইয়র্কারে জেরাল্ড কোয়েৎজির মিডল স্টাম্প উপড়ে ফেলে স্টার্ক যখন গর্জন করতে লাগলেন, হিলি তখন তাঁর বোলিং দেখে বিস্ময়ের ঘোরে বন্দী।

অস্ট্রেলিয়ান ফাস্ট বোলারের সেই ট্রেডমার্ক ইয়র্কারেই ১২ বছর পর ওয়াংখেড়েতে মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের বিপক্ষে কলকাতা নাইট রাইডার্সের জয় নিশ্চিত হয়েছে। এ জয়ে মুম্বাইকে লিগ পর্ব থেকে প্রায় ছিটকে ফেলে প্লে,অফ পর্বের পথে আরেক ধাপ এগিয়ে গেছে কলকাতা।

স্টার্ক,হিলির সম্পর্ক আবার বলতে হবে নাকি! তাঁরা স্বামী,স্ত্রী। ক্রিকেট ইতিহাসের একমাত্র দম্পতি, যাঁরা বিশ্বকাপ জয়ের অনন্য কীর্তি গড়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটের ‘পাওয়ার কাপল’ হিসেবে পরিচিত স্টার্ক,হিলিকে এবারের আইপিএলে কালই প্রথমবার একই ভেন্যুতে দেখা গেল। মানে, স্বামী স্টার্কের খেলা মাঠে বসেই উপভোগ করেছেন স্ত্রী হিলি।আইপিএল নিলাম ইতিহাসের রেকর্ড ২৪ কোটি ৭৫ লাখ রুপিতে বিক্রি হওয়া স্টার্ক কি স্ত্রীকে কাছে পেয়েই বদলে গেলেন? কাল রাতে ৩৪ বছর বয়সী তারকার বোলিং দেখার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তো সে রকমই দাবি করা হচ্ছে। ভারতের সংবাদমাধ্যমগুলো যেটিকে বলছে ‘লেডি লাক’ বা ‘লাকি চার্ম’।

এবারের আইপিএলে কাল রাতে মুম্বাইয়ের বিপক্ষে ম্যাচটির আগে স্টার্কের পারফরম্যান্স যে ছিল যাচ্ছেতাই। আগের ৮ ম্যাচে নিয়েছিলেন মাত্র ৭ উইকেট। বলার মতো পারফরম্যান্স বলতে ছিল শুধু লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসের বিপক্ষে পয়লা বৈশাখের দিন ৩ উইকেট। এ ছাড়া ৪ ম্যাচে ছিলেন উইকেটশূন্য, ৪০,এর বেশি রান দিয়েছিলেন ৫ ম্যাচে। ইকোনমি রেট তো আরও ভয়ংকর; প্রায় ১২ ছুঁই ছুঁই।! তাঁর পেছনে এত টাকা ঢেলে শাহরুখ খানের দল ভুল করেছে কি না, তিনি আইপিএল ইতিহাসের ‘সুপার ফ্লপ মিলিয়নিয়ার’ হয়ে থাকবেন কি না, এমন প্রশ্নও উঠেছিল।

তবে কাল নিজস্ব কায়দার আইপিএলের প্লে,অফ পর্বের আগে ছন্দে ফেরার আভাস দিয়ে কলকাতা সমর্থকদের মনে যেমন স্বস্তি ফিরিয়েছেন স্টার্ক, তেমনি টি, টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে অস্ট্রেলিয়ার জন্য খুশির আবহও তৈরি করেছেন। এবারের আইপিএলে ২০০ রানও যেখানে মামুলি হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেখানে কালকের ম্যাচটিকে ব্যতিক্রমই বলতে হয়। ওয়াংখেড়েতে কাল মুম্বাই,কলকাতা দুই দলই অলআউট হয়েছে। এমন ঘটনা ৬ বছর পর প্রথম দেখা গেল।

১৬৯ রান ডিফেন্ড করতে শুরুতেই উইকেট দরকার ছিল কলকাতার। নিজের প্রথম ওভারে ঈশান কিষানকে ফিরিয়ে সেই কাজটা করেছেন স্টার্ক। পরের ৩ উইকেট নিয়েছেন নিজের শেষ ওভারে। ম্যাচ শেষে স্টার্কের বোলিং ফিগার ৩.৫ ওভার,১২ ডট,৩৩ রান,৪ উইকেট, যা তাঁর আইপিএল ক্যারিয়ারে দ্বিতীয় সেরা।

স্টার্কের স্ত্রী ও অস্ট্রেলিয়া নারী দলের অধিনায়ক হিলি গত মার্চেই উত্তর প্রদেশ ওয়ারিয়র্সের হয়ে ডব্লুপিএল (মেয়েদের আইপিএল নামে পরিচিত) খেলেছেন। ডব্লুপিএল শেষ করেই অস্ট্রেলিয়া দল নিয়ে এসেছিলেন বাংলাদেশ সফরে, নিগার,ফারজানা,মারুফাদের বিপক্ষে তিনটি করে ওয়ানডে আর টি, টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে। সে সময় তাই স্টার্কের খেলা দেখতে ভারতে যাওয়া হয়নি।

ওয়াংখেড়েতে বুমরার ‘৫০’

নিজস্ব প্রতিনিধি: এবারের আইপিএলে ব্যাটসম্যানদের তাণ্ডবে বোলাররা দিশাহারা হয়ে পড়লেও ব্যতিক্রম যশপ্রীত বমুরা। মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের এই ভারতীয় ফাস্ট বোলার ১৭ উইকেট নিয়ে আসরের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারিদের তালিকায় আছেন শীর্ষে। টুর্নামেন্টে কমপক্ষে ১০ ওভার বল করেছেন, এমন বোলারদের মধ্যে তাঁর ইকোনমি রেটই সবচেয়ে কম; ৬.২৫।

মুম্বাই ভালো করতে না পারলেও বুমরা তাঁর কাজটা ঠিকই করে চলেছেন। গত রাতে তো নতুন এক কীর্তিও গড়ে ফেলেছেন। ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে কাল কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিপক্ষে মুম্বাইয়ের হারের ম্যাচে ৩ উইকেট নিয়েছেন বুমরা। এর মধ্যে দিয়ে আইপিএলে দ্বিতীয় বোলার হিসেবে ওয়াংখেড়েতে ৫০ উইকেটের মাইলফলকের দেখা পেলেন ভারতের এই পেসার।

৩০ বছর বয়সী বুমরা কাল কলকাতার রমনদীপ সিং, মিচেল স্টার্ক ও ভেঙ্কটেশ আইয়ারকে আউট করেছেন। ইনিংসের ১৮তম আর নিজের তৃতীয় ওভারের শেষ বলে স্টার্ককে বোল্ড করে ওয়াংখেড়েতে ৫০ উইকেট পূরণ করেন।

মুম্বাইয়ের ঘরের মাঠ ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে এর আগে ৫০ উইকেটের মাইলফলক ছুঁয়েছিলেন লাসিথ মালিঙ্গা। শ্রীলঙ্কার সাবেক এই পেসার বর্তমানে মুম্বাইয়ের বোলিং কোচের দায়িত্বে আছেন। আইপিএল ক্যারিয়ারের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মুম্বাইয়ের হয়ে খেলা মালিঙ্গা ওয়াংখেড়েতে মোট ৬৮ উইকেট পেয়েছেন, যা এই মাঠে সবচেয়ে বেশি। বুমরা কাল মালিঙ্গাকে সাক্ষী রেখেই নতুন কীর্তি গড়েছেন। তবে আইপিএলে এক ভেন্যুতে সবচেয়ে বেশি উইকেট শিকারের রেকর্ডে মালিঙ্গা আছেন ২ নম্বরে। এ তালিকায় শীর্ষে কলকাতা নাইট রাইডার্সের সুনীল নারাইন। কলকাতার ‘ঘর’ ইডেন গার্ডেনে নারাইন এখন পর্যন্ত ৬৯ উইকেট নিয়েছেন। রহস্যময় স্পিনে এখনো ব্যাটসম্যানদের তটস্থ করে রাখা নারাইন সংখ্যাটিকে যে আরও বাড়িয়ে নেবেন, তা নিশ্চিত করে বলাই যায়।

আইপিএলে এক মাঠে সবচেয়ে বেশি উইকেট নেওয়ার তালিকায় নারিন, মালিঙ্গার পর আছেন অমিত মিশ্র। ৪১ বছর বয়সী এই লেগ স্পিনার এবারের মৌসুমে খেলছেন লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসে। তবে আইপিএলের ক্যারিয়ারের বেশির ভাগ সময় তাঁর কেটেছে দিল্লি ক্যাপিটালসে। দিল্লির মাঠ অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে মিশ্রর উইকেট ৫৮টি।

বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে ৫২ উইকেট নিয়ে মিশ্রর পরেই আছেন আরেক লেগ স্পিনার যুজবেন্দ্র চাহাল। ৩৩ বছর বয়সী চাহাল ২০২২ সালে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ছেড়ে রাজস্থান রয়্যালসে নাম লিখিয়েছেন।

স্টার্ককে বোল্ড করে ওয়াংখেড়েতে ৫০ উইকেটের মাইলফলক স্পর্শ করা বুমরা পরে ভেঙ্কটেশকেও আউট করেছেন। ৫১ উইকেট নিয়ে তিনি এক মাঠে সবচেয়ে বেশি উইকেট শিকারের তালিকায় বর্তমানে আছেন পাঁচে।

শীর্ষ দশের শেষ পাঁচজন হরভজন সিং, রবিচন্দ্রন অশ্বিন, ভুবনেশ্বর কুমার, ডোয়াইন ব্রাভো ও পীযূষ চাওলা।

সবচেয়ে দামি জার্সি রিয়াল মাদ্রিদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: সফল একটি মৌসুম শেষ করার দ্বারপ্রান্তে এখন রিয়াল মাদ্রিদ। লা লিগা শিরোপার পাশাপাশি চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনালও এখন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। শুধু মাঠের পারফরম্যান্সেই নয়, মাঠের বাইরে দারুণভাবে ঘুরছে রিয়ালের সাফল্যের চাকা। ফুটবলের তথ্য,উপাত্তভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম ‘ফুটবল বেঞ্চমার্ক’ এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, পৃষ্ঠপোষকদের কাছ থেকে আয় বিচারে বর্তমানে ইউরোপিয়ান ক্লাব ফুটবলে রিয়ালের জার্সির মূল্য সবচেয়ে বেশি। যেখানে তারা পেছনে ফেলেছে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনাসহ ইউরোপের অন্যান্য পরাশক্তিদের।

ফুটবল বেঞ্চমার্কের প্রতিবেদন অনুসারে, রিয়াল জার্সি নিয়ে পৃষ্ঠপোষকদের কাছ থেকে সামগ্রিকভাবে আয় করে ১৯ কোটি ইউরো। এর মধ্যে কিটস সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান অ্যাডিডাস থেকে তারা পায় ১২ কোটি ইউরো। আর দলের প্রধান স্পন্সর এমিরেটস রিয়ালকে দেয় বছরে ৭ কোটি ইউরো।

রিয়ালের পর তালিকার দ্বিতীয় স্থানে আছে তাদের ‘এল ক্লাসিকো’ প্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনা। যাদের জার্সির আয় আসে বিশ্বখ্যাত কিট প্রস্তুতকারক নাইকি এবং স্ট্রিমিং পরিসেবা প্রতিষ্ঠান স্পটিফাই থেকে। এই দুই প্রতিষ্ঠান থেকে সামগ্রিকভাবে বার্সার আয় বছরে ১৭ কোটি ৫০ লাখ ইউরো।

বার্সার পর এই তালিকায় আছে ফ্রেঞ্চ লিগ ‘আঁ’র চ্যাম্পিয়নস পিএসজি। ক্লাবটি নাইকির কাছ থেকে ৮ কোটি ইউরো এবং প্রধান পৃষ্ঠপোষক কাতার এয়ারওয়েজের কাছ থেকে পায় ৬ কোটি ৬০ লাখ ইউরো। পিএসজির পর চারটি ক্লাবই অবশ্য ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের। এর মধ্যে সবার ওপরে আছে আর্সেনাল। এরপরের তিনটি স্থান যথাক্রমে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, ম্যানচেস্টার সিটি এবং চেলসির। আর এ তালিকার অষ্টম স্থানে আছে বুন্দেসলিগার ক্লাব বায়ার্ন মিউনিখ। শীর্ষে থাকা রিয়ালের চেয়ে ৮ কোটি ইউরো ব্যবধানে পিছিয়ে আছে বাভারিয়ান ক্লাবটি।

জার্সি থেকে আয় অবশ্য এ দুটি পৃষ্ঠপোষকে আটকে নেই। সাম্প্রতিক সময়ে ক্লাবগুলো জার্সিকে আরও বৈচিত্র্যপূর্ণভাবে ব্যবহার করেছে এবং জার্সির হাতাকেও স্পন্সরদের কাছ থেকে আয়ের উৎস হিসেবে কাজে লাগিয়েছে। রিয়াল যেমন তিন মাস আগে নিজেদের হাতা ব্যবহারের জন্য চুক্তি করেছিল তথ্য প্রযুক্তিবিষয়ক প্রতিষ্ঠান এইচপির সঙ্গে। বার্সেলোনা এক বছরের বেশি সময় ধরে এ নিয়ে কাজ করছে টিপি ভিশনের সঙ্গে। এর বাইরে জার্সি বিক্রি থেকে ক্লাবগুলো বিপুল পরিমাণের আয় তো আছেই।

ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সোনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৬ অধীনে)
অঙ্কিত মেটাল অ্যান্ড পাওয়ার লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত		
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	অঙ্কিত মেটাল অ্যান্ড পাওয়ার লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	৭ আগস্ট ২০০২
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, আরওসি-কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	L27101WB2002PLC094979
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	রেজিস্টার্ড অফিস : ৩৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০১২ কর্পোরেট অফিস : এসকেপি হাউস, ১৩২এ, শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০২৬ ওয়েবসাইট : https://www.ankitmetal.com/
৬.	কর্পোরেট ডেটরের ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	৩ মে ২০২৪
৭.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	২৯ অক্টোবর ২০২৪ (ইনসলভেন্সি শুরুর তারিখ থেকে ১৮০ দিন)
৮.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	ক্ষিতিজ ছাউছারিয়া রেজি নং IBBI/IPA-001/IP-P00358/2017-18/10616
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	প্রযত্নে বি ছাউছারিয়া অ্যান্ড কোং, ৮এ এবং ৮বি সত্যম টাওয়ারস, ৩ আলিপুর রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০২৭ ই : kshitiz@bccoindia.com (এএফএ বৈধ ২২ জানুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত)
১০.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	ক্ষিতিজ ছাউছারিয়া প্রযত্নে জিটি রিস্ট্রাকচারিং সার্ভিসেস এলএলপি, ইউনিট ১৬০৩ এবং ১৬০৪, ইকো সেন্টার, প্লট নং ৪, স্ট্রিট নাম্বার ১৩, ইএম ব্লক, সেক্টর - ৫, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০০৯১, পশ্চিমবঙ্গ ই : ip.ankitmetal@gmail.com
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	১৭ মে ২০২৪ (এনসিএলটি অর্ডার গ্রহণের তারিখ থেকে ১৪ দিন)
১২.	বিনিয়োগকারীগণের শ্রেণি, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট আইনের ২১ ধারার উপধারা (৬এ) এর (বি) পরিমেল অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদার কর্তৃক নির্ধারিত	প্রযোজ্য নয়
১৩.	সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে বিনিয়োগকারীগণের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারগণের চিহ্নিতকরণের নাম (প্রতিটি শ্রেণিতে তিনটি নাম)	প্রযোজ্য নয়
১৪	(ক) সম্পর্কিত ফর্মগুলি এবং (খ) প্রাপ্ত অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের বিস্তারিত	(ক) https://ibbi.gov.in/home/downloads (খ) প্রযোজ্য নয়

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে সি.পি. (আইবি) নং ৯১/কেবি/২০২৩, অঙ্কিত মেটাল অ্যান্ড পাওয়ার লিমিটেড-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরু করার তারিখ ৩ মে ২০২৪।
অঙ্কিত মেটাল অ্যান্ড পাওয়ার লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ১৭ মে ২০২৪ তারিখে অর্ন্তবর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন। মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।
ক্ষিতিজ ছাউছারিয়া
অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাব পেশাদার
অঙ্কিত মেটাল অ্যান্ড পাওয়ার লিমিটেড
(IBBI/IPA-001/IP-P00358/2017-18/10616)
এএফএ বৈধ ২২ জানুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত
ই : ip.ankitmetal@gmail.com
তারিখ : ৫ মে ২০২৪
স্থান : কলকাতা

শাহরুখ খান জানালেন, কলকাতারও আছে ‘জয় বীরু’ ও ‘সুপারম্যান’

নিজস্ব প্রতিনিধি: বলিউডে ২০০৯ সালে মুক্তি পাওয়া ‘জয় বীরু’ সিনেমাটা কি দেখেছেন? ফারদিন খান ও কুনাল খেমু অভিনীত সেই সিনেমাটা দুই বন্ধুর গল্প নিয়ে। কলকাতা নাইট রাইডার্সেও এমন জয়,বীরু জুটি আছে। আর সেটা জানিয়েছেন স্বয়ং কলকাতারই সহমালিক বলিউড কিংবদন্তি শাহরুখ খান।

পুনীত সিরা পরিচালিত সেই সিনেমায় দেখা গিয়েছিল, দুই বন্ধু জয় ও বীরু মিলে এক মাফিয়া ডনের বিরুদ্ধে লড়ছে। ক্রিকেটীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কলকাতার জয়, বীরু জুটির কাজটাও ঠিক তাই। ব্যাট হাতে দুজনেই ধ্বংসাত্মক। প্রতিপক্ষের বোলারদের একদম দুমড়ে,মুচড়ে দেন। কাদের কথা বলা হচ্ছে, এতক্ষণে নিশ্চয়ই আন্দাজ করে ফেলেছেন? আচ্ছা, বলেই দেওয়া যাক;আন্দ্রে রাসেল ও রিংকু সিং।

আইপিএলে গতকাল রাতে মুম্বাই ইন্ডিয়ানসকে ২৪ রানে হারিয়েছে কলকাতা। এ ম্যাচের আগে টিভি চ্যানেল স্টার স্পোর্টসে ‘নাইট ক্লাব প্রেজেন্টস;কিং খান রুলস’ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে নিজের ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের খেলোয়াড়দের নিয়ে কথা বলেন শাহরুখ।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের অলরাউন্ডার আন্দ্রে রাসেলের প্রশংসা করতে গিয়ে রিংকু সিংয়ের উদাহরণ টানেন কিংবদন্তি, ‘অন্যান্য দারুণ কিছু গুণাবলীর পাশাপাশি সে (রাসেল) ছোটদের সঙ্গেও খুব ভালো। রিংকু এবং তার বন্ধন খুবই শক্তিশালী, জয়,বীরুর বন্ধুত্বের মতো। অনেক দিক থেকেই তারা আলাদা, তবু তারা একে,অপরকে ভালোবাসে, ক্রিকেটার এবং মানুষ হিসেবে একে,অপরকে সাহায্য করে।’ শাহরুখ রাসেলের ‘অন্যান্য গুণাবলী’ নিয়েও কথা বলেছেন। প্রথমত, রাসেলকে দেখে শাহরুখের ক্রিস গেইলকে মনে পড়ে। ২০০৯ সালে কলকাতার হয়ে খেলেছেন ‘ইউনিভার্স বস’খ্যাত ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি গেইল।

এরপর রাসেলের ফ্যাশন সচেতনতারও প্রশংসা করেন কলকাতার এই সহমালিক, ‘তাকে (রাসেলকে) দেখে আমাদের ইউনিভার্স বস মিস্টার গেইলকে মনে পড়ে। সে তার মতো এবং একটা ব্যাপার খুব ভালো লাগে যে সে ফ্যাশন,সচেতন। ভালো পোশাক পরতে পছন্দ করে, চুলের যত্ন নেয়। গতকাল রাতে যেমন তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কি দুই রঙের জুতা আছে? সে বলল, না তবে স্পাইকসের ডিজাইনার্স আছে। জানতে চাইলাম, সেগুলো কি গুচির ডিজাইনার্স স্পাইকস? সে বলল, হ্যাঁ। তার ফ্যাশন সচেতনতা আমি ভালোবাসি।’

মাঠে রাসেলকে যতটা ধ্বংসাত্মক রূপে দেখা যায়, মাঠের বাইরে কিন্তু তিনি অন্য মানুষ। শাহরুখ সে কথাও জানালেন, ‘আন্দ্রের সঙ্গে সিরিয়াস আলোচনা করতে পারি না। সে খুবই মিস্টি স্বভাবের। মাঠে সে যেমন, বাস্তবে একদমই উল্টো। বাস্তবে সে বিনয়ী ও মিস্টি স্বভাবের। এমনকি নাচের সময়ও বিনয়ী। তাকে ফিট রাখা নিয়েই মূলত আমাদের মধ্যে কথাবার্তা হয়। কোনো সমস্যা হলে সে আমাদের জানায়। সে একজন দুর্দান্ত ক্রীড়াবিদ, মানুষ হিসেবেও খুব ভালো, বড় মাপের ক্রিকেটার।’

মুম্বাইয়ের বিপক্ষে গতকাল ৭ রানে আউট হলেও এবার আইপিএলে রাসেলকে চেনা রূপেই দেখা যাচ্ছে। ১০ ম্যাচে ৭ ইনিংসে ব্যাট করে ৩৭.২০ গড়ে ১৮৯.৭৯ স্ট্রাইক রেটে ১৮৬ রান করেছেন রাসেল, উইকেট নিয়েছেন ১১টি।

কলকাতা নাইট রাইডার্সে কিন্তু একজন ‘সুপারম্যান’ও আছেন। শাহরুখ নিজেই দিলেন সেই সুপারম্যানের পরিচয়;সুনীল নারাইন, ‘দলের মধ্যে আমরা তাকে সুপারম্যান বলে ডাকি। মাঠে সে কর্তৃত্বপরায়ন। সে এমন এক খেলোয়াড়, যে বোলিং, ব্যাটিং, উইকেটকিপিং, ফিল্ডিং;যেকোনো ভূমিকা রাখতে পারে।’

২০১২ ও ২০১৪ সালে কলকাতার আইপিএল জয়ে দারুণ ভূমিকা রেখেছিলেন নারাইন। আইপিএলে বিদেশি স্পিনারদের মধ্যে নারাইনের উইকেটসংখ্যাই সবচেয়ে বেশি (১৭২ ম্যাচে ১৭৬ উইকেট)।

কলকাতা নাইট রাইডার্সে এই দুই ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটার কতটা গুরুত্বপূর্ণ, সেটাও জানালেন শাহরুখ, ‘একবার ভাবুন, চোটের কারণে তাদের পাচ্ছে না কেকেআর (কলকাতা নাইট রাইডার্স)। ভাবতেই কেমন যেন লাগে, মনে হয় তাদের ছাড়া কীভাবে সামলাব! তারা অনেক বছর ধরে আমাদের সঙ্গে আছে এবং যেভাবে দলকে সমর্থন দেয়, তারা আসলে পরিবারেরই অংশ।’

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**